পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 216 Monday, 7 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২১৬ সংখ্যা ❋ ২২ আষাঢ়, ১৪৩২ সোমবার, ৭ জুলাই, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কেন্দ্রকে চিঠি সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ গত বছর ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। কিন্তু আট মাস কেটে গেলেও এখনও সরকারি আবাসনেই থাকছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তা নিয়ে এবার সরাসরি কেন্দ্রকে চিঠি দিল শীর্ষ কোর্ট। গত ১ জুলাই কেন্দ্রের নগরোন্নয়ন মন্ত্রককে পাঠানো চিঠিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, মেয়াদ শেষের পরেও বিচারপতি চন্দ্রচূড়। কৃষ্ণ মেনন মার্গের ৫ নম্বর বাংলোটিতে বসবাস করছেন। কিন্তু নিময় অনুযায়ী, তিনি আর সেখানে বসবাস করতে পারেন না। শীর্ষ আদালতের তরফেও সেখানে তাঁকে আর বসবাসের কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই দেরি না করে অবিলম্বে তিনি যেন সেই আবাসন খালি করে দেন।

বস্তুত, কৃষ্ণ মেনন মার্গের 'টাইপ ৮' বাংলোটি দেশের প্রধান বিচারপতিদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। তবে অবসরের পর তাঁরা 'টাইপ ৬' বাংলোতে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের উত্তরসূরি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই 'টাইপ ৮' বাংলোতে থাকতে রাজি হননি। তাই তখন থেকে সেই বাংলোতেই বসবাস করছেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়।

সুপ্রিম কোর্টের পাঠানোও ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বিচারপতি চন্দ্রচূড় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাক চিঠি লিখে আবেদন করেছিলেন, সংশ্লিষ্ট কিছু কারণের জন্য যাতে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে ওই বাংলোতে বসবাস করতে দেওয়া হোক। তার এই আবেদনে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছিল। তারপর ফের তিনি বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাইকে তাঁর সেখানে বসবাসের মেয়াদবৃদ্ধি নিয়ে মৌখিক আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়সীমাও অতিক্রম হয়েছে। তাই অবিলম্বে বিচারপতি চন্দ্রচূড় যেন বাংলোটি খালি করে দেন।এ প্রসঙ্গে বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, ব্যক্তিগত কিছু কারণের জন্য বাংলোটি ছাড়তে দেরি হচ্ছে। গোটা বিষয়টি শীর্ষ আদালতকেও আমি জানিয়েছি। আমার দুই মেয়ে অসুস্থ। তাঁরা দিল্লি এইমসে চিকিৎসাধীন। তাই উপযুক্ত একটি বাড়ির প্রয়োজন। আমি বাড়িও খুঁজছি। তাঁর কথায়, সরকারের তরফে আমার জন্য যে বাড়িটি বারাদ্দ করা হয়েছে, সেটি বসবাসের অযোগ্য। মেরামতির কাজ চলছে। কাজ শেষ হলেই আমি সেখানে চলে যাব।

প্রকল্পে কাজের পর্যালোচনা বৈঠক কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ গ্রামীন এলাকার উন্নয়নে হাতে নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের পর্যালোচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। আগামী ১৪ই জুলাই থেকে নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পারফর্মেন্স পর্যালোচনা কমিটির ডাকা দুই দিনের এই প্রস্তাবিত বৈঠকে অংশ নিতে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের যে বকেয়া রয়েছে তা নিয়ে বৈঠকে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নযন দপ্তরের প্রতিনিধিরা সরব হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই দিকে কলকাতা হাইকোর্ট আগামী মাস থেকে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ চালু করা নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে বৈঠকে তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুর্গাপুরে মোদীর সভা! তৃণমূলের একুশের পাল্টা বিজেপির আঠারো

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ চলতি মাসেই ফের বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঞ্চদ্র মোদী। যখন তৃণমূল কংগ্রেসের (গুপ্ত থ্বণএন্ট ট রুঞ্জজ্ঞড) শহিদ দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গে থাকবে, ঠিক তখনই মোদী আসছেন বাংলায়। বিজেপি সূত্রে খবর,(গুপ্ত থ্বণএন্ট ট রুঞ্জজ্ঞড) আগামী ১৮ জুলাই দমদম সেংট্রাল জেলের মাঠে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভার প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য বিজেপি একটি সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে, যাতে কোনও রকম খুঁত না থাকে। বিশেষ করে তৃণমূলের শহিদ দিবসের সম্মেলনের ঠিক আগের দিন মোদীর এই সফরের সম্ভাবনা রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার বিষয় হয়ে দাঁ।য়েছে। ।বিজেপির দাবি, ২১শে জুলাইয়ের সভার আগে বাংলার রাজনৈতিক(গুপ্ত থ্বণএন্ট ট রুঞ্জজ্ঞড) উত্তাপ আরও কয়েক ধাপ বা।য়ে দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর সফরের সম্ভাব্য সময় এবং তৃণমূলের শহিদ দিবসের সঙ্গে তার সন্নিবেশিত উপস্থিতি রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ তাপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। প্রথমে একটি(গুপ্ত থ্বণএন্ট ট রুঞ্জজ্ঞড) সভার কথা শোনা গেলেও পরে জানা যায়, মোদী সম্ভবত দুটি সভা করবেন। একটি সভা হবে দমদমে, অন্যটি দুর্গাপুরে। গত বছর বাংলায় মোদী দুটি সভা করেছিলেন, কিন্তু এই বছরে তা এখনও হয়নি। তবে, দমদম এবং দুর্গাপুরে দুটি সভা করলে বিজেপির কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। এদিকে, সামনে নির্বাচন। ২০২৪-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দল দুই পক্ষই তাদের প্রস্তাব এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইস্তেহার সাজানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েই ভোটের ল।াই জয় করা সম্ভব নয়। এই সময় প্রার্থীদের এবং দলকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে বুথে জোর। তৃণমূলের কাছে এই শক্তি থাকলেও বিজেপির বুথ কমিটিতে এক ব। সমস্যা রয়েছে.বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল নিজেই স্বীকার করেছেন যে রাজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ বুথ কমিটি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে প।ছে। দলের এই অবস্থায় শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য বিজেপির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দলের সংগঠন আরও চাঙ্গা করার চেষ্টা চলছে। শমীকের বক্তব্য ছিল, বিজেপি সংখ্যালঘু-বিরোধী নয়। অর্থা, বিজেপি এবার শুধু হিন্দু ভোটই নয়, সংখ্যালঘু ভোটকেও নিজেদের পক্ষে টানতে চাইছে।।জ্য বিজেপি এবার 'বহুত্ববাদীবহুত্ববাদী ও 'সবকা সাথ' নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে চাইছে। মীকের নেতৃত্বে দলের কৌশলে পরিবর্তন আসছে, যেখানে হিংদু ও সংখ্যালঘু উভয় ভোটকেই নিজেদের ঝুলিতে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। শমীকের ভাষায়, ' সংখ্যালঘু বিরোধী নয়, বরং সকল সম্প্রদায়ের সাথেই কাজ করতে চায়।'' এটি একটি বড় কৌশলগত পরিবর্তন এবং রাজ্য বিজেপির মধ্যে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হতে পারে।মোদীর আসন্ন সফরের পর, শমীক এই নতুন রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যের রাজনৈতিক মাঠে বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছেন। মোদীর উপস্থিতি রাজ্য বিজেপির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কসবা কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ নির্যাতিতাকে টেনে হিঁচড়ে গার্ড রুমে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর চিৎকারে ছুটে আসায় সেদিন কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীকে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল মনোজিরা। ধৃত সেই রক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় জেরার মুখে এমনটাই জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে ধৃত চারজনকে শনিবার মুখোমুখি জেরা করেন তদন্তকারীরা। তাদের বয়ানে একাধিক অসংগতি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, নির্যাতিতাকে যখন গার্ড রুমে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি চিৎকার করছিলেন। সেই চিৎকার শুনে ছুটে আসেন রক্ষী। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে মনোজিৎ, জায়েব, প্রমিত তাকে চলে যেতে বলে। বেশি প্রশ্ন করলে গুলি করে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেয় তারা। তাহলে কি অভিযুক্তদের কারও কাছে সেই সময় আগ্নেয়াস্ত্র ছিল? রক্ষীর বয়ানের পর তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে সাউথ ক্যালকাটা কলেজের আরও এক নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তিনি ২৫ জুন সকালের ডিউটিতে ছিলেন। তার ডিউটি শেষ হওয়ার কথা ছিল বিকেল চারটে। কিন্তু রাত ৮টা ২৫ পর্যন্ত কলেজেই ছিলেন। বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা ২৫ পর্যন্ত সকালের ওই রক্ষী কাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখে গেছিলেন বা পিনাকির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল কি না, সবই যাচাই করে দেখছেন গোয়েন্দারা। এখনও পর্যন্ত এইঘটনায় ১৮ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মনোজিৎ, জায়েব ও প্রমিত বারবার নিজেদের বয়ান বদল করে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ও তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তারা। বিভ্রান্তি দূর করতে ও তথ্যপ্রমাণ যাচাই করতে ধৃতদের মুখোমুখি বসিয়ে টানা জেরা চলে। সূত্রের খবর, ইউনিয়ম রুমের বাথরুম ও গার্ড রুমে মনোজিৎ নির্যাতিতাকে কয়েকজন প্রভাবশালীর নাম করে ভয় দেখায়। তাকে বাধা দেওয়া হলে ওই প্রভাবশালীদের বলে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হবে বলেওনির্যাতিতাকে ভয় দেখানো হয়। গার্ড রুমে তরুণীকে বিবস্ত্র করার সময় জায়েব ও প্রমিতওঢোকে। নির্যাতিতা নিজের পোশাক খুলতে বাধা দিলে জায়েব ও প্রমিত তাকে মারধর করে। তরুণীকে এও বলে দাদা যা বলছে চুপচাপ তা শুনতে। না হলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওই রাতে গেট খুলে দেওয়া হয় যাতে সে নিজে থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তা না হলে মনোজিতের পর জায়েব ও প্রমিতেরও তরুণীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু নির্যাতিতার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে দেখে জায়েবও প্রমিত আর সাহস দেখায়নি।

চাপের মুখে নতিস্বীকার কমিশনের

নথি না থাকলে 'স্থানীয় তদন্তে'র ভিত্তিতে নাম ভোটার লিস্টে

নয়াদিল্লি,৬ জুলাই ঃ ভোটার তালিকার নিবি। সংশোধনী নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বড়সড় পদক্ষেপের পথে নির্বাচন কমিশন! এবার সম্ভবত নথি না থাকলেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হবে না বৈধ ভোটারদের। কমিশন এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়েছে, স্থানীয় স্তরে তদন্তের ভিত্তিতেও ভোটারদের নাম তালিকায় রাখা হতে পারে।

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। বিহারের পরে এক এক করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হবে। তালিকাভুক্ত ভোটার বা নতুন আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময় বুথ স্তরের অফিসাররা একটি ফর্ম দেবেন। সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। এর পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকত্বের সেলফ অ্যাটেস্টেট ঘোষণাপত্রও জমা দিতে হবে।

সমস্যা হল কমিশন যে নথিগুলিকে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসাবে চাইছে সেই নথিগুলি জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমজনতাকে। নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসাবে মোট ১১টি নথির তালিকা দিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ১১টি নথির তালিকায় রয়েছে- সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচয়পত্র, ১ জুলাই ১৯৮৭-র আগে জারি হওয়া কোনও সরকারি নথি, জন্ম সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট, বনপালের সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, এনআরসি অন্তর্ভুক্তি, পারিবারিক রেজিস্টার এবং জমির দলিল। সমস্যা হল অনেক ভোটারের কাছে এই ১১ নথির কোনওটিই নেই। সেইসব ভোটারদের আবার অধিকাংশই প্রান্তিক, দরিদ্র। তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। এই অবস্থায় বহু ভোটার আশঙ্কায়। তবে তাঁদের এবার খানিকটা আশ্বস্ত করল কমিশন।

বিহারদের ভোটারদের উদ্দেশে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, কোনও বৈধ ভোটার যদি নথি নাও দেখাতে পারেন, তাও তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে সোজাসুজি বাদ দেওয়া হবে না। ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রার অফিসার স্থানীয় স্তরে তদন্ত করবেন। তাঁর যদি মনে হয় ওই ভোটার বৈধ, তাহলে সেই ভোটারের নাম বাদ যাবে না। কিন্তু বিরোধীরা এতে আরও আশঙ্কিত। এক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের আশঙ্কা করছে তারা।

বিহারের ভোটারদের নাগরিকত্ব প্রমাণের নির্দেশ! নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মহুয়া

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃনির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিহারে ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। তালিকায় নাম থাকা ভোটারদের ফের নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে। কমিশনের এই 'নির্দেশের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ তৃণমূল সাংসদ। তাঁর দাবি, এই নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। বাংলাতেও যাতে এই নির্দেশ কার্যকর না করা হয়, সেই আবেদনও করেছেন মহুয়া।

বছর শেষেই বিহারে ভোট। তার আগে সে রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। বলা হয়েছে, ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। প্রামাণ্য নথি হিসেবে আধার কার্ড বা রেশন কার্ড গৃহীত হবে না। শুধুমাত্র বয়সের শংসাপত্র, বোর্ডের

অ্যাডমিটের মতো নথিই গ্রহণযোগ্য। কমিশনের যুক্তি, দেশজুড়ে আধার জালিয়াতির জেরেই এই নির্দেশিকা। কমিশনের এই নির্দেশের জেরে বহু যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক দলগুলি। তাই কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে তারা। বিষয়টি নিয়ে মামলা করেছেন মহুয়াও। এক্স হ্যান্ডেলে মামলার নথি পোস্ট করে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র লেখেন, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে এইমাত্র সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করলাম। বাংলা-সহ অন্যান্য রাজ্যে যাতে এই পদক্ষেপ না করা হয়, তার জন্য স্থগিতাদেশও চেয়েছি। তাঁর দাবি, একাধিকবার ভোট দিয়েছেন যাঁরা, তঁদের ফের যোগ্যতা প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে। তাঁদের বাবা-মায়ের জন্মের শংসাপত্র দিতে বলা হচ্ছে। এমনটা চললে বহু যোগ্য ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়বে। তাই এই মামলা।

মোদি জমানায় দেশে গরিবের সংখ্যা বাড়ছে,গড়করি

নয়াদিল্লি,৬ জুলাই ঃ দেশে গরিবের সংখ্যা বাড়ছে। সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দল নয়। এমনই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন বলেও জানান তিনি। স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করে বলেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। নাগপুরে কৃষি, উপাদন, কর এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মতো একাধিক বিষয়ে মত প্রকাশ করেন গড়করি। সেখানেই তিনি বলেন, ধীরে ধীরে গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং সম্পদ কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এটা হওয়া উচিত নয়। আমরা এমন একটি অর্থনৈতিক বিকল্পের দিকে তাকিয়ে আছি যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং অর্থনীতির গতি বা।াবে। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই দিকে অনেক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। উদার অর্থনীতি চালুর জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও এবং মনমোহন সিংয়ের প্রশংসা করেন গড়করি। তিনি জিডিপি-খাতভিত্তিক অবদানের ভারসাম্যহীনতার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, উৎপাদন খাত ২২-২৪ শতাংশ, পরিষেবা খাত ৫২-৫৪ শতাংশ অবদান রাখে, অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্র, গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬৫-৭০ শতাংশকে সম্পৃক্ত করা সত্ত্বেও মাত্র ১২ শতাংশ অবদান রাখে।

বিজেপি নীতিশ,বিহারকে ভারতের অপরাধের রাজধানী-তে পরিণত করেছে ঃ রাহুল গান্ধী

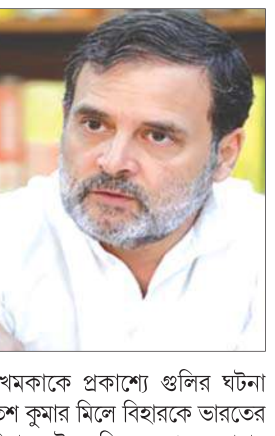

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ বিহারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার রাহুল অভিযোগ করেছেন, বিজেপি এবং নীতিশ কুমার মিলে বিহারকে 'ভারতের অপরাধের রাজধানী'-তে পরিণত করেছে। পাটনায় ব্যবসায়ী গোপাল খেমকাকে খুনের প্রেক্ষিতে এই অভিযোগ করেছেন রাহুল।

সোশ্যাল মাধ্যম এক্স-এ রাহুল লিখেছেন, পাটনায় ব্যবসায়ী গোপাল খেমকাকে প্রকাশ্যে গুলির ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে, বিজেপি এবং নীতিশ কুমার মিলে বিহারকে ভারতের অপরাধের রাজধানী করে তুলেছে। এখন বিহার লুট, গুলি এবং খুনের ছায়ায় বাস করছে। অপরাধ এখানে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে - এবং সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বিহারের ভাই ও বোনেরা, এই অন্যায় আর সহ্য করা যাবে না। যে সরকার তোমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে পারে না তারা তোমাদের ভবিষ্যতেরও দায়িত্ব নিতে পারে না। প্রতিটি হত্যা, প্রতিটি লুট, প্রতিটি গুলি - পরিবর্তনের জন্য একটি আর্তনাদ। এখন একটি নতুন বিহারের সময় - যেখানে অগ্রগতি আছে, ভয় নয়। এবার ভোট কেবল সরকার পরিবর্তনের জন্য নয়, বিহারকে বাঁচানোর জন্য।

বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারত আশাবাদী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ জানুয়ারি থেকে জুন- শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক দুনিয়ার নানা ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যেও বছরের প্রথম ছ'মাসে ভারত কিছু ক্ষেত্রে আশার আলো দেখাল। অধুনা অর্থনৈতিক দুনিয়ায় ' কথাটা খুব শোনা যাচ্ছে। ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি- এই শব্দদুটি নিয়ে তৈরি ওটি। অনলাইন ব্যাঙ্কিং, ব্লচেন, কৃত্রিম মেধা (এ আই) মিলিয়ে 'ফিনটেক জগৎ। ভারত এখন এই ক্ষেত্রে বিশ্বে তৃতীয়- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পরেই। এবছর প্রথম ছ' মাসে ভারতের এই ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে ৮৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

টাকার জোর সামান্য বে।ছে। এক মার্কিন ডলারে ছিল ৮৫ টাকা ২৫ প ঃ। শুক্রবার তা বেড়ে হয়েছে ৮৫ টাকা ৪০ প ঃ। প্রতি সপ্তাহে তুলনা করা হয় বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ের হাল। গত সপ্তাহে তার আগের সপ্তাহের তুলনায় ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বে।ছে। ভারতে মোট বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ৭০২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দিলীপ থাকলে বিজেপি আরও শক্তিশালী হবে,দাবি শমীকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ বঙ্গ বিজেপিতে নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একাধিক গুঞ্জন ও আলোচনা শুরু হয়েছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন, বিজেপির সংগঠন আর তার পথচলায় এক বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে, বিশেষত দিলীপ ঘোষ গোষ্ঠীকে আর সক্রিয়ভাবে সামনে আনা হতে পারে। শমীক ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে সংগঠনে ব্যাপক রদবদলের আভাস দিয়েছিলেন, এবং একাধিকবার উগ্র হিন্দুত্বের জায়গা থেকে সরে আসার কথাও বলেছিলেন। তাঁর বার্তা ছিল, ' সাথ, সবকা বিকাশ'' - অর্থাৎ, সবার সঙ্গে থাকুন, সবার জন্য কাজ করুন। এমনকি, শমীক ভট্টাচার্য যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তার বক্তব্য ছিল যে বিজেপি শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সব সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করবে। এই পরিবর্তনই ছিল দলের মধ্যে অনেকাংশে অপ্রত্যাশিত, এবং সমর্থকরা তা স্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু দলের ভিতরে একে একে গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছিল যে, দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি করেছে, এবং তার কার্যক্রম সামনে আনতে হতে পারে। এই গুঞ্জনের মধ্যে আবার একটি প্রশ্ন উঠেছিল - কীভাবে দিলীপ ঘোষকে সংগঠনে গুরুত্ব দেওয়া হবে?এমন পরিস্থিতিতে, শমীক ভট্টাচার্য এবার প্রকাশ্যে দিলীপ ঘোষ সম্পর্কে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, দিলীপ ঘোষ কোথাও যাননি। উনি কোথাও যাবেনও না। দিলীপ ঘোষ কোনও সেলেবেল কমোডিটি নয়। দল ঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। দিলীপ ঘোষকে যেখানে কাজে লাগানোর, সেখানেই লাগানো হবে। দিলীপ ঘোষ ছিলেন, আছেন, থাকবেন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে শমীক পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, দিলীপ ঘোষ দলের অমূল্য অংশ, এবং তাকে কোনো বিশেষ স্থান দিয়ে পেছনে সরিয়ে রাখা হবে না। বরং, যেখানে প্রযোজ্য, সেখানেই তাঁকে কাজে লাগানো হবে।মীক ভট্টাচার্য তাঁর নেতৃত্বে দলের জন্য অনেক পরিবর্তন শুরু করেছেন। তার একটি বড় পদক্ষেপ ছিল, দলের প্রধান কার্যালয়ের ভোলবদল। কলকাতার ৬, মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দপ্তরের ভিতরে সকল নেতার ছবি সরিয়ে নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে।

সিন্ধু চাপে মাথানত করল পাকিস্তান!

নয়াদিল্লি,৬ জুলাই ঃ জল সংকটে নাজেহাল পাকিস্তান অবশেষে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে মাথানত করল ভারতের কাছে! সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে পাক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি জানালেন, লস্কর প্রধান হাফিজ সইদ ও জইশ প্রধান মাসুদ আজাহারকে ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজি তারা। যদিও সেক্ষেত্রে ভারতকে সহযোগিতা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে সম্প্রতি বিলাওয়াল জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায়, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে আলোচনায় বসতে আমরা প্রস্তুত। একইসঙ্গে তিনি বলেন, সুসম্পর্কের নিরিখে লস্কর ই তইবার প্রধান হাফিজ সইদ ও জইশ ই মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজাহারকে আমরা প্রত্যর্পণ করতে রাজি আছি। বর্তমানে হাফিজ সইদ সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অভিযোগে ৩৩ বছরের কারাদন্ড ভোগ করেছেন। একইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘ কতৃক ঘোষিত জঙ্গি আজাহারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত এদের বিরুদ্ধে সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে। তবে সেক্ষেত্রে তাদের দোষী প্রমাণ করতে কিছু মৌলিক পন্থা অবলম্বনে অস্বীকার করেছে ভারত। এরপরই তিনি বলেন, ভারতের প্রতিনিধি পাকিস্তানের আদালতে এসে উপযুক্ত প্রমাণ দিক।

এরপরই বিলাওয়াল বলেন, যদি ভারত এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে তারা জানাক। সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত যে পাকিস্তানের মাটিতে অপরাধী এই ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণে আর কোনও বাধা থাকবে না। সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে তাঁর আরও বার্তা, সন্ত্রাস পাকিস্তান বা ভারত কারও স্বার্থেই কাজ করে না। আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাকারে পিপিপি প্রধান আরও বলেন, হাফিজ সইদ এখানে বহাল তবিয়তে রয়েছে একথাটা ঠিক নয়।

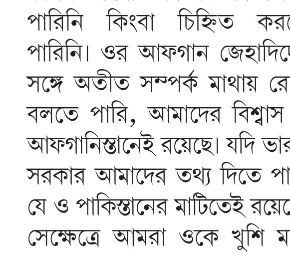

আর মাসুদ আজহারের কথা যদি বলেন আমরা ওকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি কিংবা চিহ্নিত করতে পারিনি। ওর আফগান জেহাদিদের সঙ্গে অতীত সম্পর্ক মাথায় রেখে বলতে পারি, আমাদের বিশ্বাস ও আফগানিস্তানেই রয়েছে। যদি ভারত সরকার আমাদের তথ্য দিতে পারে যে ও পাকিস্তানের মাটিতেই রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা ওকে খুশি মনে গ্রেপ্তার করতে পারি। কিন্তু ঘটনা হল, ভারত সরকার তেমন কোনও তথ্য দিচ্ছে না।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান যতই দাবি করুক একাধিক ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের রীতিমতো জামাই আদর পেয়ে থাকে জঙ্গিরা। হাফিজ সইদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এবার সুর বদলে জঙ্গি প্রত্যর্পণে পাকিস্তানের রাজি হওয়ার নেপথ্যে ওয়াকিবহাল মহলের মত, আসলে সিন্ধুর জল আটকে দেওয়ায় কেঁদে কূল পাচ্ছে না পাকিস্তান। বারবার ভারতের কাছে অনুনয় বিনয় করা হলেও সে কথা কানে তোলেনি দিল্লি। আসন্ন বিপদ বুঝে আলোচনার বসার বার্তা আগেই দেওয়া হয়েছিল ইসলামাবাদের তরফে। এবার পাকিস্তানের কোলে দোল খাওয়া জঙ্গিদের প্রত্যর্পণের বার্তা দিলেন পাক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল।

বাণিজ্য চুক্তিতে সমঝোতা করা হবে না আমেরিকাকে কড়া বার্তা পাঠালো ভারত

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ ভারত তার বাণিজ্য নীতিতে একটি স্পষ্ট এবং দৃঢ় ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সাম্প্রতিক বক্তব্যে এই বার্তাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি সই করা হবে না যদি তা উভয় পক্ষের জন্য সমানভাবে লাভজনক না হয়। গতকাল শনিবার, ৫ জুলাই, ভারতীয় প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর একটি পোস্টে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মন্ত্রী গোয়েল বলেন, ভারত শুধুমাত্র তখনই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে যাবে যদি তা দুই দেশের জন্য সুষম এবং জয়-জয়কার ফলাফল নিশ্চিত করে। এই বক্তব্যটি ভারতের আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে, যা বিশ্বে তার অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর একটি চেষ্টা হিসেবে দেখা যাচ্ছে।ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক সবসময়ই একটি জটিল ইতিহাসের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক সহায়তা প্রদানের ঘটনা এখনো ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের মনে গভীর ছাপ ফেলে রেখেছে। আন্তর্জাতিক ইতিহাসের দলিলপত্র অনুযঢএকটি শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী আলোচনাকারী। অন্যদিকে, কিছু ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেছেন, যেমন ব্যবহারকারী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কখনোই ভারতকে পছন্দ করেনি এবং পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে সমর্থন করেছিল। এই মতামতগুলো ভারতের জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণাকে প্রকাশ করে, যা হলো-ভারত আর পূর্বে যেভাবে পশ্চিমা শর্তে চুক্তি সই করত, সেদিন আর ফিরে আসবে না।

তবে, এই দৃঢ় ভঙ্গির সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও জড়িত রয়েছে। কিছু বিশ্লেষক মনে করেন যে, ভারতের বর্তমান বাণিজ্য ভারসাম্য ২০২২ সালে - ১১৯.৫৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা বৈদেশিক ঋণ ও আমদানি নির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কঠিন আলোচনা চালানো কঠিন হতে পারে। তবে, ভারতের পক্ষে এই চুক্তিটি একটি সুযোগ হিসেবেও দেখা যাচ্ছে, যেখানে দেশটি নিজের উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রযুক্তি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ করতে পারে। ভারতের এই নতুন বাণিজ্য নীতি একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। পীযূষ গোয়েলের নেতৃত্বে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমান মানের আলোচনা চালাতে প্রস্তুত, যা দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও গ্রহণযোগ্যতার একটি প্রমাণ। যদিও এই পথে অনেক বাধা থাকতে পারে, তবুও ভারতীয় জনগণ এই সিদ্ধান্তকে একটি গর্বের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছে। ভবিষ্যতে এই চুক্তি কী আকার নেবে, তা নির্ভর করবে দুই দেশের কূটনৈতিক দক্ষতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হিমাচল, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মাণ্ডি

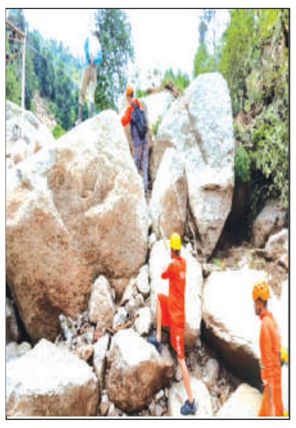

শিমলা, ৬ জুলাই ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। শনিবার রাতে মাণ্ডির টিক্কন পঞ্চায়েতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে যায় দু'টি সেতু। রবিবার আবহাওয়া দফতর কাংড়া, মাণ্ডি ও সিরমৌরে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি শিমলা-সহ ৯ জেলায় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।প্রসঙ্গত, বিগত ১৫ দিনে বর্ষাজনিত নানা বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৪ জনের, নিখোঁজ ৩৭। ক্ষতি হয়েছে কমপক্ষে আনুমানিক ৫৬৬ কোটি টাকার। এখনও বন্ধ রয়েছে ২৬৯টি রাস্তা ও ২৭৮টি পানীয় জল প্রকল্প। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মাণ্ডি জেলা। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

পহেলগাম হামলার নিন্দা আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের, ধন্যবাদ জানালেন মোদী

নয়াদিল্লি ও বুয়েনস আইরেস, ৬ জুলাই ঃ পহেলগাম জঙ্গি হামলার নিন্দা করলেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টট জাভিয়ের মিলেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী পহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতকে আর্জেন্টিনার দৃঢ় সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং কঠিন সময়ে আর্জেন্টিনার সংহতির প্রশংসা করেন।প্রেসিডেন্ট মিলেই আর্জেন্টিনায় নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মিলেইকে পারস্পরিক সুবিধামতো সময়ে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান।

ওয়ার্ধাকে 'একবিংশ শতকে গান্ধীর ভাবনার ক্যানভাস'-এর আদল দিতে উদ্যোগী কেন্দ্র

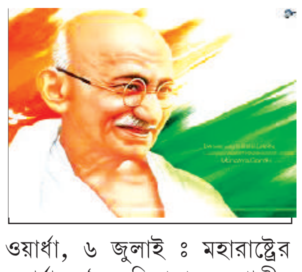

ওয়ার্ধা, ৬ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধাকে ' একবিংশ শতকে গান্ধীর ভাবনার ক্যানভাস'-এর আদল দিতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ কারণে ৪৫ কোটি টাকার একটি বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হল।মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সেই স্মৃতিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে আরও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় এই প্রকল্প রূপায়ণ হবে। এর দায়িত্ব নিয়েছে ' ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি আর্টস'। সহযোগিতায় আছে ওয়ার্ধার ' গান্ধী ইন্সটিট্যুট ফর রুরাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন'। অতি সম্প্রতি এই দুই সংগঠনের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।সূত্রের খবর, গান্ধী স্মৃতি ভবন, কস্তুরবার রান্নাঘর, ' ওয়ার্ধা হাট' প্রভৃতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য, স্থাপত্য, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের পাশাপাশি গ্রামোন্ন ও গণ সংযোগের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।প্রসঙ্গত, ১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী জামনালাল বাজাজের আমন্ত্রণে ওয়ার্ধায় আসেন। ১৯৩৬ সালে সেবাগ্রামে তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন গান্ধীজী। এটি তাঁর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তাঁর জীবনের শেষ ১২ বছর (১৯৩৬ - ১৯৪৮) ওয়ার্ধাই ছিল তাঁর বাসস্থান।

ভারতের ঐক্যের প্রতীক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা, বললেন যোগী আদিত্যনাথ

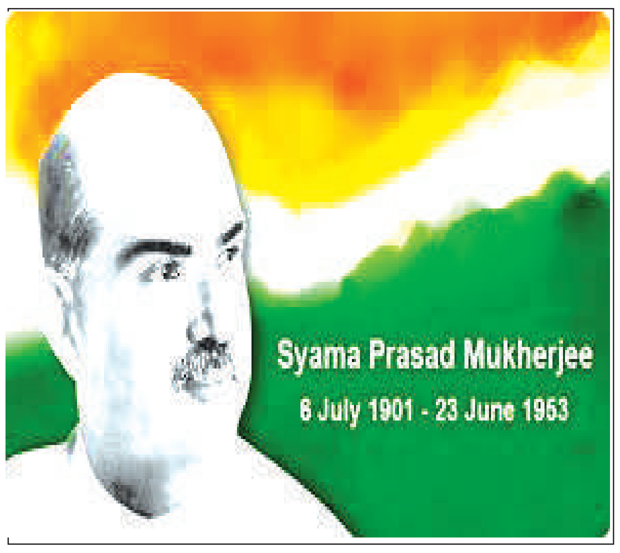

লখনউ, ৬ জুলাইঃজনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষাবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার সকালে লখনউতে এক অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের সামনে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।যোগী আদিত্যনাথ বলেন, আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী। রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে আমি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর জন্ম ১৯০১ সালের ৬ জুলাই। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতীয় শিক্ষা ও সমাজে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন একাধারে মহান শিক্ষাবিদ, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং নির্ভীক দেশপ্রেমিক।শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনের নানা দিক তুলে ধরে যোগী বলেন, বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর সমাজসেবার কাজ, বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাভাবনা এবং দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিদ্বান অধ্যাপক, অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীনতার পরে তিনি নেহরু মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু নেহরু সরকারের তোষণনীতির প্রতিবাদে তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। এই সিদ্ধান্ত তাঁর রাজনৈতিক সততার অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীরের ইস্যুতে তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। যখন নেহরু সরকার জম্মু ও কাশ্মীরকে পৃথক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন তিনিই প্রথম এর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন।যোগী আদিত্যনাথ মনে করিয়ে দেন, ডঃ মুখার্জি বিশ্বাস করতেন, এক দেশ, এক সংবিধান, এক নিশান। তাঁর এই আদর্শই পরে ভারতীয় জনসংঘ এবং বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। জম্মু ও কাশ্মীরকে মূলধারায় আনার তাঁর যে স্বপ্ন ছিল, তা বাস্তবায়িত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৩৭০ ধারা রদের মধ্য দিয়ে আজ সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ হয়েছে।তিনি বলেন, এই দিনটি শুধু একটি স্মৃতিচারণ নয়, একটি প্রেরণার দিন। ডঃ মুখার্জির আদর্শ, তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের প্রজন্মের কাছে পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, কীভাবে নীতির প্রশ্নে আপস না করে দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক ও দলীয় নেতা-কর্মীরা। এক আবেগঘন পরিবেশে শ্যামাপ্রসাদের জীবনের নানা দিক স্মরণ করেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে তাঁর শিক্ষাবিদ হিসেবে কৃতিত্ব, জনসংঘ গঠনে ভূমিকা এবং জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রতিবাদে আত্মবিসর্জনের প্রসঙ্গও বিশেষভাবে উঠে আসে।এদিনের অনুষ্ঠানে শুধু রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, একজন চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবেও শ্যামাপ্রাদ মুখার্জিকে তুলে ধরা হয়। তাঁর শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সাংগঠনিক নেতৃত্ব আজকের প্রজন্মের কাছেও শিক্ষণীয় বলে মন্তব্য করেন অনেকেই।অতীতের আলোয় বর্তমান ভারতবর্ষকে বুঝতে গেলে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ও দর্শন যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করে দেয়, তা আজ স্পষ্ট বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্যে সেই ঐক্যের সুরই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কথায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয়তার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। তিনি কখনও ব্যক্তি বা দলের স্বার্থকে দেশের উপরে রাখেননি।আজ যখন গোটা দেশ তাঁর ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী পালন করছে, তখন তাঁর অবদান নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাও উঠে আসছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম দিককার অন্যতম স্থপতি হিসেবে তাঁকে স্মরণ করল উত্তর প্রদেশ সরকার। যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বারবার উচ্চারিত হয়েছে একটি কথা-এক দেশ, এক সংবিধান, এক নিশান, যা আজও দেশের ঐক্য রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র।

বিহার আজ অপরাধের রাজধানী, সরকার ব্যর্থ - বিজেপি-নীতিশ জোটকে তীব্র আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাইঃবিহারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। পাটনায় দিনদুপুরে এক ব্যবসায়ী খুনের ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপি ও জেডিইউ (জনতা দল ইউনাইটেড)-এর জোট সরকারকে সরাসরি দায়ী করে রাহুল অভিযোগ করলেন, বিহারকে বিজেপি এবং নীতিশ কুমার মিলে ' অপরাধের রাজধানী'তে পরিণত করেছেন। রবিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ' এক বিবৃতিতে রাহুল লেখেন, পাটনায় ব্যবসায়ী গোপাল খেমকার ওপর প্রকাশ্যে গুলিচালনার ঘটনা ফের প্রমাণ করে দিল, বিহার এখন লুট, গুলি আর খুনের ছায়ায় বাস করছে। অপরাধ এখানে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের কেন্দ্রে পাটনার সাম্প্রতিক এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা। গত সপ্তাহে শহরের এক জনবহুল এলাকায় গোপাল খেমকা নামে এক ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা।রাহুল গান্ধীর বক্তব্য অনুযায়ী, বিহারের ভাই ও বোনেরা, এই অন্যায় আর সহ্য করা যাবে না। যে সরকার নিজের সন্তানদের রক্ষা করতে পারে না, সে কখনও ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে পারে না। প্রতিটি হত্যা, প্রতিটি লুট, প্রতিটি গুলি - আসলে পরিবর্তনের জন্য একটি আর্তনাদ।তিনি আরও বলেন, এবারের ভোট শুধুই সরকার পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং বিহারকে রক্ষা করার লড়াই। এখন নতুন বিহারের সময় - যেখানে থাকবে উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং আশা। থাকবে না আতঙ্ক, থাকবে না অপরাধীদের দাপট।রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতৃত্ব এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধের পরিসংখ্যান এবং একের পর এক প্রকাশ্য খুনের ঘটনায় শাসক জোট যে চাপে, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন বিধানসভা ও লোকসভা ভোটের প্রেক্ষিতে বিহারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও INDIA জোটের তরফে যে সরব প্রচার শুরু হয়েছে, তা শাসক জোটের বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।ভ্ভবিহারে দীর্ঘদিন ধরেই অপরাধ, দুর্নীতি ও নারী নিরাপত্তা নিয়ে বিরোধীদের তোপের মুখে রয়েছে সরকার। তবে এই প্রথম কোনও জাতীয় স্তরের বিরোধী নেতা রাজ্যটিকে অপরাধের রাজধানী বলে উল্লেখ করলেন। বিষয়টি কতদূর রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করে, এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।এই প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত নীতিশ কুমার বা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পাল্টা কটাক্ষ ও রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দির উপর কঠোরতা সহ্য করা হবে নাঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৬ জুলাই ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দির উপর কঠোরতা সহ্য করা হবে না। জানিয়ে দিলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। রবিবার সকালে মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, দক্ষিণের রাজ্যগুলি বছরের পর বছর ধরে এই ইস্যুতে লড়াই করে আসছে। হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের অর্থ হল তারা হিন্দি বলবে না এবং কাউকে হিন্দি বলতেও দেবে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রে আমাদের অবস্থান তা নয়। আমরা হিন্দিতে কথা বলি, আমাদের অবস্থান হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দির উপর কঠোরতা সহ্য করা হবে না। আমাদের লড়াই এখানেই

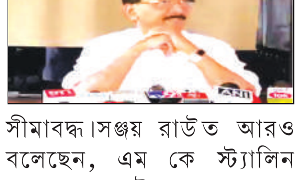

সীমাবদ্ধ।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, এম কে স্ট্যালিন আমাদের এই জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি এর থেকে শিক্ষা নেবেন। আমরা তাকে শুভকামনা জানাই। কিন্তু আমরা কাউকে হিন্দিতে কথা বলতে বাধা দিইনি, কারণ আমাদের এখানে হিন্দি সিনেমা, হিন্দি থিয়েটার এবং হিন্দি সঙ্গীত আছে। আমাদের লড়াই কেবল প্রাথমিক শিক্ষায় হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রবিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। মাত্র এক পংক্তিতেভারত কেশরী'-কে এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে অনেকে বিস্মিত হয়েছেন। কেন্দ্রের একাধিক প্রভাবশালী নেতা যেখানে এ দিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করেছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এই শ্রদ্ধা কিছুটা ' মনে হয়েছে অনেকের কাছে।

বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। রবিবারসরীয় সকালে দিল্লি এনসিআর-এর বিভিন্ন অংশে স্বস্তিদায়ক বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠেছে রাজধানীর বাতাস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর প্রদেশেও।অন্যদিকে, দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়ের জন্মদাতা মহেন্দ্র সিং ধোনি, আজ তাঁর জন্মদিন

রাঁচি, ৬ জুলাইঃভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সফল ও প্রভাবশালী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মদিন ৭ জুলাই। সোমবার ৪৩-এ পা রাখবেন ' কুল'। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ১৯৮১ সালের এই দিনে জন্ম নেওয়া ধোনি কেবল একজন ক্রিকেটার নন, তিনি এক প্রজন্মের অনুপ্রেরণা, সাহস, স্থিতধী নেতৃত্বের প্রতীক।২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা ধোনির কেরিয়ার এক অবিশ্বাস্য উত্থানের গল্প। তবে একজন অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব ভারতীয় ক্রিকেটকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত জেতে ২০০৭ সালের আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ এবং ২০১৩ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এই অনন্য ট্রিপল ক্রাউন অর্জন করে ধোনি হয়ে ওঠেন ইতিহাসের প্রথম অধিনায়ক, যিনি আইসিসি-র তিনটি প্রধান টুর্নামেন্টেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।ধোনির অধিনায়কত্বে ভারত শুধু ট্রফি জেতেনি, টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়েও উঠে আসে এক নম্বরে-যা আগে কখনও ঘটেনি। ২০০৭-০৮ সালের সিবি সিরিজ জয়, ২০০৮ সালের বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি বা ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়াকে টেস্টে হারানোর স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে।অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ঠান্ডা মাথা, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং তরুণ খেলোয়াড়দের ওপর ভরসা রেখে সুযোগ দেওয়ার মনোভাব তাঁকে আলাদা করে তোলে। ধোনির নেতৃত্বে খেলেছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো তারকারা, যাঁদের কেরিয়ার গড়ে দেওয়াতেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।ধোনি কেবল মাঠেই নন, মাঠের বাইরেও সম্মান ও জনপ্রিয়তায় এগিয়ে ছিলেন। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে টানা দু'বার আইসিসি-র বর্ষসেরা একদিনের ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি-প্রথম ভারতীয় হিসেবে। ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসাম্মান রাজীব গান্ধী খেলরত্ন, পদ্মশ্রী-র মতো বেসামরিক সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন।২০০৯ সালে উইজডেন তাঁকে স্বপ্নের টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করে। ২০১০ সালে তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বোচ্চ রেটিংধারী ক্রিকেটার। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তালিকায় শীর্ষ ধনী ক্রিকেটারদের মধ্যে নাম উঠেছিল তাঁর। এমনকি ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকেও সম্মান জানিয়ে তাঁকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে ভূষিত করা হয় ২০১১ সালে।তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট কেবল সাফল্য নয়, সংযম, বুদ্ধিমত্তা ও আবেগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত। ১৫ আগস্ট, ২০২০ সালে ধোনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেন, কিন্তু সমর্থকদের হৃদয়ে. তিনি আজও অধিনায়ক। তিনি কেবল একজন ক্রিকেটার নন, এক জীবন্ত অধ্যায়।জন্মদিনে তাই দেশজুড়ে কেবল একজন প্রাক্তন অধিনায়ক নয়, বরং একজন আদর্শ নেতা, নিঃশব্দ যোদ্ধা ও দেশভক্ত মানুষকে স্মরণ করবে গোটা ভারত। ধোনির জীবনের গল্প প্রমাণ করে, সাফল্যের শিখরে পৌঁছনোর জন্য প্রেক্ষাপট নয়, প্রয়াসই মুখ্য। ' শট'-এর জনক আজও কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে রয়ে গেছেন ' হয়ে।

আর্জেন্টিনার মাটিতে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি ও বুয়েনস আইরেস, ৬ জুলাইঃআর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেস সফরে গিয়ে ভারতের জাতীয় কবি ও বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শনিবার সকালে শহরের এক সাংস্কৃতিক স্থানে উপস্থিত হয়ে মোদী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।এই শ্রদ্ধাঞ্জলির মুহূর্তটি ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, বুয়েনস আইরেসে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। গুরুদেব ১৯২৪ সালে আর্জেন্টিনা সফর করেছিলেন এবং তাঁর সেই ঐতিহাসিক সফর বহু মানুষের, বিশেষ করে শিক্ষাবিদ ও ছাত্রছাত্রীদের মনে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, ভারতবাসী হিসেবে আমরা আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান নিয়ে গর্বিত। বিশেষ করে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আজও আমাদের কাছে এক অসীম প্রেরণা।প্রসঙ্গত, ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা সফরে যান। সেই সফরে তাঁর সঙ্গে আর্জেন্টিনার সাহিত্যিক ও ধনকুবের ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর এক স্মরণীয় সাক্ষাৎ হয়, যা পরে গভীর বন্ধুত্বে রূপ নেয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যিকতা, দার্শনিক ভাবনা এবং শান্তিনিকেতনের আদর্শ আর্জেন্টিনার বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা লাতিন আমেরিকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।প্রধানমন্ত্রীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শুধু ইতিহাসের প্রতি এক নিঃশব্দ সম্মান নয়, বরং দুই দেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে আরও মজবুত করার এক বার্তাও বয়ে আনছে। মোদীর সফরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত আর্জেন্টিনা সফরের শতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে, সেই বন্ধনের স্মরণ এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।ভারত ও আর্জেন্টিনার সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনেরও এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সেই সংযোগের মূলে যিনি ছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আজও আন্তর্জাতিক মঞ্চে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং শিক্ষার আদর্শ ফের একবার গর্বের সঙ্গে তুলে ধরা হল-যার কেন্দ্রে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

দলাই লামা প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক বিশ্বের মধ্যে প্রাণবন্ত সেতুঃকিরেন রিজিজু

ধর্মশালা, ৬ জুলাই ঃহিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামার ৯০-তম জন্মদিন। রবিবার এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও রাজীব রঞ্জন সিং এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু। এছা।াও হলিউড অভিনেতা ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রিচার্ড গিয়ার দলাই লামার থেকে এদিন আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, আপনার পবিত্রতা, আপনি একজন আধ্যাত্মিক নেতার চেয়েও বেশি কিছু। আপনি প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক বিশ্বের মধ্যে একটি প্রাণবন্ত সেতু। আমাদের দেশে আপনার উপস্থিতিতে আমরা ধন্য বোধ করছি, যাকে আপনি নিজের 'আর্যভূমি' বলে মনে করেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন (লালন) সিং বলেছেন, তিব্বতী ও ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানের মিশ্রণ প্রচারের জন্য আমার রাজ্য বিহারের বুদ্ধগয়ায় নালন্দা ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে একটি বহুমুখী কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। এটি সারা বিশ্বের মানুষদের আপনার দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যয়ন করার এবং আপনার আজীবন অবদান দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করবে। আমি আপনার দীর্ঘ ও সুখী জীবন কামনা করি। আপনার বার্তা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হোক এবং সংঘাত ও অসন্তোষে ভুগছেন এমন দেশ ও জনগণের জন্য শান্তি বয়ে আনুক।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হওয়ার কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদ ও স্বামী প্রণবানন্দের ঃঅমিত শাহ

আনন্দ, ৬ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হওয়ার কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদ ও স্বামী প্রণবানন্দের। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গুজরাটের আনন্দে এক অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া কাশ্মীর কখনই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারত না। তিনি কাশ্মীরের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন, 'এক দেশ মে দো বিধান, দো প্রধান অর দো নিশান নহি চলেঙ্গে' স্লোগান তুলেছিলেন।অমিত শাহ আরও বলেছেন, এখন পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের অংশ হওয়ার পুরো কৃতিত্ব শ্যামা প্রসাদ এবং স্বামী প্রণবানন্দের। তিনি জওহরলাল নেহরুর তোষণ নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি ১০ সদস্য নিয়ে যে দলটি শুরু করেছিলেন তা এখন ১২ কোটি মানুষের সদস্যপদ নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে।অমিত শাহ এদিন আনন্দেদর আমূল ডেয়ারিতে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, সমবায় মন্ত্রকের চার বছরে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ৬০টিরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পাঁচটি 'পি'-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রথম 'পি' হল (পিপল) 'মানুষ', অর্থাৎ, ভারতের জনগণ এই উদ্যোগগুলির প্রাথমিক সুবিধাভোগী হবেন। দ্বিতীয় 'পি' হল 'প্যাক', অর্থাৎ, আমরা প্রাথমিক সমবায় বৃত্তগুলিকে শক্তিশালী করছি। তৃতীয় 'পি' হল 'প্ল্যাটফর্ম', যার অর্থ হল, ডিজিটাল থেকে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত, আমরা বিভিন্ন ধরণের সমবায় কার্যক্রম প্রদানের জন্য কাজ করেছি। চতুর্থ 'পি' হল নীতির জন্য। পঞ্চম 'পি' হল (প্রসপারিটি) সমৃদ্ধি। একজন ব্যক্তির নয়, সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধি কয়েকজন ধনী ব্যক্তির নয়, দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের।

দেশজুড়ে পালিত শোকের মহরম

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ দেশজুড়ে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালিত শোকের মহরম। কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় শোকের এই দিনে বের হয় তাজিয়া, তাতে শামিল হন অসংখ্য মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও মহরম পালিত হয়েছে। শোক মিছিলে অংশ নেন বহু মানুষ। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজেও ঐতিহাসিক তাজিয়া মিছিল বের করা হয়েছিল, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। কোথাও যাতে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

করা হয়েছিল।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশুরা উপলক্ষ্যে হজরত ইমাম হোসেনের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করেছেন। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, হজরত ইমাম হোসেন ন্যায়ের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সত্যকে তুলে ধরতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে জানি।

রাশিফল

মেষঃ আজ ভালো ভালো খাবার ও নতুন পোশাক পেতে পারেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা দূর হবে। ভ্রমণের সময় নতুন বন্ধু তৈরি হবে। রাজনৈতিক সম্পর্কের সুফল পাবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সফল হবে।

বৃষঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। মোটের উপর এক লাভজনক দিন, কিন্তু এমন কেউ যাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন বলে ভাবেন সে আপনাকে নীচু দেখাবে। প্রেমের সুযোগগুলি (সম্ভাবনাগুলি) স্পষ্ট- কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হবে। নতুন মক্কেলদের সাথে আপস আলোচনা করার জন্য এই দিনটি চমকার।

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার মনে নতুন নতুন ধারণা আসতে পারে। নতুন ধারণা এবং সৃজনশীলতা আপনার আপনার কাজে নতুন উচ্চতা অর্জন করতে সাহায্য করবে।

কর্কটঃ প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলুন। প্রেমের যাদু ফিরে পেতে কিছু মজাদার বাড়ির ভিতরে খেলা যায় এমন খেলার আশ্রয় নিন।

সিংহঃঅহংকারকে আলাদা করে রাখলে সফল জীবনে প্রেমে সাফল্য পাবেন। আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে আপনার প্রিয়জনের সমর্থন জিতে নেবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আপনার বড় বিনিয়োগগুলিতে সতর্ক থাকুন।। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা দেখানোর দিন আজ।

কন্যাঃ আজ আপনার সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের থেকে বরং এটি শিখে নিন।।

তুলাঃকিছু আকর্ষণীয় ভাবের আদানপ্রদান আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মধুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু উৎপাদনশীল সময় কাটানোর মেজাজ থাকতে পারে আজ।

বৃশ্চিকঃ এই সপ্তাহটি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নতির জন্য আশাব্যঞ্জক হতে পারে।

ধনুঃ আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটিতে পারে। ।।

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে একটি ক্লান্তিকর দিন পরে, আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে মালিশ পাওয়া আপনাকে সজীব করে তুলবে। আপনার সঙ্গী আপনার যত্ন নেবেন এবং তার উপস্থিতিতে আপনি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠবেন। আর্থিকভাবে সন্দেহ এড়াতে আপনার যৌথ অ্যাকাউন্ট করা উচি নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাজের জায়গায় আপনার দিনটি নষ্ট করবে। সময় এবং দক্ষতার ব্যবস্থাপনা করা বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন আজ। তাদের উপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার থেকে বরং একসঙ্গে উপভোগ করুন। ভালো সংগীত এবং বইগুলি আপনার সন্ধ্যাকে আলোকিত করে তুলবে। অনুমানমূলক বিনিযাগের জন্য এটি ভালো দিন না। ভাগ্য অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে শিখুন। কাজের জায়গায় সিনিয়রদের দায়িত্ব নিতে দিন।

। **মীনঃ**আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত। আগে থেকে করা ভ্রমণের পরিকল্পনা পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার জন্য স্থগিত হয়ে যেতে পারে। আপনার বিষণ্ণ জীবন আপনার পত্নীর উত্তেজনা কারণ হতে পারে।

আবহাওয়া

বর্ষা সক্রিয়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র সারা সপ্তাহ ধরেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের উপরে সক্রিয় হয়েছে অক্ষরেখা। নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপরে। ফলে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্রও। শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্ব নিম্ন-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রদা ৯৭ শতাংশ এবং ৮৩ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে-১৯.১ মিলিমিটার পর্যন্ত আজকের দিনে জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হবেই।

“২১ তারিখ আসছে নতুন চমক, সারা বাংলা দেখবে”

দুরন্তবার্তা, খড়্গপুর, ৬ জুলাই ঃ ‘২১ তারিখ একটা নতুন চমক আসছে। সারা বাংলা দেখবেখ’— এই মন্তব্যে ফের রাজ্য রাজনীতির চৌকাঠে আলোড়ন তুললেন বিজেপির আগ্রাসী নেতা দিলীপ ঘোষ। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরে দলীয় কর্মসূচিতে এসে এমনই রহস্যময় ভাষায় মন্তব্য করে দিলীপ ঘোষ জল্পনার পারদ চড়ালেন। ঠিক কী ইঙ্গিত দিলেন তিনি? আসন্ন কোনও রাজনৈতিক পালাবদল? না কি দলীয় স্তরে বড় কোনও রদবদল? প্রশ্ন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলের অন্দরে। খড়্গপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, তসবাই অপেক্ষা করুন। ২১ তারিখ একটা বড় কিছু ঘটবে। সাধারণ মানুষ দেখবে কীভাবে রাজ্যে রাজনীতি বদলাতে চলেছে।দ তাঁর এই মন্তব্যে উপস্থিত নেতা, কর্মী থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের মধ্যেও কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বলছেন, এটি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে বিজেপির ভিতরের কোনও কৌশল, কেউ বলছেন, বিজেপির ভিতরেই কিছু বড় রদবদলের আভাস। যদিও দিলীপবাবু আর বেশি কিছু খোলসা করেননি। বলেন, ‘সময় এলে সব কিছু জানবেন। এখনও সবটা বলা যাবে না। কিন্তু বাংলার মানুষ ২১ তারিখ টিভির পর্দায় চোখ রাখুন। বুঝে যাবেন আমরা কী বলতে চেয়েছিলাম।’ দিলীপ ঘোষ এমন একজন রাজনীতিক, যিনি বারবার নিজের মন্তব্যে রাজনৈতিক পরিবেশকে নাড়িয়ে দিতে পারেন। একাধারে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি, আবার অন্যদিকে রাজ্য রাজনীতির অন্যতম চর্চিত মুখ। ২১ তারিখকে কেন্দ্র করে তাঁর এমন বার্তা শুধু সাধারণ মানুষ বা সংবাদমাধ্যমই নয়, তাঁর দলের অন্দরেও গুঞ্জনের জন্ম দিয়েছে। এক বিজেপি নেতার কথায়, ‘দিলীপদা এমন কথা হঠাৎ করে বলেন না। নিশ্চয়ই দলের মধ্যে কিছু বড় সিদ্ধান্ত হয়েছে, যা এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। সেটা হয়তো কোনও নতুন জোট, কোনও নেতার যোগদান বা নেতৃত্ব পরিবর্তনের দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে।’ আবার রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এই মন্তব্য শুধুই বিজেপির অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক পরিকল্পনা নয়, বরং রাজ্যজুড়ে এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের বার্তা দিতেও হতে পারে। কারণ, সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্রে খবর এসেছে যে, বিজেপি একাধিক জেলা ও মহকুমায় তৃণমূল ও অন্যান্য দলের অসন্তুষ্ট নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে নাকি প্রাক্তন বাম নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ‘এ সব বিজেপির নাটক। লোকসভায় ভরাডুবি হতে চলেছে বুঝেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে ওরা।’ রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল মুখ পাত্র শশী পাঁজা বলেন, ‘২১ তারিখ কী হবে জানি না, তবে ততদিনে বিজেপির দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যাবে বলেই আমরা নিশ্চিত। দিলীপ ঘোষ সাহেব মাঝেমধ্যেই এমন মন্তব্য করে থাকেন, বাস্তবে কিছুই ঘটে না।’ তবে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য একদিকে যেমন চমক জাগিয়েছে, তেমনি আরেক প্রশ্নও সামনে এনেছে; ২১ জুলাই কি পাল্টা রাজনীতির ক্ষেত্র হতে চলেছে বিজেপির পক্ষ থেকে? কারণ, ওই দিনই কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শহিদ দিবস পালন করে থাকে। আর ঠিক তার আগেই দিলীপের এমন বার্তা নিঃসন্দেহে কৌশলগত দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, শহিদ দিবসের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত। কলকাতার ধর্মতলায় ভিড় জমাবেন লক্ষাধিক কর্মী-সমর্থক। তার ঠিক আগেই যদি বিজেপি কোনও চমক দেখাতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নতুন উত্তেজনা তৈরি হবে। দিলীপ ঘোষ হয়তো সেই কৌশলগত পরিকল্পনারই মুখ হয়ে উঠেছেন। আর একাংশ মনে করছেন, দিলীপ ঘোষ নিজেও দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য বিজেপিতে ‘সাইডলাইন্ড’ হয়ে থাকলেও সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে আবার নিজের পজিশন মজবুত করছেন। তাই ২১ তারিখের চমকের মধ্যে হয়তো দিলীপ ঘোষ নিজের নেতৃত্বাধীন কোনও নতুন ঘরানার আত্মপ্রকাশ ঘটাতে চাইছেন, যা রাজ্যে বিজেপির আগাম ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত দিতে পারে। ২১ জুলাইয়ের আগে দিলীপ ঘোষের রহস্যঘেরা মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে এক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন শুধু প্রশ্ন; ২১ তারিখে আদৌ কোনও নাটকীয় মোড় আসছে কি না, নাকি এ কেবল রাজনৈতিক কৌশলের অংশমাত্র? অপেক্ষা শুধু সময়ের।

তারকেশ্বরের সায়নের প্রতিভা পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে

দুরন্তবার্তা, তারকেশ্বর, ৬ জুলাই ঃ ছোট শহরের শিল্পী, কিন্তু স্বপ্নের পরিধি বিশ্বব্যাপী। হুগলির তারকেশ্বরের তরুণ মৃৎশিল্পী সায়ন ঘোষের হাতে তৈরি এক চোখধাঁধানো দুর্গা প্রতিমা এবার পাড়ি দিল আমেরিকার পথে। বিদেশের মাটিতে বসবে বাঙালির বারোয়ারি পুজো, আর সেই পুজোর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে তারকেশ্বরের এক যুবকের প্রাণভরে গড়া শিল্প। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে খুশিতে আত্মহারা সায়নের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, এমনকি গোটা পাড়ার মানুষ। মাত্র ২৮ বছরের সায়নের হাতে তৈরি এই প্রতিমা এবার নিউ জার্সির একটি বঙ্গসাংস্কৃতিক সংগঠনের দুর্গাপুজোয় ব্যবহৃত হবে। তাঁর প্রতিমা পছন্দ হওয়ার পরেই সংস্থার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। এরপর শুরু হয় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ। প্রায় দেড় মাস ধরে চলেছে প্রতিমা নির্মাণ। থার্মোকল, ফাইবার ও পরিবহনযোগ্য বিশেষ উপাদান দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে দেবী দুর্গা ও তাঁর সপরিবার। সায়নের কথায়, ‘এই প্রথম আমার বানানো প্রতিমা দেশের বাইরের কোনও দুর্গাপুজোয় যাবে। ভাবতেই পারছি না! নিজের কাজকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই স্বপ্নের মতো। আমি এই পুজোতেই প্রথম বার প্রতিমা গড়া শুরু করিনি, কিন্তু এই অর্ডারটা আল্লাদা ছিল। এটা শুধু একটা কাজ নয়, এটা আমার আত্মার ছোঁয়া।’ দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও শহরে পাঠানোর অভিজ্ঞতা সায়নের আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্ডার এই প্রথম। নিউ জার্সির বঙ্গসমিতির এক সদস্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সায়নের কাজ দেখে এতটাই মুগ্ধ হন যে, তাঁরা সরাসরি যোগাযোগ করেন। তারপরেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু। এই প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট, সঙ্গে লদী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও মহিষাসুরের ভাস্কর্য। প্রতিটি মূর্তির চোখে মুখে অনন্য পরিশ্রমের ছাপ, যা চট করে নজর কাড়ে। প্রতিমাগুলিকে পরিবহনযোগ্য করতে বিশেষ কাঠামোয় তৈরি করা হয়েছে, যাতে বিমানে করে আমেরিকায় পাঠানো যায় সহজে। প্রতিমার প্যাকিংয়ে ছিল কাঠের কেস, ভিতরে বুদ্বুদ-কাগজ, থার্মোকল ও র‍্যাপিং ফোমের স্তর। এই প্রতিমা আমেরিকা পৌঁছবে এক সপ্তাহের মধ্যে। সেখানে সেট আপের দায়িত্বেও থাকবেন নিউ জার্সির স্থানীয় পুজো কমিটির সদস্যরা। তবে প্রতিমা পাঠিয়ে সায়নের কাজ শেষ নয়। তাঁর নিজের কথায়, ল্লআমি ভিডিও কলে ওদের গাইড করব কীভাবে প্রতিমা দাঁড় করাতে হবে, কীভাবে রং ঠিক রাখতে হবে, আর কীভাবে আলো-আঁধারির মধ্যে দেবীর আবহ বজায় থাকবে। এটা শুধু কাজ নয়, একটা অনুভব।’ সায়নের এই কৃতিত্বে আত্মহারা তাঁর মা শর্মিলা ঘোষ। তিনি বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে ছেলে মাটির পুতুল তৈরি করতে ভালোবাসত। আল্ল মরা ভাবতেই পারিনি একদিন ওর তৈরি প্রতিমা আমেরিকায় যাবে। এটা শুধু ওর নয়, আমাদের পাড়ার, আমাদের শহরের গর্ব।’ পাড়া-প্রতিবেশীরা এই ঘটনায় দারুণ আনন্দিত। কেউ কেউ বলেন, ‘এই ছেলেটাকে আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি। নিজের সাধনায় ও আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেটা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এখন আমরাও বলতে পারি, আমাদের পাড়ার ছেলে সারা দুনিয়ার কাছে নিজের প্রতিভা পৌঁছে দিচ্ছে।’ তারকেশ্বর শহরজুড়ে এখন সায়নের নাম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। শুধু স্থানীয় প্রশাসন নয়, বিভিন্ন শিল্পপ্রেমী সংগঠনও তাঁর কাজের প্রশংসা করতে শুরু করেছে। শহরের একটি আর্ট কলেজ থেকে ইতিমধ্যেই সায়নকে আল্ল মন্ত্রণ জানানো হয়েছে একটি প্রদর্শনীর জন্য। রাজ্যের মৃৎশিল্প মহলেও সায়নের এই সাফল্য নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুরের বহু প্রবীণ মৃৎশিল্পী বলেছেন, ‘এটা গোটা বাংলার শিল্পজগতের জন্য গর্বের মুহূর্ত। সায়নের মতো নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরলে আমাদের এই ঐতিহ্যশালী শিল্প আরও নতুন দিশা পাবে।’ এই ঘটনার পরে সায়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? শিল্পী জানালেন, ‘আমি চাই আগামী দিনে আরও আন্তর্জাতিক অর্ডার আসুক। আমি শুধু মাটির মূর্তি বানাতে চাই না, আমি চাই বাংলার শিল্পকে নিয়ে যেতে চাই বিশ্বের দরবারে। আর তার জন্য কাজ করতেই হবে আরও বেশি নিষ্ঠা ও একাগ্রতায়।’ অবশ্য এই সাফল্যের মাঝেও সায়ন মনে করিয়ে দেন তাঁর সহশিল্পীদের কথা। বলেন, ‘এটা শুধু আমার কাজ নয়, আমার দলের সবাই রাত-দিন এক করে শ্রম দিয়েছে। একা কেউ কিছু করতে পারে না। এটা আমাদের যৌথ প্রয়াস।’ দুর্গাপুজোর আবহে যখন রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে, তখন তারকেশ্বরের সায়ন ঘোষের এই প্রতিমা যেন এক অন্য ধরনের ‘পুজো জয়’। এক তরুণ শিল্পীর হাত ধরে বাঙালির আবেগ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও শিল্প পৌঁছে যাচ্ছে আটলান্টিকের ওপারেও। আর সেই সাফল্যে আজ আপ্লুত গোটা শহর, গোটা বাংলা।

গাঁজা পাচার রুখলো পুলিশ

দুরন্তবার্তা, ৬ জুলাই ঃ রামপুরহাট দুধের কন্টেনারে গাঁজা পাচার রুখ লো বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। এভাবে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়লো এক দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ মাড়গ্রাম থানার কালিদহ ব্রিজের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত ব্যক্তির নাম মনিরুল ইসলাম। তার বাড়ি লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রামে। জানা যায় গতকাল রাতে একটি মোটর বাইকে করে দুটি দুধের কন্টেনারের ভিতর লুকিয়ে গাঁজা গুলি পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল ওই দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, কালিদহ ব্রিজের কাছে হানা দেয় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। সেখানেই দেখা যায় দুটি দুধের কন্টেনারের মধ্যে গাঁজা গুলি পাচার করা হচ্ছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক ২৬ কিলো গাঁজা মজুদ ছিল ওই কন্টেইনারে। ইতিমধ্যেই পুলিশ মনিরুল ইসলাম কে গ্রেফতার করে ও আজ রবিবার বেলা বারোটা নাগাদ রামপুরহাট আদালতে পেশ করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। রামপুরহাট মহকুমা আদালতে ধৃত ব্যক্তির জামিনের আবেদন খারিজ করে একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। আগামীকাল সোমবার ধৃত ব্যক্তিকে সিউড়ি এন.ডি.পি.এস. আদালতে পেশ করা হবে।

অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর এবার অভাবের তাড়নায় এক সঙ্গে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। বছর সত্তরের সন্ন্যাসী কর্মকার ও তাঁর স্ত্রী পয়ষট্টি বছরের ঝর্না কর্মকার শনিবার সন্ধ্যায় বারুইপুর স্টেশন চত্বরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বারুইপুর জিআরপি থেকে তাঁদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।চিকিৎসায় সন্ন্যাসী কিছুটা সুস্থ হলেও তাঁর স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কা জনক। সন্ন্যাসী জানান, তাঁদের বাড়ি ডায়মন্ড হারবারে।পরিবারে আর কেউ নেই। একসময় পাখার কারখানায় কাজ করতেন তিনি। কিন্তু লক ডাউনে সেই কাজটি চলে যায়। তারপর থেকে শুরু হয় চরম অর্থকষ্ট। টাকার অভাবে রোজ খাওয়া জুটত না বলে জানান তিনি। নানা ভাবে চেষ্টা করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এই পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে একসঙ্গে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন দম্পতি। শনিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার থেকে ট্রেনে বারুইপুর আসেন। প্রায় সারাদিন বারুইপুর স্টেশনের চার নম্বরে প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে দেন। সন্ধ্যায় স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভারতীয়া রেলগেটের দিকে গিয়ে বিষ কিনে দুজনে খেয়ে ফেলেন। তারপর আবার চলে আসেন বারুইপুর প্ল্যাটফর্মে। সেখানে দুজনে অসুস্থ হয়ে পড়লে জিআরপি তে খবর দেন কয়েকজন। জিআরপি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মহেশতলায় নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, মহেশতলা, ৬ জুলাই ঃ মহেশতলা পৌরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ জগতলায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। গতকাল মহরম উপলক্ষে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তার স্বামী শেখ নাসির আলী। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় তার স্ত্রী রাত ২০০ নাগাদ স্বামীর খোঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।এরপর রাত ২৩০ মিনিট নাগাদ তার স্বামীর কাছে ফোন যায় গলির মধ্যে একটি বাড়ির পিছনে তার স্ত্রী অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপর মহেশতলা থানায় খবর দেওয়া হয়। মহেশতলা থানার পুলিশ গিয়ে দেহটিকে উদ্ধার করে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ব্যক্তির নাম শিল্পী বিবি। বয়স ৩৪ বছর। তিনি পেশায় একজন নার্স। তার স্বামীর অভিযোগ কেউ তার স্ত্রী কে মেরে ফেলেছে এবং গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ছিল। যার বাড়ির সামনে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায় সেই বাড়ির একজনকে আটক করে মহেশতলা থানায় নিয়ে আসা হয়। খুন না আত্মহত্যা! তদন্তে নেমেছে মহেশতলা থানার পুলিশ

তৃনমূল কর্মীর মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রপুর ঃ নরেন্দ্রপুরে এক তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শনিবার ভরসন্ধ্যায় এক তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় নরেন্দ্রপুর থানার ও এন জি সি মোড় এলাকায়। মৃতের নাম সুদীপ নারু। তাঁর গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, তাঁকে খুন করা হয়েছে। তবে এর পিছনে রাজনৈতিক নাকি ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিস স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর ১ নং ব্লকের পানাকুয়া অঞ্চলের বাকেশ্বর ষষ্ঠীতলা গ্রামের বাসিন্দা সুদীপ। এলাকায় তিনি সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত। এ দিন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ওএনজিসি মোড়ে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পুলিসের পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারকে খ বর দেওয়া হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিস।

ওয়েবসাইটে মিলবে মন্দিরের যাবতীয় বিবরণ ও গাইড ম্যাপ

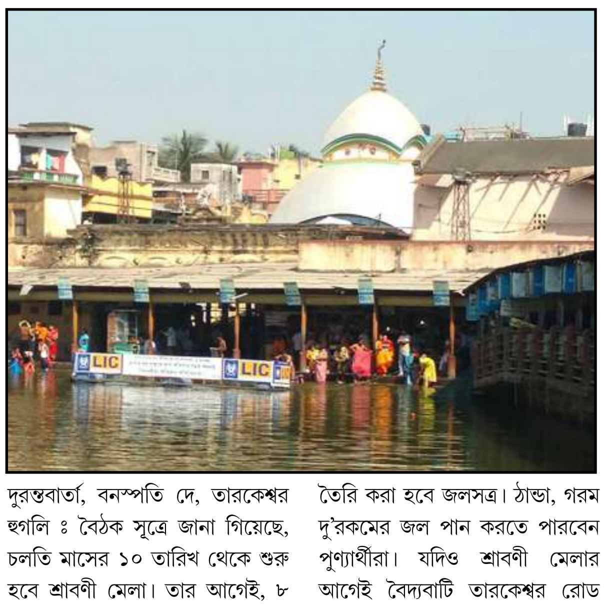

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, তারকেশ্বর হুগলি ঃ বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে শুরু হবে শ্রাবণী মেলা। তার আগেই, ৮ তারিখে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুলক রায়, বেচারাম মান্নার মতো মন্ত্রীরা তারকেশ্বর থেকে বৈদ্যবাটি পর্যন্ত শ্রাবণী মেলার এলাকা পরিদর্শন করবেন। তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলাকে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকার পরেই বাড়তি তৎপরতা শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের অন্দরে। দফায় দফায় শ্রাবণী মেলা নিয়ে জেলাশাসক ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা বৈঠক করেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন জেলা প্রশাসন ও সমস্ত জরুরি দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে লাখ লাখ ভক্ত তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৩৭ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে যাবেন। সেখানে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালবেন তাঁরা। যাত্রাপথের সমস্যা মেটাতে, গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজাবে পঞ্চায়েতগুলি। এ ছাড়া, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি করা হবে জলসত্র। ঠান্ডা, গরম দু’রকমের জল পান করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। যদিও শ্রাবণী মেলার আগেই বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোড সংস্কার করেছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর। শ্রাবণী মেলার যাত্রাপথ পরিচ্ছন্ন রাখতে, বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত ১৫০ মিটার অন্তর প্রায় ৩০০টি অস্থায়ী ডাস্টবিন বসানো হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একাধিক ভান্ডারার জন্য ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ওয়েবসাইটে মিলবে মন্দিরের যাবতীয় বিবরণ ও গাইড ম্যাপ। বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে, বৈদ্যবাটি, কামারকুণ্ডু রেলগেটগুলিতে দুর্ঘটনা ঠেকাতে, পুলিশ ও জিআরপি বেশি মাত্রায় মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া, ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি চালাবে হুগলি গ্রামীণ ও কমিশনারেটের পুলিশ। শ্রাবণী মেলায় যাতায়াত ব্যবস্থায় গতি আনতে ইতিমধ্যেই বাড়তি ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে পূর্ব রেল। শ্রাবণী মেলা প্রসঙ্গে এ দিন বেচারাম মান্না বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা মেনেই, প্রশাসনের তরফে শ্রাবণী মেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কয়েক বছর ধরে শ্রাবণী মেলাকে গঙ্গাসাগর মেলার উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, যেটা রাজ্যবাসীর কাছে খুব গর্বের। বাম জমানায় বেহাল রাস্তা পেরিয়ে, অন্ধকার পরিবেশে, শ্রাবণ মাসে বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর আসতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। কিন্তু রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পরে শ্রাবণী মেলা আলাদা একটি মাত্রা পেয়েছে। কলকাতা থেকে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দূরে তারকেশ্বর। হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে তারকেশ্বর স্টেশনে আসতে সময় লাগে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক। স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে কিছুটা এগোলেই, তারকেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহে স্বয়ং বিরাজ করছেন বাবা তারকনাথ। মন্দিরের পশ্চিম দিকে আছে শিবগঙ্গা যা দুধপুকুর নামে পরিচিত। পূর্ব দিকে কালীমাতার মন্দির ও দক্ষিণ দিকে মোহন্ত মহারাজের প্রসাদ। শ্রাবণ বাবা তারকনাথের জন্মমাস। এই মাসে বাবা তারকনাথের জলাভিষেক করলে, ভক্তের মঙ্গল সাধন ও মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তাই লাখো লাখো ভক্ত বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে গঙ্গার জল তুলে এনে বাবার মাথায় ঢালেন। বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট নিয়েও অনেক কথা প্রচলিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বিপ্রদাস তাঁর মনসা মঙ্গল কাব্যে নিমাইতীর্থ ঘাটের কথা উল্লেখ করেন। শ্রী চৈতন্য স্বয়ং নিমাইতীর্থ ঘাটে এসেছিলেন। সেই থেকেই শ্রাবণী মেলা নিয়ে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ভর করে আছে।’

সংখ্যালঘু প্রসঙ্গে শমিকের মন্তব্যে দলের সমর্থন, বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করলেন নেতারা

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে বিজেপি নেতা শমিক ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হলেও, তাতে জল ঢালতে এগিয়ে এলেন দলীয় নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা শনিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন;শমিক ভট্টাচার্যের বক্তব্য দলীয় নীতির পরিপন্থী নয়, বরং সংখ্যালঘুদের নিয়ে বিজেপির দীর্ঘদিনের অবস্থঞ্ল ানেরই প্রতিফলন। সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শমিক ভট্টাচার্য বলেন, ‘বিজেপি কখনও মুসলিম-বিরোধী ছিল না। বরং রাজ্যে মুসলিম সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে বিভ্রান্ত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই, তাদের প্রকৃত সমস্যা শুনতে চাই, সমাধান করতেও চাই।’ এই মন্তব্যের পরেই রাজ্যের শাসকদল থেকে শুরু করে অন্যান্য বিরোধীরা বিজেপিকে নিশানা করে বলে, ‘ভোটের জন্য মুসলিম তোষণ শুরু করেছে বিজেপি’।শাসক তৃণমূল কটাক্ষ করে দাবি করে;এই মন্তব্য বিজেপির মেকি সাম্প্রদায়িকতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। তবে এসব অভিযোগকে গুরুত্ব না দিয়ে বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতারা শমিক ভট্টাচার্যের পাশে দাঁড়ালেন। দলের এক কেন্দ্রীয় নেতা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকভাবে বলেন, তশমিক যা বলেছেন, তা শুধু যুক্তিগর্ভ নয়, বাস্তবতা নির্ভর। বাংলার সংখ্যালঘুরা বহুদিন ধরে একপ্রকার রাজনৈতিক বন্দিদশায় রয়েছেন। আমরা সেই পরিকাঠামো বদলাতে চাই। এটা নতুন কিছু নয়, ২০১৯ সাল থেকেই বিজেপি এই বার্তা দিয়ে এসেছে যে, সংখ্যালঘু মানেই শত্রু নয়, বরং তাদের মধ্যেও অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা পরিবর্তনের আশায় তাকিয়ে আছেন।দ রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র এবং বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক শঙ্কুদেব পণ্ডাও বলেন, ‘আমরা কখনও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করি না। শমিকদা যা বলেছেন, তা দলের নীতির পরিপূরক। সংখ্যালঘু মানেই সন্ত্রাসবাদী নয়; এই বার্তাটাই আমরা দিতে চাই। পাশাপাশি এটাও বোঝাতে চাই যে, তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করেছে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে, তাদের প্রকৃত উন্নয়নের দিকে নজর দেয়নি।’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই মন্তব্য এবং তার পিছনে দলের দাঁড়ানো এক বৃহৎ কৌশলের ইঙ্গিত। লোকসভা ভোটের ফলাফলে স্পষ্ট; রাজ্যে মুসলিম ভোটারদের একাংশ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই থেকেছে। তবে বিজেপির একটি বড় অংশ মনে করে, সংখ্যালঘু সমাজের ভেতরে এক ধরনের ক্ষোভ দানা বাঁধছে। সেই ক্ষোভকে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কাজে লাগাতেই এই ধরনের বার্তা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘সংখ্যালঘুদের নিয়ে বিজেপি এখন নতুন করে নাটক করছে। যারা গণপিটুনি, ৩৭০ ধারা, নাগরিকত্ব আইন ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ভয় দেখিয়েছে, তারা এখন ভোটের মুখে মুখোশ পরে কথা বলছে।’ কংগ্রেস ও বামফ্রন্টও সমালোচনায় সামিল হয়, তাদের বক্তব্য; বিজেপির এই অবস্থান আদতে বিভ্রান্তিমূলক। তবে রাজনৈতিক মহলে একটা বিষয় স্পষ্ট, এই মুহূর্তে রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘু ভোটের একচ্ছত্র মালিকানা ধরে রেখেছে। কিন্তু বিজেপি মনে করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও মুসলিম সমাজের ভেতরের বঞ্চনার আবহে পরিবর্তনের পক্ষে একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সেই জায়গা থেকেই বিজেপি তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চাইছে। বিজেপি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আগামী দিনে একাধিক জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ‘জনসংযোগ’ কর্মসূচি চালাবে তারা। সেখানে স্থানীয় মুসলিম নেতাদের দিয়ে এলাকায় বিজেপির ভাবমূর্তি তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া, বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার তরফে আলাদা করে একাধিক উদ্যোগ নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শমিক ভট্টাচার্যের বক্তব্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মত নয়, বরং একটি সুপরিকল্পিত দলের কৌশলের অংশ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রশ্ন উঠছে;এই কৌশল কতটা কার্যকর হবে? সংখ্যালঘু সমাজের মন জয় করা বিজেপির পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা, তার উত্তর সময়ই দেবে। তবে এটুকু স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দানে সংখ্যালঘুদের নিয়ে লড়াই নতুন মোড় নিচ্ছে। শমিক ভট্টাচার্যের বক্তব্য সেই নতুন রাজনীতিরই সূচনা কি না, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে।

নববারাকপুরে দুটি ওয়ার্ডে জলের পাম্প পুনঃনির্মান উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, নববারাকপুর ঃ নববারাকপুর পুরসভা এলাকায় দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছরের উপরে অকেজো বন্ধ হওয়া জলের পাম্প পুনরুদ্ধার সহ পুনঃনির্মান করে রবিবার সকালে শুভ উদ্বোধন করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। পুরসভার ১১নং ওয়ার্ডের মাইকেল মধুসূদন দত্ত রোডে শিববাড়ি সংলগ্ন এবং ১৮ নং ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া হাইব্রিড পুকুর পাড়ে দুটি জায়গায় জলের পাম্প পুনরুদ্ধার সহ পুনঃনির্মান করে চালু করা হয়। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা জানান পুরসভা এলাকায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু ওয়ার্ডে অকেজো জলের পাম্প বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল। জলদপ্তরের বাস্তুকার সঞ্জীব রায় এর তৎপরতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া পাম্প গুলো পুনরুদ্ধার সংস্করণ এবং পুনঃনির্মান করে চালু করা শুরু হল। এর ফলে জলের গতি ও পরিমাণ ও বাড়ল। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পৌঁছে দেওয়া হল। ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ও খুশি

নবরূপে পাম্প পুনঃনির্মানে। নাগরিকরদের উদ্দেশ্য পুরপ্রধান বলেন জল কিন্তু জীবন। জল কেউ অপচয় করবেন না। সারাদিনে পুর এলাকায় চারবার জল সরবরাহ করা হয়। পুরসভা এলাকায় জলকর এবং জঞ্জাল কর মুক্ত। কেএমডির সহযোগিতায় পুরসভা এলাকায় চালু হবে অত্যাধুনিক ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক। খুব শীঘ্রই অন্যান্য ওয়ার্ডেও পরিত্যক্ত পাম্প পুনরায় চালু হবে। এদিন সকালে শুভ পাম্প পুনঃনির্মান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ভাইস উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস সহ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সহ অন্যান্য পুর প্রতিনিধিরা, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার স্থানীয় নাগরিকরা।

কাটোয়া বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত জামির-সহ পাঁচ অভিযুক্ত

দুরন্তবার্তা, কাটোয়া, ৬ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় সাম্প্রতিক বিস্ফোরণকাণ্ডে এবার এক বড়সড় মোড়। পুলিশি তদন্তে উঠে এল বিস্ফোরক কেনা, জমায়েত ও বিস্ফোরণ ঘটানোর বিস্তৃত চক্রের হদিশ। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জামির হোসেন-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় স্তরে বিস্ফোরক মজুত ও চোরাপথে বোমা তৈরির কারবারে যুক্ত ছিল। গত সপ্তাহে কাটোয়ার কানাইনগর এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয় দুই ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে একজন পরে হাসপাতালে মারা যান। গোটা ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় নানা জল্পনা। প্রশ্ন ওঠে; কে বা কারা এত বিপুল বিস্ফোরক মজুত করেছিল এবং কেন? এই ঘটনার তদন্তে নামে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমেই পুলিশ জানতে পারে, ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে চুপিচুপি বোমা তৈরি হচ্ছিল। তদন্তে উঠে আসে জামির হোসেন নামের এক ব্যক্তির নাম, যিনি নাকি গোটা বিস্ফোরক চক্রের মূল মদতদাতা। জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ‘গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জামির হোসেন-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বিস্ফোরক তৈরির কাঁচামাল, বেশ কিছু রসদ ও ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে, তারা স্থানীয় দুষ্কৃতী চক্রের হয়ে কাজ করত এবং রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল।’ পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করত, আরেকজন সেই কাঁচামাল থেকে স্থানীয় কারিগরদের সাহায্যে বোমা তৈরি করত। এই কারবার চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এমনকি, কেউ কেউ মোবাইলে ‘বোমা বানানোর ইউটিউব ভিডিও’ দেখে প্রশিক্ষণও নিয়েছিল। সেই সূত্রে এখন তদন্তকারীরা সাইবার ফরেন্সিকের সাহায্যে তাদের মোবাইল ও ল্যাপটপের তথ্য খতিয়ে দেখছে।এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, ‘তৃণমূলের মদতেই সারা রাজ্যে বিস্ফোরক মজুতের চক্র চলছে। প্রশাসন চোখ বুজে রয়েছে।’ এদিকে, তৃণমূল নেতৃত্ব পাল্টা দাবি করেছে; ‘আইন তার নিজের পথে চলছে। যে বা যারাই দোষী হোক, প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।’ তদন্তে উঠে আসছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত জামির ও তার সঙ্গীরা বেশ কিছু স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যেও এই বিস্ফোরক তৈরি করছিল। যদিও এই তথ্য এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, তবে একাধিক সূত্র মারফত সেই দিকেও নজর দিচ্ছে পুলিশ। জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক গুদাম ঘর খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার নেপথ্যে আরও বড় চক্র রয়েছে কি না, তা জানতেই জেলা গোয়েন্দা বিভাগের পাশাপাশি রাজ্যের সন্ত্রাস দমন শাখাও তদন্তে নেমেছে। এদিকে, সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় দারুণ আতঙ্কিত। কানাইনগর এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘আমরা জানতামই না, এমন বিপজ্জনক জিনিস আমাদের পাড়ায় মজুত রয়েছে। যদি সেদিন একটু বেশি বিস্ফোরণ হতো, তাহলে গোটা পাড়া উড়ে যেত।’ অপর এক স্থানীয় শিক্ষিকা বলেন, ‘শিশুদের স্কুল যাতায়াতের পথেই ওই বাড়ি ছিল। ভাবতেও শিউরে উঠছি, যদি বিস্ফোরণ সকালে স্কুল টাইমে হতো!’ এই ঘটনার পর জেলা প্রশাসন স্থানীয় থানাগুলিকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে, প্রত্যেকটা পরিত্যক্ত বাড়ি, ফাঁকা জমি, গোডাউন এবং সন্দেহভাজন কারখানায় নিয়মিত নজরদারি চালাতে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা উত্তেজনার পরিবেশ রয়েছে, সেখানে আরও কড়া তল্লাশি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ধৃত পাঁচজনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইন, অস্ত্র আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্ফোরকের উৎস এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য কী ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। কাটোয়া বিস্ফোরণ কাণ্ডে জামির-সহ পাঁচজনের গ্রেফতার একদিকে যেমন বড় সাফল্য পুলিশের কাছে, তেমনি অন্যদিকে এই ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে; রাজ্যের ভিতরে কোথায় কোথায় গোপনে বিস্ফোরক মজুত হচ্ছে? এর পিছনে রাজনৈতিক মদত আছে কি না, তা নিয়ে তদন্তে নতুন দিগন্ত খুলছে।

চলছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ, মানুষকে সচেতন করাই মূল লক্ষ্য

দুরন্তবার্তা, মধ্যমগ্রাম ঃ মধ্যমগ্রাম চৌমাথা, জাতীয় সড়ক ১২,গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় দুর্ঘটনা যেনো আর না হয়,সেই লক্ষেই রবিবার পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের ষষ্ঠদিনে ডিএসপি ট্রাফিক নিহার রঞ্জন রায় ও মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ইন্সপেক্টর এর উপস্থিতিতে মধ্যমগ্রামে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। যেখানে এন.সি.সি. ছাত্র থেকে ট্রাফিক পুলিশ কর্মী সহ প্রচুর সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিলো। সচেতনতাই উদ্যোগ ট্রাফিক পুলিশের। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। এই উপলক্ষে স্থানীয় এনসিসি ক্যাডারদের অংশগ্রহণে একটি ব্যান্ড পার্টি সহ শোভাযাত্রা বের করা হয়। চৌমাথা থেকে শুরু হয়ে বাদু রোড, সোদপুর রোড ঘুরে,চৌমাথা গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরে এই শোভাযাত্রা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একইসাথে, ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের বিশেষ ব্যাজ পরে যান নিয়ন্ত্রণে দেখা যায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে এইদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুলিশ জেলার ট্রাফিক ডিএসপি নিহার রঞ্জন রায়, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি দেবব্রত গিরি সহ জেলা ট্রাফিক বিভাগের অন্যান্য আল্ল ধিকারিকরা। ট্রাফিক ডিএসপি নিহার রঞ্জন রায় জানান, অতীতের তুলনায় এখন অনেকটাই কমেছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। তবে এখনও কিছু ক্ষেত্রে মানুষ সাবধান না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। রাল্ল স্তাঘাট সম্প্রসারণ এবং পথচারীদের আল্ল রও সচেতনতা থাকলে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও হ্রাস পাবে। তিনি আরও বলেন, মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় অবস্থিত সাবওয়ে ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বহু সময় দেখা যায়, ব্যস্ততার কারণে পথচারীরা সাবওয়ে এড়িয়ে সোজা রাস্তা পার হন, যা বিপজ্জনক। এই প্রসঙ্গে পথচারীদের অনেকেই জানান, সাবওয়ে ব্যবহার করলে নিরাপদে পারাপার সম্ভব হলেও ব্যস্ত সময়ে সেটি কিছুটা সমস্যার তৈরি করে। তবে সকলেই একমত যে, সাবওয়ের সঠিক ব্যবহারই দুর্ঘটনা কমাতে পারে। ট্রাফিক বিভাগের এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

অভয়ার মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ, ন্যায়বিচারের দাবিতে ফের পথে পরিবারের সদস্যরা

দুরন্তবার্তা, হাওড়া, ৬ জুলাই ; ‘এক বছর কেটে গেল, কিন্তু ন্যায় মেলেনি। অভয়া আজও অপেক্ষা করছে সুবিচারেরদ; এই স্লোগানকে সামনে রেখে ফের প্রতিবাদে সরব হল অভয়া কাণ্ডে নিহত কিশোরীর পরিবার। এক বছর আগে এই দিনেই পুলিশি অভিযানে মৃত্যু হয়েছিল হাওড়ার বেলুড়ের অভয়া দাসের। সেই দিনটিকে ‘অভিশপ্ত দিন’ হিসেবে চিহ্নিত করে এবার রাজ্য প্রশাসনের দোরগোড়ায় পৌঁছনোর প্রস্তুতি নিচ্ছে অভয়ার পরিবার। ঘোষণা করা হয়েছে, ২১ জুলাইয়ের আগেই তাঁরা ‘ন্যায়বিচারের নবান্ন অভিযান’-এ নামবেন। ২০২৪ সালের ৬ জুলাই, হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত সাঁতরাগাছি এলাকার একটি বস্তিতে পুলিশের অভিযান চলাকালীন মৃত্যু হয় অভয়া দাসের। মৃত কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ ছিল, ‘রাতের অন্ধকারে হঠাৎ হানা দেয় পুলিশ। কোনও মহিলা পুলিশ ছিল না। আমাদের ঘরের দরজা ভেঙে ঢোকে। অভয়াকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ই মাথা আঘাত পায়। তারপরেই ওর মৃত্যু হয়।’ যদিও পুলিশের দাবি ছিল, অভয়া কোনও ধাক্কায় পড়ে গিয়ে আহত হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরেই হাওড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি অভিযোগ তোলে, পুলিশের ‘বিনা ওয়ারেন্ট’ হানা এবং নারী অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এর নেপথ্যে রয়েছে। এনসিআরবি তথ্যেও এই মৃত্যু উঠে এসেছিল, তবে পরবর্তীতে রাজ্য পুলিশের তদন্তে ‘প্রাকৃতিক মৃত্যু’ হিসেবেই রিপোর্ট পেশ করা হয়। তবে অভয়ার পরিবারের দাবি, তওর মৃত্যু কোনও দুর্ঘটনা নয়, ওকে মেরে ফেলা হয়েছিল। আজও সেই রাতের ভয়াবহতা ভুলতে পারি না। পুলিশ, প্রশাসন, কেউই পাশে দাঁড়ায়নি।দ অভয়ার মা মমতা দাস বলেন, তএক বছর ধরে কেবল দোরে দোরে ঘুরেছি। কোনো সিবিআই, কোনো বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়নি। আমরা কি এতটাই অবিহিত যে, আমাদের সন্তানের মৃত্যু এভাবে চাপা পড়ে যাবে?দ এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সমাজকর্মীরাও পাশে দাঁড়িয়েছেন। শনিবার অভয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, ‘আগামী ১৭ জুলাই আমরা কলকাতায় প্রতিবাদ সভা করব। এরপর ১৯ জুলাই বেলুড় থেকে নবান্ন অভিমুখে পদযাত্রা হবে। আমাদের একটাই দাবি; নিরপেক্ষ বিচার এবং দোষীদের শাস্তি।’ এই প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আবারও রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছে। বিজেপির রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘এক বছর কেটে গেল, কিন্তু একজন কিশোরীর মৃত্যুর বিচারই পেল না পরিবার। মানবাধিকার তো দূর, ন্যূনতম মানবিকতার বোধও নেই তৃণমূল সরকারের।’ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘পুলিশকে ঢাল করে সাধারণ মানুষের ওপর দমননীতি চালানো এখন এই সরকারের চেনা কৌশল। অভয়ার ঘটনা সেই নারকীয়তার প্রতীক।’ তবে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ‘এই মৃত্যুর ঘটনায় তখনই তদন্ত হয়েছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারকে সাহায্যও করা হয়েছিল। এখন যারা এই ঘটনা ঘিরে রাজনীতি করতে চাইছে, তারা আসলে আসন্ন শহিদ দিবস ঘিরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে।’ কিন্তু অভয়ার পরিবারের বক্তব্য অন্যরকম। তাঁদের দাবি, এই মৃত্যু শুধু একজন কিশোরীর মৃত্যু নয়, বরং এটি গোটা সমাজের কাছে এক কঠিন প্রশ্ন তুলে দেয়;‘পুলিশ যখন আইনভঙ্গ করে, তখন সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?’ এদিকে, বেলুড় ও সাঁতরাগাছির আশপাশে অভয়ার স্মরণে তৈরি হয়েছে একটি ছোট্ট প্রতীকী স্তম্ভ, যেখানে প্রতিবছর ৬ জুলাই স্থানীয়রা মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। এবছরও সেই কর্মসূচিতে শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন, যারা অভয়ার মৃত্যুকে এক ‘রাষ্ট্রীয় অন্যায়’ হিসেবে তুলে ধরেন। মানবাধিকার কর্মী অরিত্র মিত্র বলেন, ‘এই ঘটনা শুধু পুলিশের বর্বরতার প্রমাণ নয়, এটা বিচার ব্যবস্থার শৈথিল্যেরও প্রতিচ্ছবি। এক বছরের মধ্যে যদি একটা মৃত্যুরও বিচার না হয়, তাহলে কীভাবে মানুষ ভরসা রাখবে আইনের উপরে?’ অভয়ার পরিবারের এই নবান্ন অভিযানে কীভাবে প্রশাসন প্রতিক্রিয়া জানাবে, সেটাই এখন দেখার। তবে পরিবার জানিয়েছে, যতদিন না প্রকৃত বিচার মিলছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে। তাঁরা চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছেও।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২১৬ সংখ্যা, সোমবার ২২ আষাঢ় ১৪৩২

আর. সি. মজুমদার এবং ঐতিহাসিক নীরবতার রাজনীতি
সিংহাসন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একজন পণ্ডিতের পছন্দ

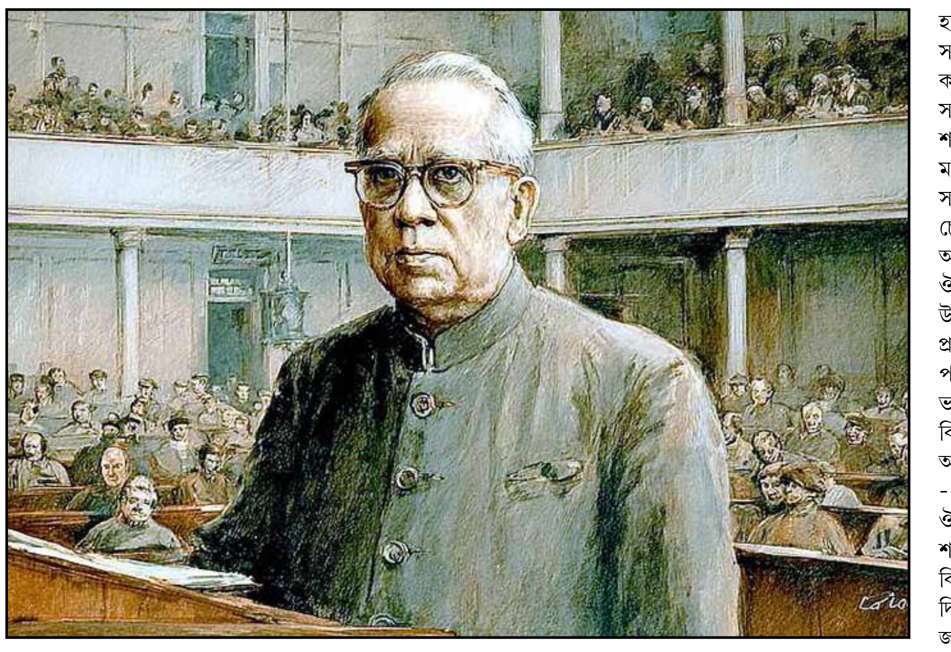

ইতিহাস লেখা কখনোই নিরপেক্ষ হয় না। প্রতিটি ঘটনাক্রম ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয় - তারা কী তুলে ধরতে চান, কী বাদ দেন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ক্ষমতা, সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের সূদ ভারসাম্য কীভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ইতিহাসবিদদের মধ্যে, রমেশ চন্দ্র মজুমদার অসাধারণ গভীরতা, বৌদ্ধিক স্বাধীনতা এবং স্থায়ী প্রভাবের অধিকারী একজন পণ্ডিত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবুও, তাঁর ঐতিহাসিক পদ্ধতি - বিশেষ করে তাঁর আখ্যানে শাসকদের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন বা উপেক্ষা করার প্রবণতা - প্রশংসা এবং সমালোচনা উভয়ই পেয়েছে। এই সম্পাদকীয়টি কেবল মজুমদার কী বাদ দিয়েছিলেন তা নয়, বরং কেন তিনি তা করতে বেছে নিয়েছিলেন এবং আধুনিক ভারতে স্মৃতি এবং ইতিহাস রচনার রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের কী বলে তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। আর. সি. মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), তাঁর সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্য এবং 'দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান পিপল'-এর মতো বিশাল কাজের জন্য পরিচিত, তিনি হৃদয়ে একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন কিন্তু ঐতিহাসিক লেখায় আদর্শিক বিকৃতির তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন। যখন তাঁর সমসাময়িক অনেকেই, যাদের মধ্যে মার্কসবাদী বা গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরাও ছিলেন, শ্রেণী সংগ্রাম বা নৈতিক প্রতিরোধের দৃষ্টিকোণ দিয়ে ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন মজুমদার তাঁর নিজস্ব বৌদ্ধিক পথ তৈরি করছিলেন - যা প্রাথমিক উৎস, সভ্যতার ধারাবাহিকতা এবং সাংস্কৃতিক অর্জনের উপর স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে তৈরি। যাইহোক, এই কাঠামোর মধ্যে, একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আবির্ভূত হয় শাসকদের চেয়ে জনগণ, সমাজ এবং নাগরিক প্রতিষ্ঠানের উপর বেশি মনোযোগ দেওয়ার তার প্রবণতা। মজুমদারকে শাসকদের সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করার অভিযোগ করা অতিরঞ্জিত হবে। তাঁর লেখায় মৌর্য, গুপ্ত এবং মুঘল সহ রাজা এবং সাম্রাজ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু জোর উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী রাজবংশীয় ঐতিহাসিকদের বিপরীতে যারা রাজাদের জীবনী এবং বিজয়কে ঘিরে তাদের আখ্যান তৈরি করেন, মজুমদার সিংহাসনের নীচে কী আছে তা নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন - মন্দির, গিল্ড, দার্শনিক, গ্রাম সমাবেশ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবাহিত নদীগুলিতে যা এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী সার্বভৌমদেরও ছাড়িয়ে যায়। এই অর্থে, তাঁর ইতিহাস রাজনৈতিক নয় বরং সভ্যতামূলক ছিল। তিনি ভারতীয় ইতিহাসকে শাসকদের উত্তরাধিকার হিসেবে দেখেননি, বরং জনগণ, ভূমি এবং চিন্তাভাবনা ও আধ্যাত্মিকতার স্থায়ী কাঠামোর গল্প হিসেবে দেখেছিলেন। এই ইচ্ছাকৃত এবং ধারাবাহিক সিদ্ধান্তটি তাদের সমালোচনার জন্ম দিয়েছে যারা যুক্তি দেন যে কোনও গুরুতর ঐতিহাসিক বিবরণে ক্ষমতা, শাসন এবং শাসনকে প্রান্তিক করা যায় না। সর্বোপরি, শাসকরা আইন প্রণয়ন করেন, শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রূপরেখা সংজ্ঞায়িত করেন। সমালোচকদের মতে, তাদের প্রভাবকে অবমূল্যায়ন করা ইতিহাসের একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা - যা ক্ষমতার বাস্তব রাজনীতিকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতিকে রোমান্টিক করার ঝুঁকি নেয়। তবুও মজুমদারের পছন্দ বুঝতে হলে, তিনি কোন প্রেক্ষাপটে লিখছিলেন তাও বুঝতে হবে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে জন্মগ্রহণকারী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে ক্রমবর্ধমান আদর্শিক লড়াই উভয়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, মজুমদার দেখেছিলেন যে কীভাবে ইতিহাসকে কাজে লাগানো যেতে পারে - উভয়ই ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা যারা ভারতকে ইতিহাসহীন দেশ হিসাবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা-উত্তর লেখকদের দ্বারা যারা প্রায়শই অতীতকে বাঁকিয়ে বর্তমানের সেবা করেছিলেন। এই ধরনের পরিবেশে, মজুমদার স্বাধীনতার পথ বেছে নিয়েছিলেন, এমনকি যখন এর অর্থ ছিল তার সময়ের প্রভাবশালী ঐতিহাসিক আখ্যানের বিরুদ্ধে যাওয়া। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় উদাহরণগুলির মধ্যে একটি ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর তার অবস্থান। মজুমদার কংগ্রেস-সমর্থিত আনুষ্ঠানিক আখ্যান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন যা গান্ধীর অহিংসাকে ভারতের স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিল। পরিবর্তে, তিনি প্রাথমিক বিপ্লবীদের, সশস্ত্র প্রতিরোধকে, এমনকি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টাকেও ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য সমানভাবে, যদি বেশি না হয়, গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। রাজনৈতিক গোঁড়ামির এই প্রত্যাখ্যান প্রাচীন শাসকদের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও প্রসারিত হয়েছিল - তিনি কেবল ভারতীয় বা সফল বলে তাদের মহিমান্বিত করেননি। তাঁর মনোযোগ ছিল সভ্যতার চেতনার উপর যা ভারতকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্থানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, রাজা ও সম্রাটদের ক্ষণস্থায়ী আধিপত্যের চেয়েও বেশি। মজুমদারের শাসকদের আপাতদৃষ্টিতে পাশে সরিয়ে রাখাকে ঔপনিবেশিক ইতিহাস রচনায় তাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা প্রায়শই ভারতের অতীতকে স্বৈরাচারী শাসন, বিশৃঙ্খলা এবং আক্রমণের একটি অন্তহীন চক্র হিসাবে চিত্রিত করেছেন - একটি বিষণ্ণ চিত্র এঁকেছেন যা ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপকে সভ্যতাবাদী শক্তি হিসাবে ন্যায্যতা দেয়। সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ধর্ম এবং সামাজিক সংগঠনের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে, মজুমদার ভারতীয় জনগণের জন্য পুনরুদ্ধারকারী সংস্থা ছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ভারতের মহত্ত্ব কেবল প্রাসাদ বা বিজয়ীদের কর্মকাণ্ডে নয়, বরং সহস্রাব্দ ধরে বিস্তৃত সভ্যতার অখণ্ড সুতোয় অবস্থিত। একই সাথে, এই পদ্ধতির পরিণতি নেই। শাসকদের ভূমিকার উপর জোর না দিয়ে, মজুমদারের বর্ণনায় কখনও কখনও ভারতীয় ইতিহাসের মূল যুগগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন রাজনৈতিক জটিলতার অনুভূতির অভাব থাকে। শাসন শৈলী, কর ব্যবস্থা, আইনি সংস্কার এবং সামরিক অভিযানের প্রভাব প্রায়শই আরও বেশি মনোযোগের দাবি রাখে। উদাহরণস্বরূপ, মুঘল প্রশাসন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রকে এমনভাবে পুনর্গঠন করেছিল যা আকবর বা আওরঙ্গজেবের মতো শাসকদের ব্যক্তিত্ব এবং নীতিগুলিকে আরও গভীরভাবে পরীক্ষা না করে সম্পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন। একইভাবে, চোল সামুদ্রিক সাম্রাজ্য, কলিঙ্গের পরে অশোকের রূপান্তর, অথবা হর্ষের চীনে কূটনৈতিক পৌঁছানো - এই সমস্ত মুহূর্ত নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় দক্ষতার সাথে জড়িত থাকার দাবি করে। এটাও লক্ষণীয় যে আজকের ঐতিহাসিক স্মৃতি - বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের ক্রমবর্ধমান সময়ে - শাসকদের ভূমিকার দিকে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, প্রায়শই সরল বা আদর্শিকভাবে পরিচালিত হয়। এই ধরনের পরিবেশে, মজুমদারের দৃষ্টিভঙ্গি অবমূল্যায়িত, এমনকি অরাজনৈতিক বলে মনে হতে পারে। তবে, সম্ভবত, এটিই এর শক্তি। তিনি গৌরব বা নিন্দা করার জন্য লিখছিলেন না বরং বোঝার জন্য। তার বাদ পড়াগুলি মুছে ফেলা ছিল না বরং সতর্কতার সাথে পুনঃপ্রাধান্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তিনি কে শাসন করেছে তা নিয়ে কম চিন্তিত ছিলেন, বরং শতাব্দীর পরাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব উভয়ের মধ্য দিয়ে একটি সভ্যতা কীভাবে বেঁচে ছিল, চিন্তা করেছিল এবং তৈরি করেছিল তা নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক দর্শন আমাদের একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করে একটি জাতির ইতিহাসের সারমর্ম কী? এটি কি ক্ষমতা, বিজয় এবং রাজত্বের গল্প - নাকি সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং দৈনন্দিন জীবনের শান্ত, সূদ ছন্দ? শাসকদের পাশে রাখার তার সিদ্ধান্ত প্রতিটি চিন্তাধারাকে সন্তুষ্ট নাও করতে পারে, তবে এটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইতিহাস রচনায় একটি নতুন মাত্রা উন্মোচন করেছে - যা মানুষকে ক্ষমতার চেয়ে, বিজয়ের চেয়ে ধারাবাহিকতাকে এবং পুরাণের চেয়ে স্মৃতিকে অগ্রাধিকার দেয়। আজকের বিশ্বে, যেখানে রাজনৈতিক বিতর্কে ইতিহাসকে ক্রমবর্ধমানভাবে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে মজুমদারের পাণ্ডিত্য পুনর্বিবেচনার মূল্য রয়েছে। তার কাছে সমস্ত উত্তর ছিল বলে নয়, বরং তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন - যেগুলি আমরা কে তার গল্প লিখতে এবং পুনর্লিখন করতে থাকাকালীন অপরিহার্য।

মিষ্টি শুধু জিভে নয়, প্রভাব ফেলে মস্তিষ্কেও

মিষ্টির প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। জন্মদিন থেকে শুরু করে উৎসব কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট আনন্দ মুহূর্ত;প্রায় সব ক্ষেত্রেই মিষ্টির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সুস্বাদু খাদ্য উপাদানটি কেবল আমাদের রসনা তৃপ্ত করে না, তার প্রভাব পড়ে আমাদের মানসিক অবস্থার উপরও। সাম্প্রতিক নানা গবেষণা বলছে, অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার কেবল শরীরের ক্ষতি করে না, বরং তা মনের উপরও এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে। চিনির স্বাদ প্রথমে জিভে ধরা দিলেও, তার প্রকৃত প্রভাব গিয়ে পড়ে মস্তিষ্কে। এই প্রভাব কখনও আনন্দদায়ক, আবার কখনও বিপজ্জনক। প্রাথমিকভাবে দেখা যায়, মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার পর আমরা কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করি, মনে হয় স্ট্রেস কমে গেছে। এই মুহূর্তিক আরাম আসে কারণ, চিনি সেরোটোনিন এবং ডোপামিনের মতো 'ফিল গুড' নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণে সহায়তা করে। এই রাসায়নিকগুলি মস্তিষ্কে সুখানুভূতির বার্তা পাঠায়। কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী নয়। বরং ক্রমাগত চিনির উপর নির্ভরতা তৈরি হয়, একপ্রকার আসক্তি জন্ম নেয়। শরীরের মতো মস্তিষ্কও মিষ্টির নেশায় পড়ে যায়। বহু মনোবিজ্ঞানী ও নিউরোসায়েন্টিস্ট জানাচ্ছেন, চিনি গ্রহণের পর যেভাবে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়, তা মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেও তুলনীয়। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পরে মিষ্টি খাওয়া শুধু অভ্যাস নয়, তা একপ্রকার মানসিক নির্ভরতা বা আসক্তি। এই আসক্তির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এটি ধীরে ধীরে আমাদের মানসিক স্থিতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। চিনি গ্রহণের ফলে শরীরে ইনসুলিন নিঃসরণ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ইনসুলিন উৎপাদন মানসিক অস্থিরতা, খিটখিটে মেজাজ, ক্লান্তি এবং এমনকি ডিপ্রেশনের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তোলে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, এই ধরনের চিনি-প্ররোচিত আবেগের ওঠানামা মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষ করে শিশুরা এই প্রভাবের শিকার হতে পারে অনেক বেশি। অতিরিক্ত মিষ্টি বা চকলেট খাওয়ার পর অনেক শিশুকে অস্বাভাবিক উচ্ছ্বল বা উত্তেজিত দেখা যায়, যার পিছনে রয়েছে চিনির প্রভাব। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস পরে ধীরে ধীরে ক্লান্তি বা চঞ্চলতায় রূপান্তরিত হয়। কখনও কখনও দেখা যায়, পড়াশোনায় মনোযোগ না দেওয়া, সহজেই রেগে যাওয়া বা অতিরিক্ত অস্থির হয়ে পড়া;এই উপসর্গগুলোর সঙ্গে চিনির সম্পর্ক রয়েছে। এই সমস্যা কেবল শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাপ্তবয়স্করাও দিনের পর দিন চিনি-নির্ভর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলেন, বিশেষত মানসিক চাপ বা অবসাদের সময়। অনেকে অবসাদ কাটাতে বা মন ভালো রাখতে মিষ্টি খেতে শুরু করেন। কিছুক্ষণের জন্য মস্তিষ্কে হালকা প্রশান্তি এলেও, দীর্ঘমেয়াদে এই অভ্যাস অবসাদকেই আরও গভীর করে তুলতে পারে। কারণ চিনি শরীর ও মস্তিষ্কে যে হরমোনগত পরিবর্তন আনে, তা সাময়িক নয়, বরং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক আবেগ-প্রতিক্রিয়াকেও দুর্বল করে দিতে পারে। বিজ্ঞান বলছে, আমাদের অন্ত্রে যে উপকারী ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, তা-ও চিনির প্রভাবে ব্যাহত হয়। এই অন্ত্র-মস্তিষ্ক সংযোগ (gut-brain axis) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মন ও মেজাজের উপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। অতিরিক্ত চিনি অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, যার ফলে উদ্বেগ, মানসিক চাপ এমনকি বিষণ্ণতা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত চিনি গ্রহণ মানসিক কর্মক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তির উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, যারা উচ্চ চিনি-সমৃদ্ধ খাদ্য খান, তাঁদের মধ্যে অ্যালঝাইমার বা ডিমেনশিয়া জাতীয় রোগের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি। চিনি মস্তিষ্কের নিউরাল প্লাস্টিসিটি কমিয়ে দেয়, অর্থাৎ মস্তিষ্কের নতুন তথ্য গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাহলে কি চিনি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, তার প্রয়োজন নেই। আমাদের মস্তিষ্ক ও শরীর উভয়েরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজ প্রয়োজন। কিন্তু সেই গ্লুকোজ আসা উচিত প্রাকৃতিক উৎস থেকে;যেমন ফল, শাকসবজি বা গোটা শস্য জাতীয় খাবার। রিফাইন্ড সুগার বা প্রক্রিয়াজাত মিষ্টি খাবার থেকে প্রাপ্ত চিনি আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। চিনির সঙ্গে সম্পর্কটা যেন প্রেমের মতো;মিষ্টি, মোহময় কিন্তু বেশি হলে বিষাক্ত। আর এই বিষ ছড়িয়ে পড়ে মন থেকে মগজ পর্যন্ত। যেসব সংস্থাগুলি খাবারের মাধ্যমে মিষ্টির আধিক্য বাড়িয়ে দেয়, তারা জানে এই চিনি আমাদের 'ক্রেভিং' বা খাদ্যলালসা বাড়িয়ে তোলে, যা পণ্যের পুনঃক্রয়ের সম্ভাবনা বাড়ায়। অর্থাৎ, মিষ্টি কেবল স্বাদের জগতে নয়, মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের উপর একটি নিরব শাসন চালায়। সমস্যার গভীরতা আরও প্রকট হয় যখন দেখা যায়, আমরা নিজেরাও অনিচ্ছাকৃতভাবে এই চিনিভিত্তিক জীবনধারার শিকার হয়ে পড়েছি। আজকের দিনে কাজের চাপ, ঘুমের ঘাটতি, সামাজিক চাপ ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অনেকেই চিনি-সমৃদ্ধ খাবারকে একমাত্র মানসিক সান্ত্বনা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু সেই স্বস্তি অস্থায়ী, আর তার মূল্য অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন সচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। প্রতিদিন কতটা চিনি গ্রহণ করা হচ্ছে, তা জানার জন্য খাদ্যপ্যাকেটের গায়ে লেখা উপাদানতালিকা পড়া উচিত। শুধু ডেজার্ট নয়, অনেক রকম প্রক্রিয়াজাত খাবার;যেমন কেচাপ, ব্রেড, জুস, এমনকি 'হেলদি' ট্যাগ লাগানো অনেক স্ন্যাকসেও চিনি লুকিয়ে থাকে। অতিরিক্ত মিষ্টির অভ্যাস শুধুই ডায়াবেটিস বা স্থূলতার মতো শারীরিক রোগ ডেকে আনে না, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও তা এক অদৃশ্য হুমকি। আর সেই কারণেই, খাদ্যতালিকায় যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক, কম চিনিযুক্ত উপাদান রাখা, শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই চিনির ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা;এই সব পদক্ষেপ একান্ত জরুরি। শেষ পর্যন্ত মনের ভারসাম্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই। জিভের স্বাদের কাছে মাথা নত করলে মস্তিষ্ক তার চরম খেসারত দেয়;এ সত্যটা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করা যায়, ততই ভালো। কারণ, মিষ্টি শুধু জিভ নয়, মনকেও বাঁধে এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই এখন সময়ের দাবি।

প্যারিস এমন একটি শহর যা হারানো স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করে

কিছু শহর আছে যা মনোমুগ্ধকর, আবার কিছু মুগ্ধ করে; কিন্তু প্যারিস এমন একটি শহর যা অন্যদের থেকেও বেশি কিছু। ফরাসি রাজধানী মানচিত্রে কেবল একটি গন্তব্যস্থল বা রোমান্টিক ক্লিশেসের স্থাপনা নয়। এটি মানব অভিজ্ঞতার একটি জীবন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাসের জাদুঘর। এটি তার পাথরের গলি, গথিক ক্যাথেড্রাল, ইম্প্রেশনিস্ট মাস্টারপিস, অথবা কোণার বুল্যাঞ্জারি থেকে ভেসে আসা তাজা ক্রোয়েস্যান্টের সুবাসের মধ্য দিয়েই হোক না কেন, প্যারিসের অতীতে পৌঁছানোর, মনকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলিকে এমনভাবে আলোড়িত করার একটি উপায় রয়েছে যা গভীরভাবে মানবিক। অনেকের কাছে, প্যারিস কেবল ছুটির প্রস্তাব দেয় না; এটি গভীরভাবে ব্যক্তিগত কিন্তু সর্বজনীনভাবে অনুরণিত কিছুতে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত থাকা জিনিসগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি অনন্য উপায় এই শহরের রয়েছে বছরের পর বছর ধরে রুটিনের নীচে চাপা পড়ে থাকা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি, আধুনিক দিনের কোলাহলে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া বৌদ্ধিক কৌতূহল, এবং এমনকি একটি শারীরিক ছন্দ যা বসে থাকা জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই অর্থে, প্যারিস কেবল একটি শহর নয়;এটি একটি অনুঘটক, একটি নিরাময় এবং একটি নীরব বিপ্লব যা ভিতরে ঘটতে অপেক্ষা করছে। স্মৃতি এবং স্থানের মধ্যে সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে শিল্প ও দর্শনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং প্যারিসের মতো খুব কম শহরই এই সহাবস্থানমূলক ভূমিকা পালন করেছে। মারাইস নদীর মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় বা সেইন নদী পার হওয়ার সময় ভ্রমণকারীদের কাছে অদ্ভুত ডেজা ভু-এর কথা শোনা অস্বাভাবিক নয়। এই অনুভূতিগুলি কেবল চিন্তাভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এগুলি মনের ভুলে যাওয়া অংশগুলির সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের উপায়। সম্ভবত এটি বাম তীর বরাবর পুরানো বইয়ের গন্ধ, অথবা মন্টমার্টের কাছে একজন রাস্তার সঙ্গীতজ্ঞের বিষণ্ণ সুর যা শৈশবের স্মৃতিগুলিকে জাগিয়ে তোলে অথবা এমন মুখ এবং কণ্ঠস্বরকে জাগিয়ে তোলে যা আমরা ভেবেছিলাম আমরা হারিয়ে ফেলেছি। প্যারিস এমন এক মঞ্চে পরিণত হয় যেখানে স্মৃতি, আবেগ এবং পরিচয়ের টুকরোগুলি নীরবে পুনরুত্থিত হয়। কিন্তু প্যারিস কেবল আবেগগত অতীতকেই পুনরুজ্জীবিত করে না। এটি বুদ্ধিকেও পুনরুজ্জীবিত করে। সর্বোপরি, এটি সেই শহর যা আলোকিতকরণ, অস্তিত্ববাদের জন্ম এবং বিপ্লবের স্থাপত্যকে অনুপ্রাণিত করেছিল - রাজনৈতিক এবং দার্শনিক উভয়ই। ল্যাটিন কোয়ার্টারে হেঁটে গেলে অথবা ক্যাফে দে ফ্লোরে বসে, কামু এবং সার্ত্রের প্রতিধ্বনি, অথবা সিমোন দে বোভোয়ারের তীক্ষ্ণ, নারীবাদী গদ্যের প্রতিধ্বনি প্রায় শুনতে পাওয়া যায়।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ সেবা ঃ—

রুগ্ন, অশক্ত, অপারগ যা'রা তা'দিগকে পরিপালন করতে একটুকুও কুণ্ঠিত হ'য়ো না; কিন্তু যেন তীদ দৃষ্টি থাকে তা'দের যোগ্যতার দিকে; অবস্থানুপাতিক তা'দের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিও, যতটুকু পার;পরিপোষণে, পরিপালনে, আদর্শপ্রাণ ক'রে, আগ্রহাপ্লুত ক'রে; সক্রিয় ক'রে তোল তা'দের; যে যেমন তা'কে তেমনি ক'রে উপচয়ে; পারিপার্শ্বিক-সহ নিজের, আর, ওকেই বলে ধর্ম্মদান। দরিদ্র-নারায়ণ সেবাপ্রবৃত্তি ভালই; কিন্তু সে-সেবায় যদি প্রতি-বৈশিষ্ট্যে তোমার নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হ'য়ে না ওঠেন, তা' কিন্তু তোমার কাছে ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই নয়কো, সেবা সার্থক হ'য়ে উঠছে না কিন্তু তখনও — জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা কর, তাদিগকে শিবভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোল; বাস্তবে ; চরিত্রে; চলনে ; কর্ম্মে ;প্রতি-বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্যে; শিবপূজা তোমার সার্থক হ'য়ে উঠুক; শিবত্বের অভিদীপনায়। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বড় হ'তে চায় সে তোমাদের সেবা করুক।

জগন্নাথের নামেই বিভাজনের মেঘ কেটেছিল প্রাচীন রাজনীতির দূরদৃষ্টি আজও প্রাসঙ্গিক

ভারতের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ ও রাজাদের কাহিনি নয়, বরং তা বহুস্তরীয় সমাজ-পরিবর্তনের নিঃশব্দ অথচ গভীর স্রোতের দলিল। আর সেই স্রোতের মধ্যেই এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গিয়েছে পুরীর জগন্নাথ সংস্কৃতি; যা ছিল প্রাচীন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফসল। একদিকে ধর্মীয় আবেগ, অপরদিকে সামাজিক রূপান্তর; এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে গড়ে উঠেছিল এমন এক ঐতিহ্য, যা জাতিভেদের শৃঙ্খলকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিল বহু শতাব্দী আগেই। জগন্নাথদেবের আরাধনা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়। এটি ছিল এক সুপরিকল্পিত সামাজিক প্রকল্প, যার মধ্য দিয়ে ভেদাভেদে জর্জরিত সমাজে আনা হয়েছিল ঐক্যের সুর। রাজনীতিক নেতৃত্ব সেই সময় বুঝতে পেরেছিল, কেবল প্রশাসনিক শাসন নয়, সমাজকেও একত্রিত না করা গেলে রাজ্য গঠনের স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই ধর্মকে হাতিয়ার করে নির্মিত হয়েছিল এমন এক আদর্শ, যেখানে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। পুরীর রথযাত্রা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই রথের চাকা ঘোরে সমস্ত শ্রেণি, জাতি, বর্ণের মানুষের হাত ধরে। রাজা থেকে রাস্তাঘাটের সাধারণ মানুষ, ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র; সবাই এখানে একত্রিত হন, একই রশিতে টান দেন জগন্নাথের রথ। এই প্রতীকী কর্মই জাতভেদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদ, যা আধুনিক যুগেও উদাহরণ হিসেবে উঠে আসে। জগন্নাথদেবের মূর্তির নির্মাণেও রয়েছে সেই সামাজিক বার্তা। শাস্ত্রবিরোধী উপাদানে নির্মিত মূর্তি, যার কাঠের শরীর ক্ষণস্থায়ী ও পুনরাবৃত্ত। প্রতিবার নবকলেবর উৎসবে পুরোনো মূর্তি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং নতুন কাঠ দিয়ে গড়ে তোলা হয় দেবতার রূপ। এই ভাবনা একধারে জগৎ ও শরীরের ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতীক, আবার অন্যদিকে প্রতিটি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের একটি বিরল উদাহরণ। এই অনুশীলন ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট বার্তা; ঈশ্বরের দেহেও স্থায়িত্ব নেই, তবে মানুষ কেন জাতভেদে চিরস্থায়ী থাকবে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই ধারার মধ্যে নিহিত গভীর তাৎপর্য চিনে বলেছিলেন; 'জগন্নাথ যেন সেই বৃহৎ ভারতবর্ষ, যে সকলকে বুকে টেনে নেয়।' শুধু দর্শনের স্তরে নয়, বাস্তব প্রশাসনিক স্তরেও এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা গেছে। গঙ্গাধর রাজা থেকে শুরু করে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ, পুরীর রাজারা তাঁদের ধর্মীয় কেন্দ্রকে ব্যবহার করেছেন জাতপাতের প্রাচীর ভাঙার এক অসাধারণ কৌশল হিসেবে। কোনও সামরিক বলপ্রয়োগ নয়, বরং সাংস্কৃতিক সংহতির মাধ্যমে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ। এই ব্যবস্থায়, যেমন দেখা যায়, জগন্নাথ মন্দিরে খাদ্য প্রস্তুত ও বিতরণের দায়িত্ব ছিল 'সুদেরা'র হাতে। 'মহাপ্রসাদ' সমস্ত জাতিকে একত্র করে, কারণ এখানে জাতি অনুযায়ী প্রাধান্য নেই। এই ব্যবস্থা আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ধারণার আগেই এমন এক সমাজ কাঠামোর বীজ বপন করেছিল, যেখানে সবার জন্য সমান সুযোগ, সমান খাদ্য এবং সমান শ্রদ্ধা;এই মূল্যবোধ কেন্দ্রে ছিল। শুধু হিন্দু সমাজ নয়, এই সাংস্কৃতিক আদর্শে জড়িয়ে পড়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও। ওড়িশার বহু উপজাতি জনগোষ্ঠী আজও জগন্নাথদেবকে তাঁদের নিজস্ব দেবতা মনে করেন। কেউ বলেন তিনি 'দারু ব্রহ্ম', কেউ বা বলেন তিনি 'ওরিয়া মানুষের ঈশ্বর'। এই বহুধা দৃষ্টিভঙ্গি আসলে এক বৃহত্তর ঐক্যবোধের জন্ম দিয়েছে, যা আজকের ভারতে বহু প্রান্তিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জগন্নাথ উপাসনার মূল শক্তি তার 'অ-এলিটিস্ট' চরিত্রে। একদিকে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদ তার প্রাচীনতা রক্ষা করতে ধর্মীয় আচারকে কঠিন ও সীমাবদ্ধ করে তোলে, তখন জগন্নাথ সংস্কৃতি ধর্মকে খুলে দিয়েছিল সকলের জন্য। এর ফলে একদিকে যেমন রাজশক্তির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয় আত্মমর্যাদা ও স্বকীয়তার অনুভব। এই রীতিনীতির পিছনে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কাজ করেছিল, তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিস্ময় জাগায়। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে বহু যুগ ধরেই জাতপাত, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের মধ্যে জর্জরিত, সেখানে শতাব্দী প্রাচীন এক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো কীভাবে সেই বিভাজনকেই অস্ত্র করে একতা গড়ে তুলেছিল, তা শিক্ষণীয়। আসলে প্রাচীন ভারতের রাজনীতিবিদেরা কেবল অস্ত্র বা কূটনীতিতে পারদর্শী ছিলেন না, তাঁরা সমাজের মনস্তত্ত্ব, সংস্কৃতি ও ধর্মের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের দিশা দিয়েছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, বিভাজনের ভিত্তি সরাতে হলে কেবল আইন নয়, দরকার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন, যা সম্ভব একমাত্র সংস্কৃতির মাধ্যমে। আজ যখন জাতপাত আবারও রাজনৈতিক মেরুকরণের হাতিয়ার হয়ে উঠছে, যখন একাধিক ধর্মীয় পরিসরে জাতিগত সংকীর্ণতা ফিরে আসছে, তখন পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং তার চারপাশের ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় ভিন্ন কিছু। জগন্নাথের চাকার ঘূর্ণন যেন মনে করিয়ে দেয়;জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ;সব কিছু পেছনে ফেলে এগোতে পারে একটিই সমাজ, যে সমাজে মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে। আধুনিক ভারতের নীতি-নির্ধারকদের এই প্রাচীন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। সংস্কৃতিকে কেবল প্রদর্শনের জন্য নয়, ব্যবহার করা দরকার সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসেবে। কারণ ইতিহাস প্রমাণ করেছে; যেখানে অস্ত্র ব্যর্থ, সেখানে সংস্কৃতি সফল। জগন্নাথের নাম আজও কোটি মানুষের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাঁর আসল দর্শন; সমতা, সংহতি ও সাম্যের দর্শন; তা কতটা স্থান পেয়েছে আমাদের চিন্তায়? আজ সেই প্রশ্নই আরও জোরালো হয়ে ওঠে। কারণ জাতপাতের বিষ এখনও সমাজে সক্রিয়। তখন প্রাচীন রাজনীতির সেই ঐক্যবদ্ধ দর্শনই হতে পারে আমাদের ভবিষ্যতের দিশারি। জগন্নাথদেব ছিলেন না কেবল একটি মূর্তি বা বিশ্বাস, তিনি ছিলেন এক রাজনীতি-নির্মিত সচেতন সাংস্কৃতিক প্রতীক। তাঁর নামে জাতপাত মুছে ফেলার সেই প্রাচীন রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা আজও সময়ের অনেক এগিয়ে; শুধু আমাদের চোখে পড়ে না, কারণ আমরা ইতিহাস পড়ি নাম-তারিখ মুখস্থ করার জন্য, বোধ গড়ে তোলার জন্য নয়। এখন সময় এসেছে সেই বোধ ফিরিয়ে আনার।

অলক্ষ্যে লুকিয়ে ছিল মৃত্যুর ফাঁদ, মেলায় এসে নিভে গেল সত্যেনের জীবন

বাঙালির মেলা শুধুই আনন্দ আর উল্লাসের নয়; সেখানে থাকে স্মৃতি, থাকে হৃদয়ের টান। বহুদিন ধরে গ্রামবাংলার সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে এইসব লোকমেলা। যেখানে আসে হাজার হাজার মানুষ, খুঁজে পায় কিছু মুহূর্তের স্বস্তি, পুরনো বন্ধুর দেখা, নতুন কেনাকাটার উত্তেজনা আর অনেকটা নস্টালজিয়া। কিন্তু কখনও কখনও এই আনন্দঘন পরিবেশই পরিণত হয় মৃত্যু মিছিলে, যদি নিরাপত্তা ও সচেতনতার দিকটি অবহেলিত থাকে। এমনই এক মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী রইল সাম্প্রতিক একটি মেলা, যেখানে সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে ছিল মৃত্যুর ফাঁদ। সেখানেই প্রাণ হারাল এক যুবক, সত্যেন। তাঁর মৃত্যু শুধু একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অব্যবস্থার বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছে। সত্যেন কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। ছিলেন এক সাধারণ যুবক, যাঁর মতো মানুষ রোজ মেলায় যায়, একটু সময় কাটায়, কিছু কেনাকাটা করে, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরে। তিনি এসেছিলেন ওই মেলাতেই। কেউ হয়তো সঙ্গে ছিলেন, কেউ হয়তো আলাদা হয়ে পড়েছিলেন ভিড়ের মধ্যে। তখন সত্যেন দাঁড়িয়েছিলেন একটি 'জোতা'-র সামনে; এক ধরনের কাঠের গোঁজ বা বাঁশের খুঁটি, যা ব্যবহার করা হয় অস্থায়ী কাঠামোতে। সেটি ছিল মেলার এক চৌকস, কিন্তু অবিন্যস্ত স্থাপনার অংশ। এই 'জোতা'-র উপস্থিতি ছিল প্রায় অলক্ষ্যেই। না, সেটি রঙিন আলোয় মুড়োনি, না ছিল কোনও সতর্কবার্তা। সেটি দাঁড়িয়ে ছিল এক কোণায়, যেন কেউ জানেও না সেটা বিপজ্জনক হতে পারে। আর এই 'অলক্ষ্য' জোতাই শেষমেশ সত্যেনের জীবনের ইতি টেনে দেয়। সত্যেন হঠাৎই হোঁচট খেয়ে পড়ে যান সেই জোতা-র গায়ে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন, 'ও হঠাৎই পড়ে গেল, তারপর আর উঠল না। সবাই ভেবেছিল গরমে অজ্ঞান হয়েছে।' কিন্তু পরে জানা যায়, জোতা-র ধারালো কিনারা তাঁর মাথায় আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। যেখানে একটু আগেও হেঁটে বেড়াচ্ছিল অসংখ্য মানুষ, হাসির ফোয়ারা ছুটছিল, সেখানে এক মৃতদেহ ঘিরে শোকের ছায়া। মেলার কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। অথচ দুর্ঘটনার পরপরই কেউ কোনো প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেনি। কাছেই যে কোনও মেডিক্যাল টিম বা অ্যাম্বুলেন্স ছিল না, সেটা তখনই সামনে আসে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা তাঁকে কাছাকাছি একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, তআঘাত ছিল মারাত্মক। রক্তপাতেই মৃত্যু হয়েছে।দ এ প্রশ্নটাই এখন বারবার উঠে আসছে। এই মৃত্যু কি নিছক একটি দুর্ঘটনা, না কি এর পেছনে রয়েছে প্রশাসনিক গাফিলতি, অব্যবস্থা, আর অসচেতনতা? মেলার আয়োজন করে যে সংস্থা বা স্থানীয় পঞ্চায়েত, তাদের ভূমিকা কী? কেন মেলার মতো ভিড়ভাট্টা জায়গায় এমন বিপজ্জনক কাঠামো ছিল, যার ওপর সতর্কবার্তা বা ব্যারিকেড ছিল না? স্থানীয়রা বলছেন, বহু বছর ধরেই এই মেলা চলে আসছে, কিন্তু প্রতিবছরই কোনো না কোনো সমস্যা দেখা দেয়; হোক সে বিদ্যুৎ সংযোগের ঝুঁকি, কিংবা অস্থায়ী দোকানঘরের কাঠামোয় দুর্বলতা। কিন্তু তবুও কোনও শিক্ষালাভ হয় না। অথচ মানুষের ভিড় যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে দুর্ঘটনার ঝুঁকিও। কিন্তু আয়োজকদের চোখে যেন শুধুই ভিড়ের সংখ্যা;নিরাপত্তা নয়। সত্যেনের পরিবার এই মৃত্যুকে এখনও মেনে নিতে পারছে না। মা বলছেন, 'ছেলে তো বলেছিল সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরবে। ও তো আর ফেরেনি।' বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সদস্য ছিল সত্যেন। বাবা আগেই প্রয়াত। এখন বৃদ্ধা মা আর এক বোন রয়েছে; তাঁদের জীবন দাঁড়িয়ে গেছে এক অনিশ্চয়তার মুখে। এখন পরিবার জানতে চাইছে;কে দেবে তাঁদের এই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ? কেবল কয়েক হাজার টাকার সরকারি আর্থিক অনুদান কি সত্যেনের জীবনের মূল্য বহন করতে পারে? মেলা মানে শুধু রঙের খেলা, পটচিত্র, হস্তশিল্প বা খাদ্যের পসরা নয়। তা একত্র করে আনে মানুষকে;সমাজকে। কিন্তু সেই সমাজ যদি মানুষের প্রাণ রক্ষায় দায়শূন্য হয়, তবে এমন উৎসব কেবল বিপদের দিকেই এগিয়ে যাবে। প্রতিটি মেলায় ভিড় ব্যবস্থাপনা, অস্থায়ী কাঠামোর দৃঢ়তা, বিদ্যুৎ সংযোগ, জরুরি চিকিৎসা সহ আরও অনেক বিষয়েই কঠোর নিয়ম থাকা দরকার। কিন্তু আজ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব নিয়ম কেবল প্রশাসনিক রিপোর্টে রয়ে যায়। মাঠে নামলে চোখে পড়ে ব্যারিকেড ছাড়া গর্ত, খুঁটি বা উঁচু-পাটা মঞ্চ;যা বড়সড় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। সত্যেনের এই মৃত্যু আর একটি পরিসংখ্যান হয়ে যাবে যদি আমরা শিক্ষা না নিই। সে কেবল একটি নাম নয়;সে এক প্রতীক। প্রতীক এই সমাজের অসচেতনতা, উপেক্ষা আর দায়হীনতার। যে মেলায় গিয়ে মানুষ আনন্দ খোঁজে, সেখানে গিয়ে যদি প্রাণ হারানোর শঙ্কা থাকে, তাহলে আমাদের সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলেই ধরে নিতে হয়। সত্যেনের মৃত্যু মেলায় নয়, মৃত্যু ঘটেছে অব্যবস্থার। কোনও জোতা হঠাৎ উড়ে এসে তাঁকে আঘাত করেনি। সেটি ছিল সেখানে দিনের পর দিন, চোখের সামনে;তবু কেউ দেখেনি। সেই না-দেখাই আজ প্রাণ কাড়ল। এই মৃত্যুকে যেন আমরা না ভুলে যাই। আর যেন কেউ 'অলক্ষ্য' কোনও মৃত্যুর শিকার না হন;সেই প্রার্থনা ও সচেতনতার বার্তা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। একজন সত্যেনের মৃত্যুর পিছনে লুকিয়ে আছে আমাদের সবার ব্যর্থতা। এখন সময় দায়িত্ব নেওয়ার। নয়তো এমন মেলা, উৎসবের ছায়ায় বারবার হারিয়ে যাবে নিরীহ প্রাণ; যার দায় কেউই নেবে না।

উড়ন্ত রহস্য সাহিত্যে 'অজ্ঞাত বস্তু' নিয়ে সত্যজিৎ রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের বৈজ্ঞানিক কল্পনার ঝলক

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে 'অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু' বা UFO-কে কেন্দ্র করে নানা আলোচনা ও বিতর্ক মাথাচাড়া দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীরা এখন এই রহস্যময় বস্তুগুলিকে বাস্তবিক ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করছেন, যা একসময়ে নিছক কল্পবিজ্ঞান বলে উড়িয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু আজ যখন বিশ্বজুড়ে UFO-কে ঘিরে গবেষণা, সন্দেহ এবং স্বীকৃতির স্রোত বইছে, তখন ফিরে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের দুই মহান কল্পবিজ্ঞানীর দিকে; সত্যজিৎ রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। বহু আগেই তাঁদের লেখনীতে উঠে এসেছিল এই 'অজানা' পৃথিবীর ছায়া। তাঁদের রচনায় UFO বা তার নিকটবর্তী ধারণাগুলির উল্লেখ নিছক চমকপ্রদ নয়, বরং তা বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা ও মানবজাতির সম্ভাব্য ভবিষ্যতের এক সূক্ষ্ম সাহিত্যিক ব্যাখ্যা। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম একেবারে অগ্রগণ্য। তাঁর সৃষ্টি 'ঘনাদা' চরিত্র আজও পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয়। যদিও 'ঘনাদা' অনেক সময়েই রহস্য বা অলীক কল্পনার আবরণে মজার গল্প বলেন, তবু তাঁর বক্তব্যে ধরা পড়ে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সম্ভাবনার পরিচয়। অমৌলিক রহস্যদ, 'অমৌলিক বস্তু', 'ত্রিকোণ রহস্য', 'নকল মানুষ'; এসব গল্পে ঘনাদার মুখে UFO-এর মতো রহস্যময় ঘটনা, গ্রহান্তরের প্রাণী বা ভিনগ্রহের যন্ত্রের উপস্থিতি যেন অবচেতনে ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র UFO-কে সরাসরি কখনও না বললেও তাঁর গল্পগুলিতে যে মহাবিশ্বের অজানা রহস্য ও বুদ্ধিমান ভিনগ্রহের প্রাণীদের নিয়ে চিন্তা ছিল, তা স্পষ্ট। 'সৃজনশীল বিজ্ঞান' এবং 'কাল্পনিক যুক্তি'; এই দুইয়ের মিশ্রণে তিনি এমন এক সাহিত্যের ভিত্তি তৈরি করেন, যেখানে UFO-র মতো বিষয় আজও প্রাসঙ্গিক। সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান রচনার কথা বললে প্রথমেই উঠে আসে তাঁর অমর সৃষ্টি 'প্রফেসর শঙ্কু'। এই চরিত্রের মাধ্যমে তিনি পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন উচ্চমাত্রার প্রযুক্তি, ভিনগ্রহের সভ্যতা এবং কখনও কখনও UFO-র মতো বস্তুর সঙ্গে। 'প্রফেসর শঙ্কু ও UFO', 'প্রফেসর শঙ্কুর হিপনোটিসম', 'কোম্পিউটারের ভয়', 'তিয়াসি গ্রহের মানুষ'; এইসব রচনায় সত্যজিৎ ভিনগ্রহবাসীদের উপস্থিতিকে কেবল 'কল্পনার ফ্যান্টাসি' হিসেবে দেখেননি। বরং বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, 'প্রফেসর শঙ্কু ও UFO' গল্পে স্পষ্টভাবে একটি অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু ও তার ভিনগ্রহীয় উৎস নিয়ে শঙ্কুর বিশ্লেষণ ফুটে ওঠে। গল্পের চরিত্রেরা UFO দেখছে, তার কার্যপ্রণালি বুঝতে চাইছে, এবং তাকে কেন্দ্র করে রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছে। এ যেন একদিক থেকে সেই বাস্তব পর্যালোচনারই সাহিত্যিক প্রতিফলন, যা আজ আন্তর্জাতিক মহলে আলোচিত। যখন আজ আন্তর্জাতিক স্তরে সরকারি সংস্থা বা প্রতিরক্ষা বিভাগ UFO নিয়ে গবেষণায় মনোযোগী হচ্ছে, তখন ফিরে দেখা দরকার সাহিত্যের সেই সব ধ্যান-ধারণাকে, যেগুলি বহু আগেই এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মহাজাগতিক চিন্তার উন্মেষ দেখা যায়। যেখানে মানুষ কেবল পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নেই, সে উন্মুক্ত মহাবিশ্বে বিচরণ করতে চায়, জানতে চায়;একা কি আমরা? সত্যজিৎ রায় সেই চিন্তাকে আরও পরিণত স্তরে নিয়ে যান। তাঁর গল্পের ভাষা, তথ্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাঠকদের শুধু মুগ্ধ করে না, বরং জ্ঞানের খোরাকও জোগায়। বিজ্ঞান যখন কল্পনায় জায়গা করে নেয়, তখনই জন্ম নেয় কল্পবিজ্ঞান। কিন্তু তা যদি হয় তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী, তবে সেই সাহিত্য শুধু গল্প নয়, সময়ের দলিল হয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সত্যজিৎ রায় সেইরকম সাহিত্য নির্মাতা, যাঁরা UFO-র মতো রহস্যকে সাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছিলেন বহু আগেই। যখন সংবাদপত্রে UFO দেখা যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিংবা সামরিক গোয়েন্দারা 'অজ্ঞাত বস্তু'র উৎস খুঁজছেন, তখন বাঙালি পাঠকের মনে পড়ে যাচ্ছে ঘনাদা বা প্রফেসর শঙ্কুর সেইসব অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা। এ প্রশ্ন অবান্তর নয় যে, সাহিত্যের কল্পনা কখনও বাস্তব বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায় কি না। যখন ভিনগ্রহের প্রাণীর বাস্তবতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণায় ব্যস্ত, তখন বাংলা সাহিত্য তার প্রাথমিক ছায়াচিত্র অনেক আগেই তুলে ধরেছিল। সত্যজিৎ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় ধরা পড়েছে মানুষের অসীম কৌতূহল, বিস্ময়, জ্ঞানের অনন্ত অন্বেষণ। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বিনোদনের জন্য ছিল না, বরং তাতে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানচর্চার আগ্রহ ও দৃষ্টিকোন স্পষ্ট হয়েছিল। তাই আজ ডচ্চঞ্জ-কে ঘিরে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হচ্ছে, তা শুধুই গবেষণাগারের নয়;তার একটি ভাগ রয়েছে সাহিত্যের পাতায়ও। আর সেই পাতায় বারবার ফিরে আসে সত্যজিতের বিজ্ঞানী শঙ্কু, কিংবা ঘনাদার সেই রহস্যময় ভ্রমণকাহিনি।

এক গোটা বিমানবন্দরের দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়র!

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৬ জুলাইঃ এয়ারপোর্টেরও জমি দখলের অভিযোগ। বিমানবন্দর তৈরি হওয়ার জমিতেও চোখ পড়েছে প্রোমোটারের। আবার সেই বিমানবন্দরে নজরদারির দায়িত্বে এক সিভিক ভলান্টিয়র। মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তের দাবি তুলে চিঠি দিলেন সাংসদ ইশা খান। অন্যদিকে উত্তর মালদহে নতুন এয়ারপোর্ট গড়ে তোলার গ্রিন সিগন্যাল। পরিত্যক্ত বিমানবন্দর নিয়ে একই অভিযোগ তুলে পরিত্যক্ত এয়ারপোর্ট বাতিল করে নতুন এয়ারপোর্ট করার প্রস্তাব আরও এক সাংসদের। যে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাবিত ১২০টি বিমানবন্দরের মধ্যে একটি মালদহে হওয়ার সম্ভাবনা। শীঘ্রই মালদায় জমি পরিদর্শনে আসছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো! মালদহ বিমানবন্দর দীর্ঘদিন ধরেই পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। এই বিমান বন্দর থেকেই নাকি প্লেন উড়বে! রাজ্য সরকার বিনা মূল্যে এই বিমানবন্দরের ১৪১ একর জায়গা ২০১৭ সালে কেন্দ্রের কাছ থেকে ৩০ বছরের জন্যে লিজ নেয়। উদ্দেশ্য রাজ্যের উদ্যোগে বিমান ওড়ানো এবং এয়ারপোর্টের দেখাশোনা করা। নিয়মিত এর জন্যে বহু কোটি টাকাও এসেছে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের কাছে। অভিযোগ প্রমোটারদের থাবা

বসতে চলেছে বিমানবন্দরের জমিতে। চারপাশে হাইরাইজ বিল্ডিং হয়েছে। এয়ারপোর্টের দফতরে জঙ্গল আবর্জনা। আর অন্যদিকে রানওয়েতে চড়ছে গরুর পাল। একটি সংবাদমাধ্যমের খবরের জেরে বিমানবন্দরের বাইরে থেকে ভেতরে সাধারণেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সেই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। একটি মাত্র সিভিকের দায়িত্বে গোটা বিমানবন্দর। তবে পেছন থেকে ঢুকে পড়ছে গরু, ছাগল, মানুষ। সকলেই। প্রধান গেটের বাইরে একজন সিভিক বসে সাংবাদিকদের বলছেন, ভেতরে যাওয়া নিষেধ। অভিযোগ উঠছে, এ অবৈধ কাজ, জমি দখল। একইসঙ্গে বিমান ওড়ানোর ভাঁওতা দিয়ে কেন্দ্রের টাকা লুঠ চলছে বলে অভিযোগ উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর। প্রায় একই অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ দক্ষিণ মালদহে সাংসদ ইসা খান চৌধুরী চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উত্তর জানতে চেয়েছেন এবং বিমানবন্দরে এই অবস্থার দায় রাজ্যের ওপর চাপিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। অন্যদিকে, খগেন মুর্মু ভারতীয় নগর বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন মালদহে বিশেষ করে ওল্ড মালদহ বা গাজোলে একটা বিমান বন্দর করার। যার সবুজ সঙ্কেত মিলেছে কেন্দ্রের তরফে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেছেন সাংসদ-সহ তাঁর প্রতিনিধি দল। সূত্রের খবর, নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রের একটি প্রতিনিধি দল, যাঁর মধ্যে থাকবেন বিমানবন্দর অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরাও। দক্ষিণ মালদহের সাংসদ ইশা খানের বক্তব্য, ‘‘২০১৬ সালে জমি এক্সটেনশনের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। একটা মৌ, ল্যান্ড এক্সটেনশন লিজ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র রাজ্যকে দিয়েছে। ৩০ বছরের জন্য। কিন্তু ওই জমির কী হল? ৯ বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার কী করছে?’’ জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন চৈতালি সরকার বলেন, ‘‘এখন এই বিমানবন্দরে যথেষ্ট পাহারাদার থাকে। এখন লোকজন ঢোকা বন্ধ করা হয়েছে। আপাতত সেই পরিকাঠামো রয়েছে, যে বিমান চলাচল করতে পারে। তবে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এখান থেকে ১৫ কোটি টাকার একটা প্রস্তাব গিয়েছে।’’

ধর্ষণের অভিযোগের পরেও জামিন! জেল থেকে বেরিয়েই ফের ধর্ষণের হুমকি গৃহবধূকে

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৬ জুলাইঃ ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতারও করেছিল পুলিশ। জামিনে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেই ফের ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। ভয়ে সিঁটিয়ে গৃহবধূ। মামলা প্রত্যাহার না করলে ফের ধর্ষণ করা হবে, গৃহবধূর অভিযোগ এই ভাষাতেই তাঁকে ফের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে অভিযুক্ত। হ্যাঁ, এমনই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানা এলাকায়। ভয়ে শেষ পর্যন্ত থানার দ্বারস্থ হন গৃহবধূ। শনিবার রাতে পুলিশকে তিনি গোটা ঘটনা খুলে বলেন। গৃহবধূ জানাচ্ছেন, গত মাসের ৮ তারিখ এক প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেতেই অ্যাকশন নেয় পুলিশ। কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। কিন্তু এদিকে ঘটে যায় অন্য ঘটনা। নির্যাতিতার মেডিকেল রিপোর্ট আদালতে জমা না পড়ায় জামিন পেয়ে যায় অভিযুক্ত। এমনটাই বলছেন নির্যাতিতা। নির্যাতিতার দাবি, জেল থেকে বেরিয়েই ফের স্বরূপ ধরেছে ওই যুবক। বারবার ফোন করতে থাকে। ফোন না ধরলে লোক পাঠিয়ে আবারও ধর্ষনের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্তের অভিমুখ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতা।

Tender Reference No: BAGHAR-II GP/ 15TH FC UNTIED/1095, Date: 04/07/2025
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of **Const of CC Road,** Name of fund: 15TH FC, UNTIED. Bid submission end date **15/07/2025 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **17/07/2025 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan**
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar, Purba-Bardhaman

Tender Reference No: BAGHAR-II GP/ 15TH FC TIED/1098, Date: 04/07/2025
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Installation of **Mini Submersible,** Name of fund: 15TH FC, TIED. Bid submission end date **15/07/2025 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **17/07/2025 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan**
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar, Purba-Bardhaman

Tender Reference No: BAGHAR-II GP/ 15TH FC TIED/1097, Date: 04/07/2025
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Installation of **Const of Covered Drain,** Name of fund: 15TH FC, TIED. Bid submission end date **15/07/2025 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **17/07/2025 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan**
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar, Purba-Bardhaman

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জের, বিজেপি নেতাকে ‘গণধোলাই’

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ জুলাইঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ! বিজেপির বুথ সভাপতিকে খুটিতে বেঁধে চলল মারধর। চলে চড় থাপ্পড়, বেপরোয়া মারধর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ ওই বিজেপি নেতাকে উদ্ধার করে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঘাটালের ইড়পালার যদুপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যদুপুরের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিমির মালিক নামে ওই ব্যক্তি। তিনি বিজেপির বুথ সভাপতি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর দুই সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের এলাকায় আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যেত। তা নিয়ে গ্রামবাসীরা আপত্তিও জানিয়েছিলেন। শনিবার রাতে তাঁদের দুজনকে আবারও একসঙ্গে শোনা যায়। অভিযোগ, তিমিরকে খুঁটিতে বেধে বেধড়ক মারধর করা হয়। খবর পেয়ে এলাকাবাসীর রোষ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে ঘাটাল থানার পুলিশ। জানা যায়, তিমিরের সঙ্গে ওই মহিলার সম্পর্ক, মাঝে আরও একজনের ব্যক্তির প্রবেশ ঘটে সেই পরে সেই সম্পর্কে তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাব হতেই সমস্যা দানা বাঁধে। সম্পর্কের অবনতি হয়। শনিবার রাতে তিমির মালিক মহিলার বাড়িতে যান এবং বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাঁদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় এই ঘটনায় তৃণমূল বিজেপি শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় বিজেপি নেতার বক্তব্য, ‘‘আমার এই ঘটনা জানা নেই। তবে আমাদের দল এই ধরনের ঘটনাকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, নিশ্চয়ই দল ব্যবস্থা নেবে।’’

স্কুল ব্যাগে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে ধৃত ৪ মহিলা সহ এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ জুলাইঃ আগে গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুর্গাপুর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে অনেকেই। তবে পাচারকারীদের দলে সে অর্থে মেয়েদের দেখা যায়নি, বলছেন তদন্তকারীরাই। শনিবার কোকওভেন থানা গাঁজা পাচারকারী হিসাবে গ্রেফতার করল ৪ মহিলাকে। মনে করা হচ্ছে পুলিশের নজর এড়াতে ছক বদলিয়ে গাঁজা পাচারে মেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। শনিবার দুর্গাপুর রেল স্টেশন থেকে বেরোতেই পুলিশ ৪ মহিলা ও এক যুবককে গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪০ কেজি গাঁজা। ধৃতদের রবিবার পুলিশি হেফাজত চেয়ে আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম দেবী দাস, সনাকা দাস, ঊষা মন্ডল, মিনতি ঘোষ ও আনন্দ চট্টোপাধ্যায়। ধৃতরা প্রত্যেকেই নদীয়া জেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ জন ওড়িশা থেকে ট্রেনে করে ঝাড়খন্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছিল। এরা দুর্গাপুর স্টেশনে নামে। তারপর দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ধরে বর্ধমান যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে স্কুল ব্যাগে করে আনছিল গাঁজা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোকওভেন থানার পুলিশ বাসস্ট্যান্ডে সাদা পোশাকে ওঁত পেতে বসেছিল। গাঁজা ভর্তি ব্যাগ সমেত দুর্গাপুর স্টেশন থেকে বের হতেই তাদের পাকড়াও করে পুলিশ। স্কুল ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে পড়ে গাঁজা। তাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় গাঁজা। রবিবার ধৃতদের আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হয়। ধৃত আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সহযোগী কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসসিএল-ইএনজিজি-৪৪-২০২৫, তারিখ: ০১-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডিইএন/V/লামডিং -এর অধীনে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম পৃষ্ঠের উন্নতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,১৮,৯৭,৪৪০.০১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,০৯,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ২৯-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জমিজমা নিয়ে গন্ডগোল, ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ মামাতো ভাইদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ৬ জুলাইঃ জমি বিবাদের জের। এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ

মামাতো ভাইদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য নদিয়ার কৃষ্ণনগর তেতিয়া পশ্চিমপাড়া এলাকায়। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম গনেশ সরকার (৪০)। মৃতের ভাই রঞ্জিত সরকারের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মামাতো ভাইদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ধরেই অশান্তি চলছিল। এদিন হঠাৎই দাদা গনেশ সরকারের উপর চড়াও হয় সুজন হালদার মন্টু হালদার ও আরও বেশ কয়েকজন। এরপর বেধড়ক মারধর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃতের পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে পুলিশ। অন্যদিকে রবিবার মৃতদেহ পাঠানো হয় ময়না তদন্তের জন্য। মৃতের এক আত্মীয় বলেন, ‘‘আমার মা খুব কষ্ট করে জমি কিনেছে। এখন ছোট মামা আমাদের উপরে ক্ষিপ্ত। ওই জমি হাতানোর চেষ্টা। গালিগালাজ করে। আজ কেস করি। তারপরই মামাতো ভাইরা আমাদের উপর অত্যাচার করে।’’

বাংলার এই জায়গায় সম্বন্ধ হলেই নাকি বিয়ে ভাঙে? কারণ জানলে চমকে উঠবেন

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা, ৬ জুলাইঃ এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা তো বটেই। তারপর আবার কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা। আর তার জন্য বেজায় সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসী। কেউ বলছেন

গ্রামের ছেলে মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে, কেউ আবার বলছে অভিশপ্ত গ্রাম। গ্রামীণ রাস্তার এমনই বেহাল ছবি ধরা পড়ল। তিন বছর ধরে বেহাল অবস্থা ছিলই, তার উপর কয়েকদিন আগে বন্যায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গিয়েছে শিলাবতী নদীর পাড় বরাবর গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ এক মাত্র রাস্তার দুই প্রান্ত। গ্রামের ভিতরের রাস্তাও বন্যায় ভেঙে তছনছ। প্রায় ৯০টির মত পরিবারের রাস্তা চলাচল হয়ে উঠেছে ঝুঁকিপূর্ণ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা দুই নম্বর ব্লকের বসনছোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত যদুপুর গ্রামের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই গ্রামে বাম আমল থেকে রাস্তার বেহাল দশা। বর্তমানে কাঁচা মাটির রাস্তায় পরিণত হয়েছে। রাস্তা মেরামতের জন্য কয়েক বছর ধরে একাধিক প্রশাসনের কাছে একাধিকবার জানিয়েও মেলেছে শুধু আশ্বাস। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমানে কয়েকদিন আগে বন্যায় একাধিক জাগায় জলের তোড়ে রাস্তা ভেঙে তছনছ। এখন গ্রামে চারচাকা তো দূর, মোটর বাইক নিয়ে প্রবেশ করাই ঝুঁকিপূর্ণ। কারও শরীর খারাপ হলে প্রায় দু’কিলোমিটার দূরে এসে চড়তে হয় গাড়ি। এমনি গ্রামের বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষজন। রাস্তার মেরামত না হওয়ায় গ্রামের মানুষজন কেউ বলছেন অভিশপ্ত গ্রাম, কেউবা বলছেন ছেলে মেয়েদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, বাড়ছে ক্ষোভ। সকলেই চাইছেন দ্রুত রাস্তা মেরামত। এ বিষয়ে চন্দ্রকোনা দু’নম্বর ব্লকের বিডিও উপল পাইক বলেন, ‘‘এবারের বন্যায় চন্দ্রকোনা দু’নম্বর ব্লকের বসনছোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। তবে দ্রুত রাস্তা সারানো হবে।’’ গ্রামবাসী সুধা কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এমন পরিস্থিতি যে যাতায়াতের উপায় নেই। বন্যার জলে থইথই করছে। গরিব মানুষ স্কুলে গিয়ে থাকছেন। হেঁটেও যাওয়া যায় না। গাড়িতেও যাওয়া যায় না।’’

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
REGD OFFICE: 113, PARK STREET, ‘N’ BLOCK, 2ND FLOOR, KOLKATA- 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the Thirty-Seventh (37th) Annual General Meeting of the Members of Century Extrusions Limited will be convened on **Friday, the 08th day of August, 2025 at 10:30 A.M.** Indian Standard Time (“IST”), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (“VC/OAVM”) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), to transact the business(es) as set out in the notice calling the AGM, without the physical presence of the Members at the AGM Venue. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 02nd day of August, 2025 to 08th day of August, 2025, (both days inclusive).
2. The Notice of the 37th AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the financial year ended 31st March, 2025 (“Annual Report”) will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the Company’s Registrar and Share Transfer Agent, namely CB Management Services (P) Ltd. (“RTA”) or with their respective Depository Participants (“Depository”), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 37th AGM of the Company through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (“VC/OAVM”) facility only. The instructions for joining the 37th AGM of the Company and the manner of participation in the remote electronic voting system or casting vote through the e-voting system during the 37th AGM of the Company will be provided in the Notice of the 37th AGM. Members participating through the (“VC/OAVM”) facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 37th AGM and the Annual Report of the company for the financial year ended 31st March, 2025 will also be available on website of the company, viz, **www.centuryextrusions.com** and the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at and, Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at **www.bseindia.com** respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing our remote electronic voting at **www.evotingindia.com**
3. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the company/Company’s RTA, can get the same registered and obtain notice of the 37th AGM of the company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2025 and/or login details for joining the 37th AGM of the Company through (“VC/OAVM”) facility including e-voting, by sending a scanned copy of the following documents by the email to the company’s RTA’s email id; **rta@cbmsl.com**
   a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and complete Address;
   b. Self - attested scanned copy of PAN Card;
   c. Self - attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card. Driving License, Voter Id Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company.
4. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participants.

The aforementioned information in being issued for the information and benefit of all the members of the company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

Place: Kolkata
Date: 07.07.2025

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary & Compliance Officer

স্ত্রীকে খুন করে সন্তানকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ জুলাইঃ বছর ছাব্বিশের প্রিয়াঙ্কা, স্বামী শ্রীকান্তর বয়স ৪৬! ২০ বছরের ব্যবধান। বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন কারণে স্বামীর সঙ্গে মতের মিল হত না স্ত্রীর। অশান্তি লেগেই থাকত। এরই মধ্যে এক পুত্রসন্তানের জন্মও দেন প্রিয়াঙ্কা। ছেলের বয়স ৯ বছর এখন! ছেলেও বড় হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তিও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে! শেষমেশ মর্মান্তিক ঘটনা। স্ত্রীর হাতের শিরা কেটে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পানিহাটি ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের আজাদিনগরে। ঘটনাস্থলে ঘোলা থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে য়না তদন্ত জন্য সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘোলা থানার পক্ষ থেকে বাড়িটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটির দাদা জানান, বোনের সাথে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল শ্রীকান্তর। তার জেরেই অনেকবার বোনকে মারধর করতেন বলে অভিযোগ। অশান্তির জেরে প্রিয়াঙ্কা বাবার বাড়িতেও চলে আসেন। পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, শ্রীকান্তর কাছে আর পাঠাবেন

না। কিন্তু প্রিয়াঙ্কার শ্বশুর আবার বুঝিয়ে সেই বাড়িতে পাঠান, আর তারপরই এই ঘটনা। যে বাড়িতে খুন হয়েছে সেই বাড়িটা দু বছর আগেই কিনেছিলেন শ্রীকান্ত। প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে সেই বাড়িতেই উঠেছিলেন। শ্রীকান্ত গাড়ি চালান। কষ্ট করে টাকা ধারদেনা করেই বাড়ি কিনেছিলেন। কিন্তু নতুন বাড়িতেও অশান্তি চলছিল। তারপর শনিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনা। অভিযোগ, মধ্যরাতে স্ত্রীকে খুন করে ৯ বছরের ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন শ্রীকান্ত। শিশুটিকে ফিরে পেতে চাইছেন প্রিয়াঙ্কার পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড
সিআইএন-এল১৭১১৪ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৮৯১৪৮
রেজি. অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪
সিটি অফিসঃ ৯/১ আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫/৬৭৮৮)/২৪৮৯ ৩৪৭২, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ইমেলঃ office@kesoramtextiles.in / ktmltext@gmail.com,
ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	বর্তমান তিন মাস সমাপ্তি ৩০-০৬-২০২৫	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্তি ৩১-০৩-২০২৫	পূর্ববর্তী বছরের ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট তিন মাস	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্তি ৩১-০৩-২০২৫
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	-	-		-
২	সময়ের জন্য নিট লাভ / ক্ষতি (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	(৪৪.৪০)	(১৭২.৯৪)	১৪০.৩২	(৪৭.৩৯)
৩	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৪৪.৪০)	(১৭২.৯৪)	১৪০.৩২	(৪৭.৩৯)
৪	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৪৪.৪০)	(১৭৪.২৩)	১৪০.৩২	(৪৮.৬৮)
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(৪১.৮০)	২,৪২৫.৭৫	১৪৩.১৯	২,৫৫৯.৯২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭	পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ	-	-	-	(১১৩.৭১)
৮	প্রতি শেয়ার আয় (ইপিএস) (বার্ষিক নয়) [প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ২ টাকা]				
	১. মৌলিক	(০.০৮)	(০.৩৩)	০.২৭	(০.০৯)
	২. মিশ্র	(০.০৮)	(০.৩৩)	০.২৭	(০.০৯)

মন্তব্যঃ

ক) উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in-এ পাওয়া যাবে।

খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সরৎ প্রিয়া পটযোশি
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৬৬২০২৯০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ই জুলাই, ২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/010/25-26/UTTARAN
Name of work **: Repairs to Uttaran passages at 77, 75, Kailash Bose Street, 123/2, A.P.C. Road, 120, A.P.C. Road and other Uttaran places in Ward No-27.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,99,727.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/E10/25-26/BUSTEE
Name of work **: Repairing of bustee latrine at Ganguly Lane and other places in Ward No-22 under Br-IV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,54,141.15.** Earnest Money **: Rs.3,200.00.** Period of Completion **: 35 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/12/25-26/R
Name of work **: Relaying of Kerb and Channel at different places in Ward No-28 under Borough-IV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,49,686.38.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/020/2025-2026/R
Name of work **: Improvement of road surface from 58/H/36 Kailash Bose Street to 58/H/3 Kailash Bose Street in Ward No-038.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,47,789.56.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 14.07.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4).** The tender will be opened on **: 16.07.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025 - 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The Executive Engineer (C)/Br-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/30/25-26/U
Name of work **: Improvement of Uttaran Passage beside 1, Kapali Bagan Qty and its surrounding in Ward-57.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,24,074.21.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.**

2. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/26/25-26/R
Name of work **: Repairing of road by laying Hot Mix at Mathur Babu Lane (Rail Bridge to Teri Masjid) and its surrounding in Ward-57.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.4,74,001.66.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.**

3. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/24/25-26/U
Name of work **: Development of Uttaran Passage at Hatipara and Dakhshini Junction and its surrounding in Ward-57.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.3,41,876.88.** Earnest Money **: Rs.6,900.00.**

4. NIT No. : KMC/EEC/VII/65/15/25-26/D
Name of work **: Restoration of passage (Disturbed by CESC) at 168/B, 168/H/1, 42, 220 Tiljala Road, 66/H/4, 49 Tiljala Masjid Bari Lane, B29C/H/3 Palm Avenue etc. in Ward-65.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,55,351.96.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.**

5. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/23/25-26/U
Name of work **: Construction of Latrine at Pagladanga Uttaran Area and its surrounding bustee in Ward-57.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.3,38,744.57.** Earnest Money **: Rs.6,800.00.** Period of Completion **: 60 Days (for Sl.No. 1 to 5).**

6. NIT No. : KMC/EEC/VII/64/8/25-26/U
Name of work **: Maintenance of Uttaran sewer system at 16, 22, 24 Bright STR, 70B Tiljala Road and its surroundings in Ward No-64.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,49,840.34.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

7. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/31/25-26/R
Name of work **: Maintenance of drainage system at Bose Pukur Road, R.K Chatterjee Road and its surrounding area in Ward No-67.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,99,414.50.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 90 Days (for Sl.No.6 & 7).**

8. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/29/25-26/D
Name of work **: Restoration of passage (Disturbed by W/S Deptt.) at 1/2A, 25F, Bedia Danga 2nd Lane and its surrounding in Ward-67.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,81,264.67.** Earnest Money **: Rs.5,700.00.**

9. NIT No. : KMC/EEC/VII/63/14/25-26/D
Name of work **: Restoration of road and footpath at a portion of Wood Street, S.P Sarani, Jawaharlal Nehru Road disturbed by CESC Ltd in Ward-63.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.4,06,168.13.** Earnest Money **: Rs.8,200.00.**

10. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/32/25-26/D
Name of work **: Repairing of passage at 12, 20, 23, Dharmatala Road, 111 Dr. G.S. Bose Road, 250 B.B. Chatterjee Road and its surrounding area in Ward-67.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,52,317.44.** Earnest Money **: Rs.5,100.00.**

11. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/50/25-26/R
Name of work **: Construction of PIT, Catch PIT at Seal Lane, Christopher Road and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,99,802.24.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

12. NIT No. : KMC/EEC/VII/59/11/25-26/R
Name of work **: Maintenance of footpath and other ancillary civil work at 18, 20 Gobra Road (Adjacent to Pavlov Hospital) in Ward-59.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,67,470.95.** Earnest Money **: Rs.5,400.00.** Period of Completion **: 45 Days (for Sl.No.8 to 12).** Last Date and Time of submission of Bid **: 16.07.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 to 12).** Tender will be opened on **18.07.2025 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 12).** The Bid forms and other details are available on and from **07.07.2025 at 6.55 p.m. (for Sl.No. 1 to 12)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 12).**

587 / 25-26

পেটপুজো

পুজোর আগে আরও নতুন কয়েকটি পরিষেবা চালু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে

পুজোর আগে আরও নতুন কয়েকটি পরিষেবা চালু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। সুকনা থেকে রংটং, কার্শিয়াং থেকে মহানদী ও কার্শিয়াং থেকে টুং নতুন এই তিন রুটে টয়ট্রেন চালু হবে বলে জানা গিয়েছে।

অনেকেই সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং দীর্ঘ পথ যেতে চান না। তাই এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবার অনেকের টয়ট্রেন চড়ার ইচ্ছা হলেও পাহা।ে যেতে পারেন না। তাই সুকনা থেকে রংটং টয়ট্রেন চালানো হবে। পুজোর সময় পর্যটকদের ঢল নামে। তাই এই পরিষেবাগুলো তাদের মন জয় করবে বলে আশাবাদী ডিএইচআর। শুক্রবার, টয়ট্রেনের ১৪৪তম জন্মদিনে এই ঘোষণা করা হয়।

৪ জুলাই ১৮৮১ সালে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথের নিস্তব্ধতা ভেঙে পাইনের জঙ্গল দিয়ে কু ঝিক ঝিক করতে করতে রওনা দেয় টয়ট্রেন। তখন অবশ্য শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল এই ঐতিহাসিক টয়ট্রেন। সেই ঐতিহ্যকে স্মরণে রাখতে এই প্রথমবার সুকনায় 'টয়ট্রেন দিবস' উদযাপিত হয়। নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ির সুকনা স্টেশনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় এই দিনটি। সকাল থেকেই চিত্র প্রদর্শনী ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্টেশন চত্বর জমজমাট হয়ে ওঠে। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে। তাদের টয়ট্রেনেও চা।নো হয়। তবে শুধু শিশুরাই নয়, শতাধিক চিত্রশিল্পীও তাঁদের তুলি আর রঙে ফুটিয়ে তোলেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের গৌরবগাথা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এক ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেন, যেখানে দর্শনার্থীরা ফটো সেশন ও সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে উপভোগ করেন ট্রেন যাত্রার আনন্দ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর চন্দনকুমার রায়, স্টেশন ম্যানেজার ও নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরই এই দিনটি আরও বড় পরিসরে উদযাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। টয় ট্রেনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন উপস্থিত অতিথিরা। চন্দন কুমার রায় বলেন, টয়ট্রেনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই আমরা নানা পদক্ষেপ নিচ্ছি। শান্ত প্রকৃতি যেন সবুজ চাদরের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। কালিম্পংয়ের দোবান উপত্যকাই নীরবতাই যেন আট থেকে আশির আকর্ষণের কারণ। তাই শীতের শেষবেলায় পর্যটকের ভিড়ে ঠাসা দোবান।নেপালি ভাষায় 'দো মানে দুই। আর 'বান শব্দের অর্থ বন্ধন। রংপো এবং ঋষি নদীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই উপত্যকা। কালিম্পং মহকুমায় অন্তর্গত দোবান। তবে পূর্ব সিকিম হয়েই এখানে যেতে হয়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে শান্তির আশ্রয়ে যাঁরা থাকতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ এই অফবিট ডেস্টিনেশন।

পুজোয় আসুন সবুজে ঘেরা হোম স্টে-তেই হাই স্পিড ইন্টারনেটে ইয়াকটেন গ্রামে

প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পর্যটনের বিকাশ হচ্ছে। সিকিমের মুকুটে নতুন পালক লেগেছে। ভারতের প্রথম 'ডিজিটাল নোমাড ভিলেজ' পাকিয়ং জেলার ইয়াকটেন গ্রাম। সিকিম রাজ্য সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে ইয়াকটেন গ্রামকে পর্যটনের মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে মিলবে উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিষেবা এবং পরিবেশবান্ধব হোম স্টে। স্বভাবতই ফ্রিল্যান্সার, ইউটিউবার-সহ ডিজিটাল যুগের পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চলেছে ইয়াকটেন। সিকিমের বিভিন্ন স্থানীয় খাবার, প্রজাপতির সংসার, বনে হাঁটা পথ, অর্কিড বাগান, হিমালয়ের পাখি, মাঠ এবং হিমালয়ের মনোরম দৃশ্য ইয়াকটেনকে মনোরম করে তুলেছে।

সিকিম রাজ্য পর্যটনের উপদেষ্টা রাজ বসু বলেন, ডিজিটাল নোমাড ভিলেজ-এর পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য পর্যটকদের দীর্ঘ সময় ইয়াকটেন গ্রামে থাকতে উৎসাহিত করা। এর ফলে একদিকে পর্যটকরা যেমন পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাবেন অন্যদিকে স্থানীয় .অর্থনীতিও লাভবান হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

সকিম পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্যাংটক ৩২ কিলোমিটার দূরে পূর্ব সিকিমের পকিয়ং জেলার পাহাড়ি গ্রাম ইয়াকটেন এমনিতেই প্রকৃতিপ্রেমী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। এখানকার সবুজ জঙ্গল, অর্কিড, প্রজাপতি, পাখি দেখার জন্য মরশুমে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড় থাকে। এখন গ্রামটি আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ' নোমাড ভিলেজ'-এ পাল্টে যাওয়ায়। 'ডিজিটাল নোমাড ভিলেজ'-এর বাংলা আভিধানিক অর্থ ' যাযাবর গ্রাম'। পর্যটকরা ওই গ্রামের আনাচে-কানাচেতে থেকেও উচ্চ গতির ইঃটারনেট পরিষেবা পাবেন। ল্যাপটপ অথবা ফোন চালিয়ে সহজে তৈরি করে নিতে পারবেন রিল, ডকুমেঃটরি সহ আরও অনেক কিছুই। তাই গ্রামটি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। মূলত আধুনিক প্রজন্মের পর্যটকদের পছ্ঃদের কথা মাথায় রেখেই গ্রামটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে থাকতে হবে সবুজের মাঝে পরিবেশ-বান্ধব হোম স্টে-তে। সিকিম প্রশাসনের এক কর্তা জানান, বিলাসিতা নয়। 'ডিজিটাল নোমাড ভিলেজ'-এ মিলবে পাহাড়ি সৌন্দর্যের নান্দনিকতা। গ্রামীণ জনজীবনের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ। পর্যটকরা সিকিমের জাতিগত খাবার সহ ঘরে তৈরি খাবার পাবেন। উপভোগ করবেন বাহারি প্রজাপতির বসতি, পাইন-ফারের জঙ্গল পথে হাঁটার রোমাঞ্চ, অর্কিড বাগান, হিমালয .পাখি, মাঠ এবং হিমালয়ের মনোরম দৃশ্য। গ্রামটি ঝান্ডিদারা ভিউপয়েন্টের খুবই কাছে। এখান থেকে ট্রেকিং করে ঝান্ডিদারায় পৌঁছানো যায়। সেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সুযোগ মিলবে। রাজ বসু বলেন, সিকিমের পর্যটন মানচিত্র আরও বৈচিত্র্যময় করার জন্যই এই উদ্যোগ।

পুজোয় টানা ছুটিতে ভ্রমণপিপাসু বাঙালির ডেস্টিনেশন দিঘা

পুজোয় চার-পাঁচ দিনের টানা ছুটিতে দিঘায় চলুন ঘুরে আসি। এবারে পুজোয় রেকর্ড ভিড় হবে সমুদ্র সৈকত দিঘায়। পিছিয়ে নেই এই সার্কিটের মন্দারমণি, তাজপুরও।

টানা চারদিনের ছুটিতে দারুণ ব্যবসা হয় বলে দাবি হোটেল ব্যবসায়ীদের। জগন্নাথ মন্দির দেখতেও ভিড় হয়। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই একদল পর্যটক হইহই করে নেমে পড়েছন সমুদ্রস্নানে। আরেকদল সারি দিয়ে দাঁড়াবেন জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। সামাল দিতে হিমশিম খেতে হবে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের।

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার আশা শিকেয় তুলে রাতারাতি নজর ঘুরিয়েছেন নিজের রাজ্যের পর্যটনের দিকে। দার্জিলিং, সিকিম যাওয়া মানে কম করে এক সপ্তাহের পরিকল্পনা। কিন্তু দেশের এই আবহে টানা বাইরে থাকাটা ঠিক মনে করছেন না অনেকেই। তাই পাহা। থেকে দ্রুত নামছেন পর্যকরা। ছুটিতে দু'-তিনদিনের জন্য নজরে তাই দিঘা। এখন জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দিঘা শুধু বেড়ানোর জায়গায় নেই, তীর্থক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। ৩০ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়িতে শুরু করে। শুরুর দিকে পর্যটকদের আগ্রহ ছিল নতুনভাবে তৈরি হওয়া মন্দির দর্শনে। এখন নিত্যপুজো দেওয়ার জন্য সকাল থেকে চোখে প।ছে লম্বা লাইন। মন্দির সংলগ্ন ধুম পড়ে গিয়েছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পুজোর দায়িত্বে থাকা ইসকনের কলকাতা শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস বলছেন, শেষ চারদিনে ৫লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী দিঘায় জগন্নাথ দর্শন

করেছেন। এখনও পর্যন্ত একটাই ভোগের দোকান থাকায় দর্শনার্থীদের সমস্যা হচ্ছে। তবে ওঁরা অন্য দোকান থেকেও ফল-মিষ্টি কিনে এনে ভোগ দিতে পারেন। এখনও পুরো ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। একটু সময় লাগবে। তারপরেই সমস্যাগুলো মিটে যাবে। দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, এমনিতেই সপ্তাহান্তে ভিড় বাড়ে দিঘায়। তবে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নিরাপদ দিঘা এবং মন্দারমণির সৈকতে পর্যটকদের ব্যাপক ভিড হয়েছে। হোটেল হাউসফুল হয়েছে। তবে এই ব্যাপক ভিড়ের পিছনে জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্য রয়েছে। জগন্নাথ প্রভুর কৃপায় দিঘার ব্যবসায়ীরা খুশি। মন্দারমণির এক হোটেলের মালিক জানালেন, দীর্ঘ কয়েক বছর পরে গরমের ছুটিতে মঃ দারমণিতে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছিল। গরম কিছুটা কম হলে হয়তো সেই ভিড় আরও বেশি হত। পুজোয় সেইটা পুশিয়ে দেবে। সেই রকমই ভাবা হচ্ছে।।

ট্রাম্পকে রুখতে নতুন রাজনৈতিক দল গড়লেন মাস্ক

৬ জুলাই ঃ আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এবার কাজে করে দেখালেন। আমেরিকার মানুষকে স্বাধীনতা দিতে নতুন রাজনৈতিক দল গড়লেন এলন মাস্ক। নতুন দল গড়ে .নিজের প্রাক্তন ' ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তোপ দাগলেন ধনকুবের। সাফ জানালেন, আমেরিকায় একদলীয় ব্যবস্থা চলছে। সেটা নির্মূল করতেই নতুন পার্টি' গঠন করলেন তিনি। ট্রাম্প এবং মাস্কের সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত ' বিগ বিউটিফুল বিল'কে কেন্দ্র করে। যে বিলের উদ্দেশ্য কর ও সরকারের ব্যয় সংকোচ। শুরু থেকেই এই বিলের ঘোর বিরোধী এলন মাস্ক। গত সোমবার মার্কিন সেনেটে আলোচনা হয় এই বিল। এর পরই সুর চড়িয়ে টেসলা কর্তা জানান, এই বিল পাশ হলে মার্কিন রাজনীতিতে এক নতুন দল খুলবেন তিনি। তাঁর কথায়, ' বিল পাশ হওয়ার পর দিনই 'নতুন পার্টি' তৈরি হবে। যাতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকাবনের বাইরে দেশের মানুষ বিকল্প দলের মাধ্যমে তাঁদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান।'ত বৃহস্পতিবার মার্কিন কংগ্রেসে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর পাশ হয় বিতর্কিত বিলটি। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসেই বিলে সই করে আইনের মর্যাদা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ওয়ান বিগ বিউটিফুল আইন প্রণয়নের পরদিনই পূর্বঘোষণা মতো নিজের দল গঠনের কথা জানালেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি। এক্স হ্যান্ডেলে মাস্ক লেখেন, ' আর ঘুষের কারণ আমাদের দেশকে দেউলিয়া করা হচ্ছে। দেশে গণতন্ত্র নেই, একদলীয় শাসন চলছে। তাই আজ আমেরিকা পার্টি তৈরি হল যেন আপনাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে পারি।'বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিলটি কার্যকর হলে আমেরিকার ঋণের অঙ্ক বাড়বে, জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি ধাক্কা খাবে। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞদের আরও মত, নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিমার জন্য ট্রাম্প সরকার যে খরচ করে, সেই বরাদ্দতেও কাটছাঁট করা হবে। ফলে স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা হারাতে পারেন নাগরিকদের একটা বড় অংশ। প্রথম থেকেই এই বিলের বিরুদ্ধে সুর চ।য়িছিলেন মাস্ক। ট্রাম্পের তৈরি করা দপ্তর থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। একসময়ের বন্ধু থেকে এবার সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে গেলেন মাস্ক।

ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি বৈঠকে বসতে রাজি হামাসঃ ট্রাম্প

৬ জুলাইঃ আমেরিকার দাবি অনুযায়ী গাজায় ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে আগেই রাজি হয়েছে ইজরায়েল, এবার যুদ্ধবিরতি বৈঠকে রাজি হল প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসও। শনিবার এই সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেন সংবাদিকরা। উত্তরে ধনকুবের প্রেসিডেন্ট বললেন, সুখবর। গাজা নিয়ে কিছু একটা করতেই হবে।

উল্লেখ্য, সোমবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওয়াশিংটন সফর। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ঠিক তার আগে যুদ্ধবিরতি আলাপ আলোচনায় রাজি হল হামাস। এএফপি-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, প্যালেস্টাইনের অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেই তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে। এক বিবৃতিতে হামাসের তরফে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতির খসড়া প্রস্তাব নিয়ে ' এবং আন্তরিকভাবে' আলোচনায় বসতে রাজি আছে তারা।

হামাসের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে ইসলামিক জিহাদও। তবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরে ইজরায়েল যে নতুন করে আক্রমণ করবে না, এই বিষয়ে ' চেয়েছে তারা। এদিকে সাংবাদিকদের কাছ থেকে হামাসের যুদ্ধবিরতি আলোচনায় সম্মতির বিষয়টি জানতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, সুখবর। তবে আমাকে এখনও এই বিষয়ে জানানো হয়নি। কিন্তু গাজা নিয়ে কিছু একটা করতেই হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলায় ১২০০ মানুষের মৃত্যু ও ২৫০ জনকে পণবঃিদ করার পর প্রত্যাঘাত শুরু করে ইজরায়েল। গত দুই বছর ধরে চলা এই ভয়ংকর যুদ্ধে গাজা যখন কার্যত জনমানব শূন্য হয়ে উঠেছে। হামাসের

অভিযোগ শুরু থেকে এই হামলায় ইজরায়েলকে মদত দিয়ে আসছে আমেরিকা। লাগাতার হামলায় গাজায় মৃত্যু হয়েছে অন্তর ৫৮ হাজার মানুষের। বীভস গাজায় খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুদার্থদের উপর হামলা ও মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। যার জেরে সম্প্রতি তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের প্রধান আন্তেনিও গুতেরেস। তাঁর বক্তব্য, খাবারের বদলে গাজায় মৃত্যু বিলি করছে আমেরিকা। তিনি বলেন, গাজায় ত্রাণ পৌঁছনোর যে প্রক্রিয়া চলছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর মাধ্যমে সাধারন মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। যখন কোনও ব্যক্তি তাঁর পরিবারের খিদে মেটাতে খাবারের লাইনে দাঁড়াচ্ছেন তাদের হত্যা করা হচ্ছে। খাদ্য বিতরণের অর্থ কখনও হত্যাযজ্ঞ হতে পারে না। ব্যাপক আন্তর্জাতিক চাপের মাঝে এবার গাজায় শান্তির দূত হয়ে ওঠার চেষ্টায় আমেরিকা। ন গাজা ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে মঙ্গলবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইজরায়েল ৬০ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে। হামাসকেও এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তাঁর বার্তা, ' না মানলে ফল ভয়াবহ হবে'।মঙ্গলবার ট্রুথ সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই ঘোষণা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, ' যুদ্ধ থামাতে আমার প্রতিনিধিরা ইজরায়েলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ ও সদর্থক আলোচনা করেছেন। ইজরায়েল ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির পক্ষে যাবতীয় শর্ত স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই যুদ্ধ স্থায়ীভাবে শেষ করতে যাবতীয় পদক্ষেপ করছি।'

৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন গুয়াহাটির রুক্মিণীগাঁও উড়ালপুল

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই ঃ আজ ৬ জুলাই গুয়াহাটি মহানগরের জিএস রোডের রুক্মিণীগাঁওয়ে নবনির্মিত উড়ালপুল জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য দিয়েছেন গুয়াহাটি মেট্রো ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, আনুমানিক ১১১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৬৫০ মিটার দীর্ঘ রুক্মিণীগাঁও উড়ালপুলের কাজ শুরু হয়েছিল গত বছর ২০২৪ সালের অক্টোবরে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করে মাত্র নয় মাসে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই উড়ালপুলের মূল নির্মাণব্যয় ধার্য ছিল ৮৮ কোটি টাকা। এছাড়া অতিরিক্ত ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক কাজকে যুক্ত করে এর খরচ বেড়েছে। রুক্মিণীগাঁওয়ের উড়ালপুল উদ্বোধন হওয়ার ফলে গুয়াহাটি মহানগরীর তীব্র যানজটের সমস্যা কিছু হলেও সমাধান হবে বলে মনে করছে মেট্রো ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসন।

সুগম পরিচালনের জন্য ফকিরা গ্রাম ইয়ার্ড আধুনিকীকরণ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ৬জুলাই ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে ২জুলাই ২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ফকিরাগ্রাম (এফকেএম) স্টেশনে বহুল প্রত্যাশিত এবং প্রভাবশালী ইয়র্ড লেআউট সংশোধন সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পটি ইয়ার্ডলেআউটকে সর্বোত্তম করার জন্য, উন্নতমানের পরিচালন দক্ষতা এবং সুগম ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য শুরু করা হয়েছিল। অনুকরণীয় নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের টিম প্যানেল ইন্টারলকিং (পিআই)সিস্টেমে জটিল পরিবর্তন গুলি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছে, যা মূলত ২০০৫-এ চালু হয়েছিল, এবং উৎকৃষ্টতার সাথে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করেছে। এই সাফল্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহনকে আরও উন্নত করার জন্য পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং নিরন্তর বৃদ্ধির উপর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অটল মনোযোগের প্রতিফলন ঘটায়।

যুদ্ধের পর বাঙ্কার থেকে মুক্তি! প্রথমবার প্রকাশ্যে খামেনেই

৬ জুলাই ঃ ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর প্রাণে বাঁচতে গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। অবশেষে সেই বাঙ্কার থেকে মুক্তি। যুদ্ধের পর প্রথমবার প্রকাশ্যে এলেন খামেনেই। তাঁকে দেখা মাত্রই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন তাঁর অনুগামীরা। শনিবার ইরানের টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক দৃশ্যে খামেনেইকে শিয়া মুসলিমদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে। চিরাচরিত কালো পোশাক এবং চোনা মেজাজে মঞ্চে উঠতেই জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেন তাঁর অনুগামীরা। হাততালির সঙ্গে দেওয়া হয় স্লোগানও। তবে প্রকাশ্যে আসার পর এদিন খামেনেই কোনও ভাষণ দেননি। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর আনুগামীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন।ন

শ্যামাপ্রসাদের জীবন ভারতের ঐক্যের জন্য উসর্গীকৃত ছিল ঃ যোগী

লখনউ, ৬ জুলাই ঃ জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার সকালে লখনউতে শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। পরে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী। রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম ৬ জুলাই, ১৯০১। মাত্র ৩৩ বছর বযসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হন। তিনি একজন মহান শিক্ষাবিদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময .তাঁর অবদান দেশ স্মরণ করে। তাঁর জীবন ভারতের ঐক্যের জন্য নিবেদিত ছিল। তিনি প্রথম নেহেরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, কারণ এর তোষণ নীতি ছিল। নেহেরু সরকার যখন জম্মু ও কাশ্মীরকে পৃথক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তখন তিনিই এর বিরুদ্ধে প্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীরকে মূলধারায় নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন।

স্বাধীনতা দিবসের পরদিনই রক্তাক্ত আমেরিকা,মৃত্যু হল এক শিশুর

৬ জুলাই ঃ স্বাধীনতা দিবসের পরদিনই রক্তাক্ত আমেরিকার ইন্ডিয়ানাপলিস শহর। বন্দুকবাজের এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হল এক শিশু-সহ অন্তত দু'জনের। আহত হয়েছেন ছ'জন। তবে হামলাকারীকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। শনিবার ইন্ডিয়ানাপলিসের এক জনবহুল এলাকায় হঠাই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে এক বন্দুকবাজ। গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন দু'জন। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় চারিদিকে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। মৃতদের মধ্যে একজন শিশু। পুলিশ আসার আগেই আততায়ী সেখান থেকে চম্পট দেয়। বন্দুকবাজের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, মর্মান্তিক একটি ঘটনা। মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। আহতদের মধ্যেও এক শিশু রয়েছে। হামলা চালানোর পরই অভিযুক্ত সেখান থেকে চম্পট দেয়। আমরা তাঁর খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনার পরই গোটা এলাকা জুড়ে তল্লাশি চালানোর পর বেআইনি অস্ত্র-সহ মোট ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারও সঙ্গে অভিযুক্তর কোনও যোগ রয়েছে কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অভাবের তাড়নায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতি হবার চেষ্টা বৃদ্ধ দম্পত্তির

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৬ জুলাই ঃ এবার অভাবের তাড়নায় এক সঙ্গে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। বছর সত্তরের সন্ন্যাসী কর্মকার ও তাঁর স্ত্রী পযষট্টি বছরের ঝর্না কর্মকার শনিবার সন্ধ্যায় বারুইপুর স্টেশন চত্বরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বারুইপুর জিআরপি থেকে তাঁদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিযে যায়।চিকিৎসায় সন্ন্যাসী কিছুটা সুস্থ হলেও তাঁর স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কা জনক। সন্ন্যাসী জানান, তাঁদের বাড়ি ডায়মন্ড হারবারে।পরিবারে আর কেউ নেই। একসময় পাখার কারখানায় কাজ করতেন তিনি। কিন্তু লক ডাউনে সেই কাজটি চলে যায়। তারপর থেকে শুরু হয চরম অর্থকষ্ট। টাকার অভাবে রোজ খাওয়া জুটত না বলে জানান তিনি। নানা ভাবে চেষ্টা করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এই পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে একসঙ্গে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন দম্পতি। শনিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার থেকে ট্রেনে বারুইপুর আসেন। প্রায় সারাদিন বারুইপুর স্টেশনের চার নম্বরে প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে দেন। সন্ধ্যায় স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভারতীয়া রেলগেটের দিকে গিয়ে বিষ কিনে দুজনে খেয়ে ফেলেন। তারপর আবার চলে আসেন বারুইপুর প্ল্যাটফর্মে। সেখানে দুজনে অসুস্থ হয়ে পড়লে জিআরপি তে খবর দেন কয়েকজন। জিআরপি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জিন্দ- প্রোপার্টি ডিলার হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

জিন্দ, ৬ জুলাই ঃ সাফিদন এলাকার সরফাবাদ গ্রামে প্রোপার্টি ডিলার হত্যা মামলায় পলাতক মূল অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের নাম রাহুল। সরফাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। শনিবার সদর সাফিদন থানার আধিকারিক সুনীল কুমার বলেন, গত ৮ মে পুলিশ সাফিদন এলাকার সরফাবাদ গ্রামে একটি পশুর খোঁয়াড়ে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। ব্যক্তি নাম ২৮ বছর বয়সী পবন, সরফাবাদের বাসিন্দা। পবন প্রোপার্টি ডিলার হিসেবে কাজ করতেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত করার পর পুলিশ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুনসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে রক্তমাখা একটি বেলচা উদ্ধার করে। পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, রাহুলের স্ত্রী রিঙ্কিকে নিয়ে কয়েক মাস আগে রাহুল, সতীশ, সুজল, রাজ সিং-এর সঙ্গে পবনের বিরোধ ছিল। মামলাটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এই শত্রুতার জেরে রাহুল, সতীশ, সুজল এবং রাজ সিং, রাজবালা, পুষ্পা ৮ মে খামার থেকে ফেরার পথে পবন ওরফে মাক্কিকে উপর আক্রমণ করে। লাঠি, রড, বেলচা দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়। এরপর তার দেহ গরুর খোঁয়াড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এই খুনের মামলায় এবার রাহুলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সুজল এবং রিঙ্কিকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে বাসের ধাক্কায় মৃত ১

মুরৈনা , ৬ জুলাই ঃ মধ্যপ্রদেশের মুরৈনা জেলায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে ,গিরিরাজ পরিক্রমার পথে মথুরা যাচ্ছিলেন রাজবীর প্রজাপতি (৩৫)। জৌরার কাছে শনিবার দুপুরে এক বেপরোয়া যাত্রিবাহী বাস তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টা করে।

দক্ষিণ বারাশত মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির আনুষ্ঠানিক সূচনা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৬ জুলাই ঃ দক্ষিণ বারাশত সহ আশেপাশের এলাকার মানুষদের বহুদিনের দাবি ছিল দক্ষিণ বারাশত মহা শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা করা।জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক তথা দক্ষিণ বারাশতের বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে এ বিষয়ে সহযোগিতা চান এবং তার পরেই পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের সহাযতায় .২ কোটি ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার টাকা ব্যায়ে তৈরি হতে চলেছে দক্ষিণ বারাশতে মহা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি।রবিবার এই কাজের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।

Name Change

AI, Babul Hossain Mondal (Old Name) S/O–Nurul Hossain Mondal resident of Amiya Aprt, 32-506 M B Road, North Dumdum, Birati, North 24 Parganas, West Bengal, Pin- 700051 do hereby decrale that I have changed my name from Babul Hossain Mondal to Babul Hosen Mondal and henceforth I shall be known as Babul Hosen Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/07/2025 . My name Babul Hosen Mondal & Babul Hossain Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Khokan Rajoar (Old Name) S/O–Panchanan Rajoyar resident of Rampara, Dhowrapara, PS-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Khokan Rajoar to Khokan Rajoyar and henceforth I shall be known as Khokan Rajoyar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/07/2025 . My name Khokan Rajoyar & Khokan Rajoar both are same and one identical person.

Name Change

I, Srimanto Rajoar (Old Name) S/O–Khokan Rajoyar resident of Rampara, Dhowrapara, PS-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742189 do hereby decrale that I have changed my name from Srimanto Rajoar to Srimanta Rajwar and henceforth I shall be known as Srimanta Rajwar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/07/2025 . My name Srimanta Rajwar & Srimanto Rajoar both are same and one identical person.

Change of Name and D.O.B.

I, MORIUM KHATUN (Old Name) W/O SEKH HABIBAR RAHAMAN Residing at Vill - Swarupnagar, P.o&P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MARIYAM BIBI (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas vide affidavit no 5542/25 dated 03-07-2025. MORIUM KHATUN (Old Name) and MARIYAM BIBI (New Name) both are same and identical person also changed my date of birth from 07/05/1976 (school certificate) to 01/01/1975(Passport,Voter,Aadhar and Pan).

কুল্লুতে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবাহী গাড়ি, মৃত্যু ৪ জনের

কুল্লু, ৬ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশের কুল্লুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। রবিবারের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, সৌভাগ্যবশত একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। মানালির ডিএসপি কে ডি শর্মা রবিবার বলেছেন, কুল্লু জেলার রোহতাং পাসের রাহনিনালার কাছে একটি গাড়ি রাস্তা থেকে পিছলে খাদে পড়ে যাওয়ার পর চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গাড়িতে মোট পাঁচজন ছিলেন। একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে। মৃত ও আহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ময়নাগুড়ির গ্রামে বাইসনের তাণ্ডব, জখম পাঁচ জন

ময়নাগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ বাইসনের আতঙ্কে ভুগছেন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির সাপটিবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জনের উপরে হামলা চালিয়েছে এই বন্যপ্রাণী। তাতে জখম হয়েছেন অন্তত পাঁচ জন। তাঁদের মধ্যে তিন জনের আঘাত গুরুতর। বর্তমানে তাঁদের জলপাইগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। রবিবার ভোরে হঠাৎ জঙ্গল থেকে ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটিবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দু'টি বাইসন ঢুকে পড়ে। স্থানীয় লোকজন বাইসন দুটিকে দেখতে পেয়ে ভিড় জমাতে থাকে। হঠাৎ করেই লোকজনকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাইসন দু'টি। সেগুলি গ্রামবাসীদের দিকে তেড়ে আসে।

রেললাইনের উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

পাহাড়পুর, ৬ জুলাই ঃ পাহাড়পুর বড়ুয়াপাড়া রেল ব্রিজের নিচে লেগেই থাকে সব সময় জল গ্রাম বাসীদের অভিযোগ ছেলে মেয়েদের স্কুলে দিতে পারি না এই দিক দিয়ে, টোটো পাল্টি খায় স্কুলে নিয়ে গেলে বাচ্চাদের ব্রিজের নিচে এতটাই জল লেগে আছে গর্ত হয়ে গেছে জলের নিচে বড় বড় বাইক এক্সিডেন্ট করে টোটো পাল্টি খায় রেললাইনের উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হয়। প্রধান পঞ্চায়েত এসেছে কথা দিয়েছে কিন্তু মিলেনি কাজ প্রধানকে ফোন করা হলে ফোনে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। ফোন রিসিভ করে নাই।

লোকে বলছেন, এক হাটু জল দিয়ে হাঁটাচলা করতে হয, জল পড়ুক কিংবা না পড়ুক সব সময় লেগেই থাকে জল ব্রীজের নিচে বাড়াবারের কোন ব্যবস্থা নেই জল পাড়ানোর জন্য নালা আছে কিন্তু নালা জলেই আবার ব্রিজের নিচে চলে আসে ব্রিজের জল বাইরে যাওয়ার দূরের কথা উল্টা আবার নালা দিয়ে জল ঢোকে ব্রিজের ভেতরে।

মহুয়া মৈত্রকে কটাক্ষ রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৬ জুলাই ঃ বাংলার মানুষের জন্য আগামী ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ছিনিয়ে নেওয়া হবে গণতান্ত্রিক অধিকার। বিহারের পর এবার টার্গেট পশ্চিম বাংলা। আগামী দিনে ভয়ংকর পরিস্থিতি হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনে কয়েক কোটি নাম বাদের আশঙ্কা, বাংলায় এর প্রভাব পড়ার আগেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ বাতিলের আবেদনে মামলা মহুয়া মৈত্রের। রবিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে একুশের জুলাইয়ের প্রস্তুতি কর্মসূচিতে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়া মৈত্রের দাবী আগামী ২০২৬-এ নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে সাহায্য করে কিভাবে বাংলার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায় তার একটি বড় চক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য যে ১১ টি পন্থা নির্বাচন কমিশন চেয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন্ম সার্টিফিকেট। সেখানে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডের কোন মূল্য থাকছে না। শুধু বার্থ সার্টিফিকেট নয়, বাবা মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট ও একই সাথে প্রমাণপত্র হিসেবে দিতে হবে। এটি মারাত্মক চক্রান্ত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃতি দিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ বাতিলের আবেদন জানিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা করা হবে। অন্যদিকে মহুয়া মৈত্রর প্রতিক্রিয়ার পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিলেন রানাঘাট সংসদ জগন্নাথ সরকার।মহুয়া মৈত্র ভুয়ো ভোটে জয়লাভ করেছে তাই ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে চিন্তায় পড়ে এরকম উল্টোপাল্টা মন্তব্য করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস জানে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা সংশোধন হলে ২০২৬-এ তৃণমূলের প্রশাসন ভেঙে পড়বে সেই ভয়েই আজ মহুয়া মৈত্র ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করছেন আজ নদিয়া কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের করা ভোটার তালিকা সংশোধন মন্তব্য প্রসঙ্গে, জগন্নাথ সরকারের মহুয়া মৈত্রকে কটাক্ষ রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জন্ম দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬৬ জুলাই ঃ প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্ম দিবস পালন করলো ইংরেজবাজার পৌরসভা। রবিবার মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কাউন্সিলর শুভময় বসু, গোবিন্দ চৌধুরী সহ অন্যান্য পুর আধিকারিকরা।কৃষ্ণেন্দু বাবু বলেন, কংগ্রেস আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। কাশ্মীরে তার মৃত্যু হয়। প্রতিবছর মহান এই ব্যক্তিত্বের জন্ম এবং প্রয়াণ দিবস পালন করা হয় ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে। মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে তার পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানো হয়েছিল পৌরসভার পক্ষ থেকে।

ভাতারে হঠাৎ আগুন দুটি গাড়িতে, ছড়ালো চাঞ্চল্য

পূর্ব বর্ধমান, ৬ জুলাই ঃ দগ্ধ হয়ে গেল দু'টি গাড়ি। শনিবার মাঝরাতে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের পাটনা গ্রামের ঘটনা। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিক শেখ শাহাদাত জানান, মাঝ রাতে বাড়ির পাশে রাখা গাড়ি দু'টি জ্বলতে দেখেন তাঁর পরিবারের লোকজন। জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও দু'টি গাড়ির বেশিরভাগ অংশই পুড়ে যায়। শাহদাতের অভিযোগ, দিনকয়েক আগে বাচ্চাদের খেলার সময়ে গহনা খুলে নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, সে সময়ে তাঁর ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছিল ওই প্রতিবেশী। তিনি বলেন, বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। রবিবার ভাতার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

নারী সুরক্ষার দাবিতে শিলিগুড়িতে যুব মোর্চার বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর বঙ্গ, ৬ জুলাই ঃ ২১ শে জুলাই নারী সুরক্ষার দাবিতে উত্তরকন্যা চলো কর্মসূচিকে সফল করার জন্য আজকে শিলিগুড়িতে যুব মোর্চার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আজকে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শ্রী অরিজিৎ দাস এবং শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি শ্রী অরুন মন্ডল। এদিন শংকর ঘোষ জানালেন আমাদের এই অভিযান সফল করে তুলব আমরা। ২১ শে জুলাই কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী সভা করবেন বলে ডাক দিয়েছেন , সেই সভা চলাকালীন আমাদের এই অভিযান। এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা। এদিন বিধায়ক নিজে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বাংলা কে শেষ করে দাওয়ার খেলায় মেতে উঠেছেন। সব প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ। অথচ উনি একের পর এক ভুল কাজ করে চলেছেন। এত লোককে ভুল দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ মানুষ সেটা একেবারেই বুঝে উঠতে পারছে না। আমরা সেই মানুষকে বুঝাতে চাই, তাই আমাদের উত্তর কন্যা অভিযান। সবার লক্ষ্য থাকবে এই অভিযান যেন সফল করে তুলে ধরতে পারা যায়। কারণ আমরা চিন্তা করে দেখেছি , বাংলাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র বিজেপি। তাই আমাদের এই অভিযানকে আপন করে তুলতে হবে।

ধূপগুড়ির এক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দম্পতির কাহিনী,বাস্তবে লায়লা মজনু

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ আজ শহরের কোলাহল পেরিয়ে নির্জন এক গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। গ্রামাঞ্চল নামটা শুনলেই সর্বপ্রথম মনে পড়ে মেটে পথ, কিন্তু আজ যে গ্রামে যাচ্ছি একেবারে ধা চকচকে রাস্তাঘাট। যা দেখলে মনে হয় রাজ্যের সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া এই গ্রামে বহু আগে পড়ে গিয়েছে। তবে এখন আমরা যে প্রতিবেদন তুলে ধরব এতে একদিকে যেমন একাধিক প্রশ্ন ফুটে উঠবে পাশাপাশি মন খারাপ হবে বটে। চলুন এবার মূল বিষয়ে আসি, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমা থেকে ডাউকিমারি নাথুয়াগামী সড়ক ধরে সোজা হরিণ খাওয়া বাজার। এই গ্রামীণ বাজার থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার ভেতরে ঢুকলেই জোনাকু ও কৌশলার বাড়ি। জানেন এই দম্পতি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। জোনাকু বাবু চোখে দেখেন না। চলাচলের একমাত্র ভরসা বাসের একটি লাঠি। এদিকে তার সহধর্মিনী কৌশল্যা মানসিক ভারসাম্যহীন পাশাপাশি ভালোভাবে কথাও বলতে পারেন না। কিন্তু এদের একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ শ্রদ্ধা অপার ভালবাসা আপনাকেও মুগ্ধ করবে। এরাই বাস্তবের লায়লা - মজনু। এদের ঘরে এক কন্যা সন্তানও রয়েছে। বর্তমানে ক্লাস নাইনে পড়ে। কিন্তু জানেন নিজেদের সন্তানকে মানুষ করা নিজেদের পেটে দুবেলা দুমুঠো অন্য তুলে দেওয়া এমনকি দৈনন্দিন জীবন কাটানো কিভাবে এদের! এরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে জীবন জীবিকা চালাচ্ছে। গ্রামীণ বাজার গুলোতে এই দম্পতিকে চেনেনা এমন খুব কম লোকই রয়েছে। গ্রামের প্রত্যেকটি বাজারে একে অপরের হাত ধরে মানুষের কাছে হাত পাতে, দুই একটা খুচরা কয়েনের জন্য। বাড়ি থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটেই প্রত্যেকদিন যাতায়াত করেন। এদের হাতে না আছে অত্যাধুনিকতার ছোঁয়া, না আছে কোন সুযোগ সুবিধা। স্বয়ং বিধাতাও এই দম্পতির প্রত্যেক পদে পদে পরীক্ষা নিচ্ছেন।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, বিশেষভাবে চাহিদা সম্পন্ন হওয়ায় আর পাঁচজনের মতন এরা কাজ করতে পারেন না। তবে এরাও প্রত্যেকের মত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা এদের ঘরে ঢুঁ মেরেও দেখেনি। প্রত্যেক বছর ভোট আসে নেতারা বাড়িতে আসে স্পেশাল ভাবে গাড়িতে করে বুথ কেন্দ্রে নিয়ে ভোটও দেওয়ানো হয়। হয়তো ওই সময় হাতে দুই শ কিংবা তিনশো তুলে দেওয়া হয়। সাথে করে দেওয়া হয় প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তার বাস্তবায়ন এই প্রতিবেদনেই পরিষ্কার। বাম আমলে পাওয়া একটি ঘর টিনের চাল ভেঙে চুইয়ে পড়ছে জল। বাড়িতে একটি কন্যা সন্তান। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে এই দম্পতির কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তবে তারা চিন্তিত তাদের মেয়েকে বিয়ে দেওয়া নিয়ে। পাশাপাশি নিজেদের জন্য নয় বরং তার মেয়ের জন্য একটি ঘর কেউ তৈরি করে দিক এতটুকুই আবেদন দম্পতির। এই দম্পতির মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা যায়, যখন পাঁচ বছরের ছিল জোনাকু তখন থেকেই চোখে দেখতে পেতেন না। অর্থের অভাবে চিকিসা করাতে না পারায় আজ এই পরিণতি। দিনানা দিন খাওয়া পরিবার কোন ভাবে জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রত্যেকেই হতাশ যে এই অসহায় দম্পতির দিকে কেন কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না। প্রত্যেকের একটাই দাবি এদের পাশে সরকার দাঁড়াক পাশাপাশি এদের সহযোগিতা করুক কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তবে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবন জীবিকার চালানোর জন্য ভিক্ষাবৃত্তি, সত্যিই কোথাও গিয়ে যেন শিহরণ যুগিয়ে দেয়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব গোটা বিষযটিকে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। এদিকে তাদের বিষয় নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ব্লক স্তর বিগত দিনগুলোতেও যেমন খোঁজখবর রাখেনি বর্তমানেও রাখছে না অভিযোগ এমনটাই উঠছে। এখন দেখার আমরা এই দম্পতির করুন জীবন যুদ্ধের কাহিনী তুলে ধরার পর, আদতে সরকার কিংবা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এদের কতটুকু সহযোগিতা করে।

পাথরপ্রতিমা থানার উদ্যোগে হয়ে গেল সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,পাথরপ্রতিমা, ৬ জুলাই ঃ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা রুখতে পাথর প্রতিমা থানার উদ্যোগে হয়ে গেল সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ধ্রুব বাজার থেকে রামগঙ্গা পর্যন্ত পাথর প্রতিমা থানার উদ্যোগে শনিবার হয়ে গেল সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি।মূলত পাথর প্রতিমা থানার রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুন মন সংলগ্ন এলাকায. প্রতিনিযত় মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। কদিন আগেই তিনজনের মৃত্যু হয় একজন আহত হয় ইতিপূর্বে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। বারবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এমনকি রামগংগা গঞ্জের বাজারে প্রশাসনের বিভিন্ন লোকজনকে উপস্থিত রেখে মোটর বাইক চালকদের হেলমেট পড়ে চালানোর জন্য সচেতন করা হয়েছে প্রায় প্রত্যেক দিন। তা সত্ত্বেও ঘটছে দুর্ঘটনা।পাথরপ্রতিমা থানার পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সিভিক ভলেন্টিয়ার্স এবং প্রশাসনের কর্মীদের নিয়ে ৪ কিলোমিটার ব্যাপী শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। এই শোভাযাত্রায় পা মেলা স্থানীয় লোকজন।শোভাযাত্রার সামনে পাথর প্রতিমা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থ সরকার সহ বিভিন্ন পদাধিকারী সহ প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত থাকেন।

নরেন্দ্রপুরে এক তৃনমূল কর্মীর মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা,নরেন্দ্রপুর, ৬ জুলাই ঃ নরেন্দ্রপুরে এক তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শনিবার ভরসন্ধ্যায় এক তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় নরেন্দ্রপুর থানার ও এন জি সি মোড় এলাকায়। মৃতের নাম সুদীপ নারু। তাঁর গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, তাঁকে খুন করা হয়েছে। তবে এর পিছনে রাজনৈতিক নাকি ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর ১ নং ব্লকের পানাকুয়া অঞ্চলের বাকেশ্বর ষষ্ঠীতলা গ্রামের বাসিন্দা সুদীপ।এলাকায় তিনি সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত।এ দিন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ওএনজিসি মোড়ে। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।পুলিসের পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়।মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিস।ননরেন্দ্রপুরে এক তৃনমূল কর্মীর মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য

শ্রীভূমি জীবনজ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্মশসালা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ শ্রীভূমি জীবনজ্যোতি ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক শিক্ষা সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য বছরের মত ২০২৫ সালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রি-বোর্ড সেশন এবং তৃতীয় সেমিস্টার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অভিমুখীকরণ কর্মশালা মে মাস থেকে শুরু করেছে। এই কর্মশালা ইতিমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে একটি জনপ্রিয় কর্মশালায় পরিণত হয়েছে। জীবনজ্যোতি ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর বিদ্যাপীঠ হরিনাভি সুভাসিনী বালিকা শিক্ষালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ধাপধারা বলাই চন্দ্র সরকার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আরামবাগ অঞ্চলে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে। সোনারপুর বিদ্যাপীঠ, ধাপধারা এই দুটি বিদ্যালয়ের সর্বমোট ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশ নেয়। হরিনাভি সুভাষিনী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ ৪ঠা জুলাই কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং সেমিস্টারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যথাযথভাবে জেনে নেওয়ার এবং শিখে নেওয়ার সুযোগ লাভ করেন এই কর্মসূচি থেকে। আগামী ৭ই জুলাই বজ বজ সন্নিহিত খানকুলি উচ্চতর বালিকা বিভাগে এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সভাপতি ড সুরজি কুমার ধর মহাশয়। বিজ্ঞান এবং অংক বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মাননীয় সম্পাদক শ্রী নয়ন মন্ডল। হরিনাভি সুভাষিনী বালিকা শিক্ষালয় এর প্রধান শিক্ষিকা পামেলা সরকার মহাশযা. এই ধরনের কর্মসূচিকে স্বাগত জানান এবং এই ধরনের কর্মসূচি এবং শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে বিদ্যালয় গুলি ভীষণভাবে উপকৃত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

'তাঁর' আদর্শ আমাদের জাতীয় চেতনার পথপ্রদর্শক, বালুরঘাটে সুকান্ত

উত্তর দিনাজপুর, ৬ জুলাই ঃ বালুরঘাট সাংসদ কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, মাতা ভারতীর সুপুত্র, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা, হিন্দু জাতীয়তাবাদের দীপ্ত পুরোধা, মহান পণ্ডিত 'কেশরী' ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে আজ বালুরঘাট সাংসদ কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর আদর্শ, সংকল্প এবং রাষ্ট্রের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় চেতনার পথপ্রদর্শক। এই পুণ্যদিনে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

ঘুমন্ত মাকে মাথা থেঁতলে 'খুন' ছেলের, চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদে

মুর্শিদাবাদ, ৬ জুলাই ঃ জমির মালিকানা নিয়ে বচসা! মাকে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকায়। অভিযুক্ত ছেলে পলাতক। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলাকায়।

মৃতার নাম আরমানি বিবি। বয়স ৭০ বছর। ছেলে মংলু শেখের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক। শনিবার রাতের খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েন বৃদ্ধা। অভিযোগ, তখনই বাইরে থেকে এসে ইট দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করেন মংলু। থেঁতলে যায় মাথা। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যান। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে মহেশাইল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা আরমানি বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কেন খুন? পুলিশ ও পরিবার সূত্রের খবর, আরমানি বিবির নামে কিছুটা জমি ছিল। সেই জমি তাঁর নামে লিখে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চাপ দিচ্ছিলেন অভিযুক্ত মংলু। কিন্তু রাজি হননি মা। তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই মায়ের সঙ্গে মতবিরোধ চলছিল মংলুর। কিন্তু মৃতা শুধু ছেলেকে না দিয়ে এক মেয়েকে কিছুটা জমি লিখে দেন। তাতেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে ছেলের। সেই আক্রোশে মাকে খুন বলে অনুমান পুলিশের। এছাড়াও বৃদ্ধার আবাস যোজনার টাকাও হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে পলাতক ছেলের বিরুদ্ধে। মংলুর বিরুদ্ধে সুতির থানায় অভিযোগ জানিয়েছে বৃদ্ধার পরিবার। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

নৈনিততালে যুবক-যুবতী জখম

নৈনিতাল, ৬ জুলাই ঃ শনিবার রাতে জ্যোলিকোট থেকে নৈনিতালের দিকে আসা দ্রুতগতির একটি গাড়ি বাইককে ধাক্কা মারলে বাইক আরোহী যুবক-যুবতী রাস্তায় পড়ে যায়। ধাক্কা দিয়ে গাড়িটি পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী যুবক-যুবতী দুজনই গুরুতর আহত হন। দুজনেই বি ডি পাণ্ডে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। জানা গিয়েছে, নৈনিতাল পুলিশ ফোনে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ ওই গাড়িকে পেছন করে নয়না গ্রামের কাছে আটক করে। পুলিশের মতে, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। তার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

NIT
Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. **1.** Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructure Arrangement i.c.w. providing direct feed for broadcasting and live programme of VVIP for Inauguration Ceremony of 134th Durand Cup at VYBK, Saltlake. [Job No: KIT/RW/025 of 25-26]" **e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-070/T/24-25, Tender ID: 2025_WBPWD_874793_1,** Bid Submission Closing: **14.07.2025 up to 12.00 PM. 2.** Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructure Arrangement i.c.w. providing direct feed for broadcasting and live programme of VVIP for Closing Ceremony of 134th Durand Cup at VYBK, Saltlake. [Job No: KIT/RW/026 of 25-26]". **e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-071/T/24-25, Tender ID: 2025_WBPWD_874798 1.** Bid Submission Closing: **14.07.2025 up to 12.00 PM. 3.** Name of Work: "Provision for Temporary Installation of Internet Leased Line (ILL) During 134th Edition Durand Cup Inaugural & Closing ceremony, 2024 at VYBK, Salt lake, Kolkata (Main Feed) [Job No: KIT/RW/027 of 25-26]". **e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-072/T/24-25, Tender ID: 2025_WBPWD_874799_1.** Bid Submission Closing: **14.07.2025 up to 12.00 PM. 4.** Name of Work: "Provision for Temporary Installation of Internet Leased Line (ILL) During 134th Edition Durand Cup Inaugural & Closing ceremony, 2024 at VYBK, Salt lake, Kolkata (Backup Feed) [Job No: KIT/RW/028 of 25-26]". **e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-073/T/24-25, Tender ID: 2025_WBPWD_874800_1.** Bid Submission Closing: **14.07.2025 up to 12.00 PM. 5.** Name of Work: "Provision for Temporary Deployment of IT Support Manpower During 134th Edition Durand Cup, 2024 at Kishore Bharati Krirangan, Survey Park, Santoshpur, Kolkata- 700075 [Job No: KIT/RW/030 of 25-26]". **e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-075/T/24-25, Tender ID: 2025_WBPWD_874803_1.** Bid Submission Closing: **14.07.2025 up to 12.00 PM. 6.** Name of Work: "Provision for Temporary Installation of Internet Leased Line (ILL) During 134th Edition Durand Cup, 2024 at Kishore Bharati Krirangan, Survey Park, Santoshpur, Kolkata- 700075 [Job No: KIT/RW/031 of 25-26]". **e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-076/T/24-25, Tender ID: 2025_WBPWD_874804_1.** Bid Submission Closing: **14.07.2025 up to 12.00 PM. 7.** Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at 36 Judges Court Road, Alipore, Kolkata-700027 (opposite to Alipore Jail Museum) on 10-07-2025" [Job No. KIT/RW/032 of 25-26]. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-020/KIT/Q of 25-26).** Bid Submission Closing: **09.07.2025 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division**

৯ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সিআইটিইউ

৬ জুলাই ঃ শ্রমকোড লাগু হলে মে দিবসে পাওয়া ৮ ঘন্টা কাজের অধিকার থাকবে না। বাড়ানো হবে কাজের সময়। দেশ থেকে উঠে যাবে 'স্থায়ী কাজ'। চালু হবে 'নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক নিয়োগ'। অধিকাংশ শিল্পের শ্রমিক, কর্মচারিরই আর কোনো আইনি অধিকার থাকবে না শ্রমিকরা হারাবে মালিকের সাথে দরকষাকষির অধিকার। লেবার কোর্ট উঠে গিয়ে ক্ষমতা বাড়বে আমলাদের। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হবে সরকারের খেয়ালখুশি মতো, কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা থাকবে না মালিকপক্ষের জন্যে লকআউট, লে অফ, ছাঁটাই করা সহজ হবে। শ্রমিকদের জন্যে ধর্মঘট করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমনকী হারাতে হবে ইউনিয়ন করার অধিকারও। কাজের ঘন্টা অনুযায়ী মজুরি প্রদান করা হবে। লেবার কোড বাতিলের দাবিতে আগামী ৯ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন তাকে সমর্থন করেছে কৃষক সংগঠন কর্মচারী সংগঠন থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ। জলপাইগুড়ি জেলার জুড়ে ধর্মঘটের আগে রবিবার ব্যাপক প্রচার অভিযানে নামল বিভিন্ন সংগঠন। জলপাইগুড়ি দিন বাজারে যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে দোকান কর্মচারী থেকে দোকানের মালিক তাদের কাছে অনুরোধ জানানো হয় ধর্মঘটের সমর্থনে দোকানপাট বন্ধ রাখার জন্য। স্টেশন বাজারে ছাত্ররা সমস্ত সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কাছে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার সংঘটিত করে এছাড়া সিআইটিইউর পক্ষ থেকে বেসরকারি বাস স্ট্যান্ডে পরিবহনের কর্মীদের কাছে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে প্রচার করা হয়। ১২ই জুলাই কমিটি জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলোতে ধর্মঘটের সমর্থনে পথসভার ও লিফলেট বিলি করে। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন সংগঠন হাট বাজার জনবহুল অঞ্চলের পথসভা ও মধ্য দিয়ে ধর্মঘটের সমর্থনের প্রচার সংঘটিত করে। অনুরূপভাবে বানারহাট নাগরাকাটা ধূপগুড়ি রাজগঞ্জ সহ সমস্ত ব্লকের অঞ্চলে গুলোর বিভিন্ন জনবহুল অঞ্চলে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার আন্দোলন চালানো হয় বলে সিআইটিইউ পক্ষে কৃষ্ণ সেন জানান।

১৮ জুলাই চাকরি হারারা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর সভায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬৬ জুলাই ঃ বিজেপি পেয়েছে নতুন রাজ্য সভাপতি। শমীকে ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাকে কেন্দ্র করেই নতুন উৎসাহ তৈরী হয়েছে চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে। শনিবার বিজেপির সল্টলেক দফতরে ' চাকরিহারাদের প্রতিনিধি হিসেবে সুমন বিশ্বাস-সহ কয়েকজন আসেন। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শমীক। নিজেদের দাবি-দাওয়া বিজেপির রাজ্য সভাপতির হাতে তুলে দেন ' চাকরিহারাদের প্রতিনিধিরা। এদিন শমীকের সঙ্গে দেখা করে সুমন বিশ্বাসরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের সমস্যার কথা তাঁরা জানাতে চান। আগামী ১৮ জুলাই রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। দমদমের সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভা করতে পারেন। চাকরিহারা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে সব চাকরিহারাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাতেও থাকবেন তাঁরা। ' চাকরিহারাদের নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে সরব হলেন সুমনরা। অন্যদিকে ' চাকরিহারাদের সঙ্গে সাক্ষা নিয়ে শমীক বলেন, তাঁরা তাঁদের সুখ দু ঃখের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে, সেটা বলতে পারব না। যোগ্য চাকরিহারাদের আমরা পাশে রয়েছি। তবে তাঁদের আন্দোলনকে কোনও রঙে রাঙিয়ে.দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। প্রসঙ্গত, গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিল হয়। চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্লাস

নিতে পারবেন ' শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা স্কুলে যেতে পারবেন না।১৮ জুলাই চাকরি হারারা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর সভায় বিজেপি পেয়েছে নতুন রাজ্য সভাপতি। শমীকে ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাকে কেন্দ্র করেই নতুন উৎসাহ তৈরী হয়েছে চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে। শনিবার বিজেপির সল্টলেক দফতরে ' চাকরিহারাদের প্রতিনিধি হিসেবে সুমন বিশ্বাস-সহ কয়েকজন আসেন। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শমীক। নিজেদের দাবি-দাওয়া বিজেপির রাজ্য সভাপতির হাতে তুলে দেন ' চাকরিহারাদের প্রতিনিধিরা। এদিন শমীকের সঙ্গে দেখা করে সুমন বিশ্বাসরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের সমস্যার কথা তাঁরা জানাতে চান। আগামী ১৮ জুলাই রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। দমদমের সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভা করতে পারেন। চাকরিহারা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে সব চাকরিহারাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাতেও থাকবেন তাঁরা। ' চাকরিহারাদের নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে সরব হলেন সুমনরা। অন্যদিকে ' চাকরিহারাদের সঙ্গে সাক্ষা নিয়ে শমীক বলেন, তাঁরা তাঁদের সুখ দু ঃখের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে, সেটা বলতে পারব না। যোগ্য চাকরিহারাদের আমরা পাশে রয়েছি। তবে তাঁদের আন্দোলনকে কোনও রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। প্রসঙ্গত, গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিল হয়। চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্লাস নিতে পারবেন ' শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা স্কুলে যেতে পারবেন না।

উইম্বলডনে সেঞ্চুরি ছুঁয়ে 'সৌভাগ্যবান' জকোভিচ

লন্ডন, ৬ জুলাইঃ কীর্তিটি গড়তে যেন তর সইছিল না জকোভিচের। তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে শনিবার মাত্র এক ঘণ্টা ৫০ মিনিটে স্বদেশি মিওমির কেচমানোভিচকে ৬-৩, ৬-০, ৬-৪ গেমে উড়িয়ে দেন রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের মালিক। সেঞ্চুরি ছুঁয়ে 'পাম্পিং ডান্স' করে উদযাপন করেন জকোভিচ, যা এই টুর্নামেন্টে প্রতিটি জয়ের পর যেন তার ও তার সন্তানদের মধ্যে একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ''উইম্বলডন কেবল আমার প্রিয় ও স্বপ্নের টুর্নামেন্ট নয়, বরং অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই। বেড়ে ওঠার সময় বেশিরভাগ শিশুই এখানে জয়ের স্বপ্ন দেখে এবং সেটাই আমি সৌভাগ্যবশত অনেকবার করতে পেরেছি। প্রিয় টুর্নামেন্টে যেকোনো ইতিহাস লেখাই আমার জন্য সৌভাগ্যের।'' বছরের তৃতীয় এই গ্র্যান্ড স্ল্যামে কেবল একককেই শত জয়ের কীর্তির

দেখা মিলেছে তিনবার আগের দুজন হলেন মহিলা এককের ৯ বারের চ্যাম্পিয়ন মার্তিনা নাভ্রাতিলোভা ও পুরুষ একককে আটবারের চ্যাম্পিয়ন রজার ফেডেরার। পুরুষ এককে ১০৫ জয় নিয়ে রেকর্ডটি সুইজ গ্রেট ফেডেরারের। এবার জকোভিচ শিরোপা জিততে পারলেও ফেডেরারের রেকর্ড থেকে এক জয় দূরে থাকবেন। তবে এখানে এবার শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসতে পারলে আরও বড় অর্জনে নাম লেখা হয়ে যাবে ৩৮ বছর বয়সী জকোভিচের ২৫ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড গড়বেন তিনি। ২০২৩ ইউএস ওপেন জয়ের পর থেকেই রেকর্ডটি তাড়া করছেন তিনি।

কোটি টাকা বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব, বৈভবকে আগলে 'দ্য ওয়াল'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

তরুণ প্লেয়ার হিসেবে আইপিএল-এ সেঞ্চুরি থেকে শুরু করে তরুণ প্লেয়ার হিসেবে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি করে রেকর্ডবুকে নাম তুলে নিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি যেই কীর্তির মালিক হচ্ছেন তাতে বিজ্ঞাপনের জগতে তাঁর জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। কিন্তু ১৪ বছর বয়সে এই জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর বাড়ির বাইরে বিজ্ঞাপনদাতাদের লাইন পড়ে গেছে বলে জানান প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রবি শাস্ত্রী, আর এটা থেকে তাকে বাঁচাচ্ছেন রাজস্থান রয়্যালসের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। বৈভব বর্তমানে যেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সেটা হয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের জন্য। অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরে তার খেলা দেখে রাজস্থান রয়্যালস আইপিএল-এ সুযোগ দেয় আর সেটা হয় রাহুল দ্রাবিড়ের পরামর্শেই। বরাবরই দ্রাবিড় তরুণ প্লেয়ারদের সুযোগ দেন, সেটা করতে গিয়ে তাঁর নজরে পড়ে বৈভব এবং তাঁর পরামর্শেই রাজস্থান রয়্যালস বৈভবকে ১.১০ কোটি টাকা দিয়ে দলে নেয়। বর্তমানে ভাররতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল ইংল্যান্ডে রয়েছে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বিরুদ্ধে সিরিজ. খেলতে। এক ম্যাচ বাকি থাকেই ভারত সিরিজ জিতেছে। আর সিরিজের মাঝে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের প্লেয়াররা গিয়ে সিনিয়র দলের ম্যাচ দেখছে। সেখানেই রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় বৈভবের। দেখা করার পর শাস্ত্রী বলেন, ''বৈভবকে নিয়ে কুমার সাঙ্গাকারার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল এবং সাঙ্গাকারা আমাকে বলেছেন বৈভবের কাছে এখন থেকেই বিজ্ঞাপনের প্রচুর প্রস্তাব আসছে। কিন্তু বৈভব নিজে এই প্রস্তাবগুলো কী ভাবে সামলাচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। বৈভব রাহুল দ্রাবিড়ের থেকে ভালো সাহায্য পাচ্ছে। দ্রাবিড় মেন্টর, কোচ। বৈভবের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে আনতে দ্রাবিড়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।'' শাস্ত্রী জানান, ১৬, ১৭, ১৮ বছর বয়সে অনেকে দাপুটে পারফর্ম্যান্স করে নিজেদের প্রমাণ করেন। কিন্তু অনেকেই হারিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে প্লেয়ারদের সামলানো গুরুত্বপূর্ণ।

জাদুকরি জোড়া গোলে মেসি দেখালেন এখনও তিনি 'অতুলনীয়'

''মাই ওয়ার্ড, হোয়াট আ গোল... ইটস জাস্ট টিপিক্যাল লিওনেল মেসি... এমনকি এখানে এসে, এই বয়সে, এই সময়েও তিনি অতুলনীয়...'' ধারাভাষ্যকারের কণ্ঠেই ফুটে উঠছিল তার মুগ্ধতা। সেটি ছিল লিওনেল মেসির প্রথম গোল। জাদুর ইন্দ্রজালে সেই গোলটিকেও ছাড়িয়ে গেল মেসির পরের গোল। তার সেই সেরা সময়ের ঘোর লাগানিয়া পারফরম্যান্স যেন!

মন্ট্রিয়ল, ৬ জুলাইঃ মেসির ভুলেই ম্যাচের শুরুতে গোল হজম করেছিল ইন্টার মায়ামি। স্মরণীয় পারফরম্যান্সে তা দারুণভাবেই পুষিয়ে দিলেন আর্জেন্টাইন মহানায়ক। মন্ট্রিয়ল সিএফকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল ইন্টার মায়ামি। ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়ার পর এই ম্যাচ দিয়ে আবার মেজর লিগ সকারের অভিযান শুরু হলো মায়ামির। ভারতীয় সময় রবিবার সকালে শেষ হওয়া ম্যাচে মেসির জোড়া গোল ছাড়াও মায়ামির হয়ে গোল করেন তাদেও আইয়েন্দে ও তেলাস্কো সেগোভিয়া। নিজেদের মাঠে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় মন্ট্রিয়ল। মাঝমাঠের নিচে নেমে যাওয়া মেসি বল ধরে নিজেদের রক্ষণে ব্যাক পাস দিতে গিয়ে ঠিকঠাক দিতে পারেননি। বল পেয়ে যান মন্ট্রিয়লের প্রিন্স উসু। জার্মান ফরোয়ার্ড ঠাণ্ডা মাথায় বল পাঠান জালে। এরপর আস্তে আস্তে গুছিয়ে ওঠে মায়ামি। পঞ্চদশ মিনিটে দারুণ পাল্টা আক্রমণ থেকে জর্দি আলবার শট ডাইভিং গোলকিপারের পাশ দিয়ে গিয়ে পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বল পেয়ে মেসি তেমন কিছু করতে পারেননি। তবে তখন থেকেই একের পর এক আক্রমণে মন্ট্রিয়লকে ব্যস্ত করে তোলে মায়ামি। সুযোগ হাতছাড়া হয় বেশ কিছু। ৩৩তম মিনিটে মেসির টোকায় বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে বাঁ পায়ের মাপা শটে মায়ামিকে সমতায় ফেরান তাদেও আইয়েন্দে। মেসির প্রথম গোলটি ৪০তম মিনিটে। রক্ষণভাগ থেকে উড়ে আসা বল হেড করে মেসিকে দেন লুইস সুয়ারেজ। মেসি বল ধরে ডান পাশ দিয়ে ঢুকে পড়েন বক্সের ভেতর। দুই ডিফেন্ডারের ভেতর দিয়ে দারুণভাবে এগিয়ে ঘিরে থাকা তিনজনের জটলার ভেতর থেকে আচমকা শটে তিনি দূরের পোস্ট দিয়ে বল পাঠিয়ে দেন জালে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মন্ট্রিয়ল কয়েকটি আক্রমণ চালিয়ে গোল আদায় করতে পারেনি। উল্টো ৬০তম মিনিটে তারা আরও পিছিয়ে পড়ে। এটিও দারুণ দর্শনীয় গোল। আইয়েন্দের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে দুর্দান্ত শটে গোল করেন সেগোভিয়া। ক্রসবারে লেগে জালে

ঢুকে যাওয়া বলে গোলকিপারের তেমন কিছু করার ছিল না। মিনিট দুয়েক পরই মেসির আরেকটি চোখধাঁধানো গোল। মাঝমাঠের একটু ওপরে সুয়ারেস আলতো করে বল বাড়ান তাকে। মায়ামি অধিনায়ক বল ধরে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যান পরপর দুজনকে কাটিয়ে। বক্সের ভেতর ঢুকে আরও দুজনকে কাটিয়ে কাছ থেকে জোরাল শটে গোল করেন। তার উল্লাস দেখে বোঝা যাচ্ছিল, নিজেও কতটা তৃপ্ত তিনি। ৭০তম মিনিটে মেসির পাস থেকে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন সুয়ারেজ। কিন্তু দারুণভাবে পা দিয়ে রক্ষা করেন মন্ট্রিয়লের গোলকিপার। বাকি সময়ে তেমন কিছু আর হয়নি। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৭ ম্যাচ ৩২ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে আছে মায়ামি। ক্লাব বিশ্বকাপে ব্যস্ত থাকায় ম্যাচ কয়েকটি কম খেলেছে তারা। ২১ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিনসিনাটি।

গ্রিসের টুর্নামেন্টে রেকর্ড গড়ে দেশের দ্রুততম দৌড়বিদ অনিমেষ কুজুর! পোল্যান্ডে নজির আফসলের

এথেন্স ও পোজনান, ৬ জুলাইঃ ভারতের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে শনিবারটা নজির গড়ার দিন হয়ে থাকল। একদিনে ভাঙল দু-দুটো জাতীয় রেকর্ড। গ্রিসে অনিমেষ কুজুর ও পোল্যান্ডে মোহাম্মদ আফসাল-দুজনেই নিজেদের ইভেন্টে ইতিহাস লিখলেন। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের ভারি শহরে আয়োজিত ড্রোমিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্প্রিন্ট অ্যান্ড রিলেস মিটে ২২ বছর বয়সী স্প্রিন্টার অনিমেষ কুজুর ১০০ মিটারে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। দ্বিতীয় হিটে তিনি সময় নিয়েছেন ১০.১৮ সেকেন্ড। আগের রেকর্ডটি ছিল পাঞ্জাবের গুরিন্দরবীর সিংয়ের, যিনি ২০২১ সালে ১০.২০ সেকেন্ড সময় নেন। সেই সাফল্য চার বছরের মাথায় অনিমেষ এক ধাক্কায় ভেঙে দিলেন। এই রেসে গ্রিসের সোটিরিওস গারাগানিস (১০.২৩ সেকেন্ড) এবং ফিনল্যান্ডের সামুলি স্যামুয়েলসন (১০.২৮ সেকেন্ড) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিকস কন্টিনেন্টাল ট্যুরের 'সিলভার লেবেল' ক্যাটেগরির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এহেন সাফল্য যথেষ্ট শ্লাঘনীয়। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে অনিমেষ ২০০ মিটারেও রেকর্ড

গড়েছিলেন। মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ২০.৩২ সেকেন্ডে নিজের আগের রেকর্ড (২০.৪০ সেকেন্ড) ভেঙে দেন। এই বছরই, ভারতীয় ফেডারেশন কাপে ২০.৪০ সেকেন্ডে রেস খতম করেন অনিমেষ। অন্যদিকে শনিবার অন্য ভূখণ্ড পোল্যান্ড থেকে আরও এক সাফল্যের খবর আসে। আনেন এশিয়ান গেমস রুপোজয়ী মোহাম্মদ আফসাল। যিনি ৮০০ মিটারে দেশের ইতিহাসে প্রথম অ্যাথলেট হিসেবে ১ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের নিচে দৌড় শেষ করেছেন। পোজনানে 'মেমোরিয়াল চেসওয়াওয়া সিবুলস্কিয়েগো' মিটে আফসাল সময় নেন ১:৪৪.৯৬ মিনিট। তিনি হিটে ছ'নম্বরে ছিলেন। বস্তুত, মাত্র দুই মাস আগে নিজের আগের সেরা সময়ে (১:৪৫.৬১) জিনসন জনসনের সাত বছরের পুরোনো জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছিলেন আফসাল। জনসনের রেস খতম করার রেকর্ড সময় ছিল ১:৪৫.৬৫, গড়েছিলেন ২০১৮ সালে। এই দৌড়ে প্রথম তিন স্থান দখল করে নেন পোল্যান্ডের তিন দৌড়বিদ-মেসেই ভিদেরকা (১:৪৪.২৩), ফিলিপ অস্ট্রোস্কি (১:৪৪.২৫) ও প্যাট্রিক সিয়েরাজকি (১:৪৪.৫৬)। প্রত্যেকে নিজেদের ব্যক্তিগত সেরা সময়ে রেকর্ড স্থাপন করেন।

সবাই এসেছেন কিন্তু রোনাল্ডো কই? জোতার শেষকৃত্যে পর্তুগিজ তারকা গরহাজির রইলেন কেন?

তুরিন, ৬ জুলাইঃ এসেছেন লিভারপুলের সতীর্থ ভ্যান ডাইক, অ্যান্ডি রবার্টসন, ম্যানেজার আর্নে স্লট। জাতীয় দলে একসঙ্গে খেলেছেন যাঁরা, বার্নাডো সিলভা থেকে ব্রুনো ফার্নান্দেজ-প্রত্যেকে অকালপ্রয়াত দিয়োগো জোতার শেষকৃত্যে অংশ নেন। সকলের মুখ বেদনায় ক্লিষ্ট, কেউ কাঁদছেন, কেউ কান্না লুকোচ্ছেন রোদচশমার আড়ালে! পর্তুগালের ছোট্ট শহরতলি গন্ডোমার, যেখানে বছর আঠাশের জোতা বেড়ে উঠেছেন, সেখানেই প্রিয় সতীর্থকে শেষবার চোখের দেখা দেখতে হাজির হন বিশ্বফুটবলের বিখ্যাত তারকারা। প্রত্যেকের পরনে কালো পোশাক। চার্চ চত্বরে ভিড় জমান হাজারো সাধারণ মানুষ। ছিলেন পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীও। বিশপ মনুয়েল লিন্ডা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আপাত অর্থে বিষাদ-মলিন এই আয়োজন নিয়ে কোনও কারও বিতর্ক বা বক্তব্য না থাকলেও প্রশ্ন ওঠে অনুষ্ঠান শেষে। যার কেন্দ্রে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তিনি দেশের ফুটবল টিমের অধিনায়ক, জোতার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে খেলেছেন, গাড়ি দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আবেগঘন পোস্ট পর্যন্ত শেয়ার করেছেন সেই তিনিই কিনা অনুজ সতীর্থর শেষকৃত্যে এলেন না? কেন? কোনও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা? এই মুহূর্তে তো কোনও টুর্নামেন্টে খেলছেন না রোনাল্ডো।

তাহলে তিনি গেলেন কই? এই নিয়ে উস্কে ওঠে জল্পনা। অনেকেই তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে সওয়াল তোলেন। আগুনে ঘি ঢালে পর্তুগিজ মিডিয়ার খবর। যেখানে দাবি করা হয়, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এই মুহূর্তে স্পেনের দ্বীপপুঞ্জ মায়োর্কা, যেখানে ইদানীং প্রায়শই ঘুরতে-বেড়াতে যাচ্ছেন ফুটবল তারকা, যেখানে নাকি সপরিবারে চুটিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন! এরপরই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ক্ষোভের আগুন। বছর উনচল্লিশের রোনাল্ডোকে একহাত নেন ফুটবল মহলের বড় অংশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় বিদ্রূপ, ট্রোলিং। রিবেইরো ক্রিস্টিয়াভোর মতো পোড়খাওয়া সাংবাদিক ছুড়ে দেন একের পর এক সওয়ালঃ 'দিয়েগো জোতা টিমের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। হয়তো আর কোনও কারণ রয়েছে। যেটা আমি জানি না। যদি রোনাল্ডো না গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে কারণ দর্শাতে হবে। ওর একটা দায়িত্ব রয়েছে। জাতীয় দলের অধিনায়ক রোনাল্ডো!' সমালোচনার আঁচ যখন বেড়েই চলেছে, তখন জানা যায় আসল কারণ। সামনে আনে বিখ্যাত দৈনিক 'দ্য মিরর'। যেখানে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন মোতাবেক, রোনাল্ডো স্বেচ্ছায় জোতার শেষকৃত্যে যাননি। ভেবেছিলেন, তিনি গেলে ছোট শহরের উৎসাহী জনতা সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে তাঁকে দেখতে ছুটে আসবে। সেক্ষেত্রে আয়োজনের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে। শোকের অনুষ্ঠান উৎসবের চেহারা নেবে। সেটা হতে দিতে চাননি বলেই রোনাল্ডো নিজেকে সরিয়ে নেন।

শেষ কয়েক মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে জিতে সেমি-ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ

যোগ করা সময় চলে তখন, অনায়াস জয়ের সুবাস পাচ্ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর, হঠাৎ সবকিছু বদলে গেল। একটি গোল শোধ করে রোমাঞ্চ ছড়াল বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। পরক্ষণেই দুর্দান্ত এক গোলে দুই গোলের ব্যবধান পুনরুদ্ধার করলেন কিলিয়ান এমবাপে। নাটকীয়তার তখনও অবশ্য ঢের বাকি। পরের মিনিটে লাল কার্ড দেখলেন ডিন হাউসেন এবং পেনাল্টি থেকে আরেক গোল করল ডর্টমুন্ড। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে দারুণ এক সেভ করে রিয়ালকে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে তুললেন থিবো কোর্তোয়া।

নিউ জার্সি, ৬ জুলাইঃ নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালে ৩-২ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। গন্সালো গার্সিয়ার গোলে জাবি আলোন্সোর দল এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফ্রান গার্সিয়া। মাক্সিমিলিয়ান ব্যবধান কমানোর পর রিয়ালের তৃতীয় গোলটি করেন এমবাপে। শেষ মিনিটে ডর্টমুন্ডের শেষ গোলটি করেন সেগু গিগাসি। এমবাপের জায়গায় সুযোগ পেয়ে নিয়মিত কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছেন গার্সিয়া। এদিনও ম্যাচের শুরুতেই দলকে এগিয়ে নেন তিনি। দশম মিনিটে আর্দা গিলের দারুণভাবে বাড়ানো বল ছয় গজ বক্সে পেয়ে, জায়গা বানিয়ে সাইড-ফুট ভলিতে গোলটি করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এই টুর্নামেন্টে টানা তিন ম্যাচে এবং পাঁচ ম্যাচে চতুর্থ গোলটি করলেন রিয়ালের যুব দল থেকে উঠে আসা গার্সিয়া। ১০ মিনিট পর আরেক গার্সিয়ার গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ইউরোপের সফলতম দলটি। ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে বাঁ পায়ের শটে গোলটি করেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ফ্রান গার্সিয়া। পজেশন রাখায় কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও, আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে এগিয়ে যায় রিয়াল। প্রথমার্ধে দলটির গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়ার তেমন কোনো পরীক্ষা নিতে

পারেনি ডর্টমুন্ড। বিরতির পর খেলার গতির কিছুটা কমে আসে। ডর্টমুন্ড পাল্টা আক্রমণে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করতে থাকে, যদিও উল্লেখযোগ্য খুব বেশি কিছু করতে পারছিল না তারা। ৬৭তম মিনিটে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন আনেন রিয়াল কোচ ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড, ভিনিসিউস জুনিয়র ও জুড বেলিংহ্যামকে তুলে মাঠে নামান কিলিয়ান এমবাপে, দানি সেবাইয়োস ও লুকা মদ্রিচকে। তাতে দলটির মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ বাড়লেও, আক্রমণে খুব বেশি কিছু করতে পারছিল না কেউ। তবে লড়াইয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতেই। কিন্তু নির্ধারিত সময় শেষের পর পাল্টে যায় চিত্রপট। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে বড় ভুল করে বসেন আন্টোনিও রুডিগার বল ক্লিয়ার করার সুযোগ পেয়েও উল্টো প্রতিপক্ষের পায়ে তুলে দেন তিনি। প্রতিপক্ষের ওই উপহার পেয়ে নিচু শটে বল জালে পাঠাতে ভুল করেননি মাক্সিমিলিয়ান। ডর্টমুন্ড সমর্থকদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়, যদিও সেটা মিনিটখানেকের জন্য। পাল্টা আক্রমণে আর্দা গিলেরের দারুণ ক্রস ছয় গজ বক্সের মুখে পেয়ে, অ্যাক্রোবেটিক ওভারহেড কিকে স্কোরলাইন ৩-১ করেন ফরাসি তারকা এমবাপে। দুই মিনিটের মাথায় আবার লড়াইয়ে নতুন রং লাগে। ডি-বক্সে সেগু গিগাসিকে পেছন থেকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ডিন হাউসেন। আর ওই পেনাল্টি থেকে নিজেই গোল করেন গিনির ফরোয়ার্ড গিগাসি। ম্যাচে তখন মোটে এক মিনিটের মতো খেলা বাকি। লড়াই অতিরিক্ত সময়ে নেওয়ার লক্ষ্যে শেষ চেষ্টায় ওঠে ডর্টমুন্ড, তাতে প্রায় সফলও হয়ে গিয়েছিল তারা, জোরাল শট নেন মার্সেল সাবিজার, ডান দিকে লাফিয়ে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বল গ্লাভসে নিয়ে দলকে স্বস্তি এনে দেন কোর্তোয়া। এরপরই শেষের বাঁশি বাজান রেফারি, হতাশায় মুখ ঢেকে ফেলে ডর্টমুন্ডের অনেকে, আর উল্লাসে ফেটে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে এবারের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী পিএসজির মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।

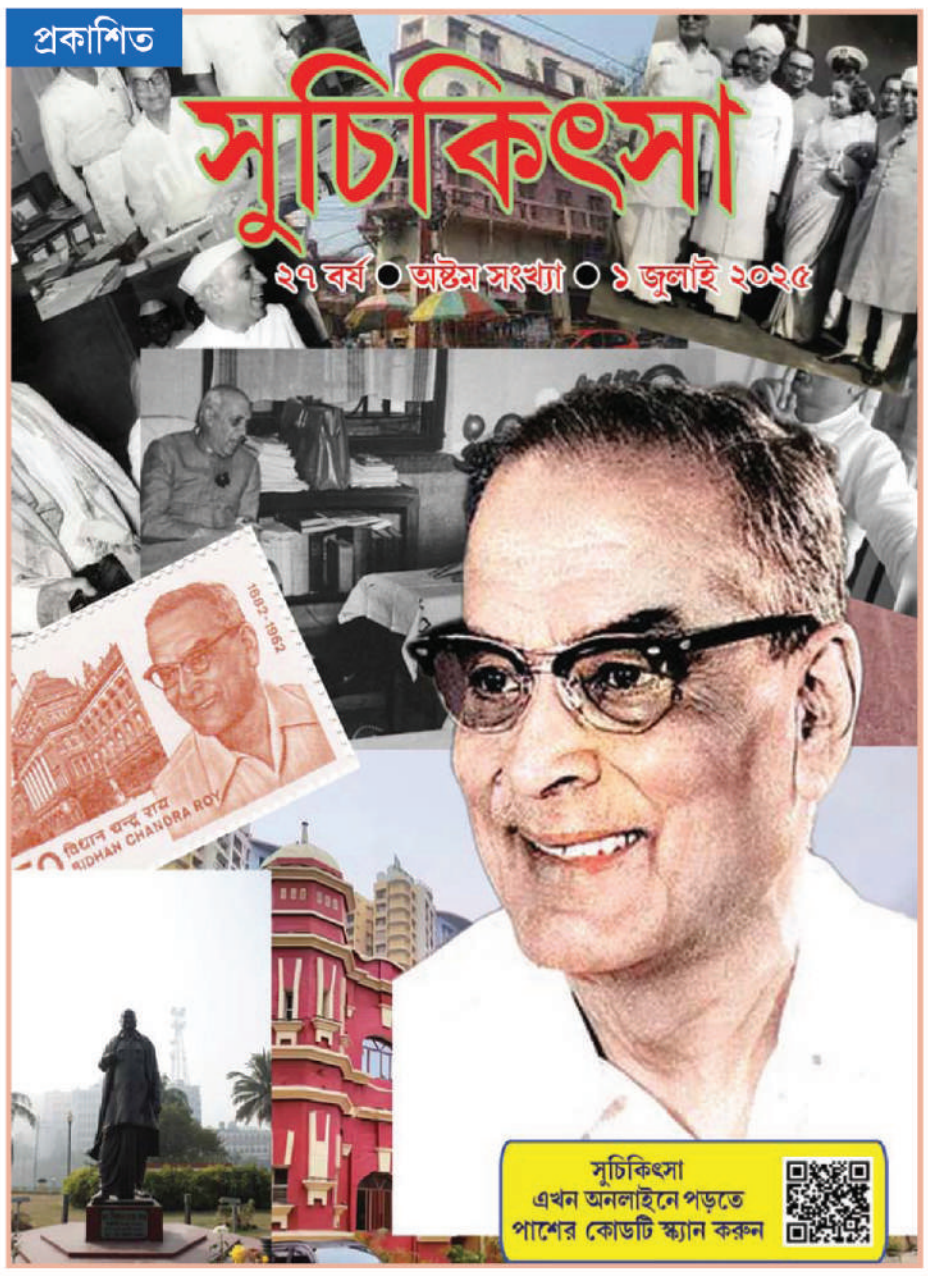

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com